উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 29 November 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 190

RP-Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

spencers

GET AT ₹99
ম্যাগি টু-মিনিট মশলা নুডলস 600g
MRP ₹116

GET AT ₹268
আমুল সল্টেড বাটার 500g
MRP ₹285

GET 33% OFF
বিস্কুট-এর রেঞ্জ
MRP ₹144 Onwards

GET ₹45 OFF
টাটা টি গোল্ড 500g
MRP ₹260

KICKSTART YOUR WEEKEND WITH BLOCKBUSTER DISCOUNTS

BLACK FRI-YAY!
28TH-30TH NOV

GET AT ₹155/109
7 স্টার সর্ষের তেল 1L/
7 স্টার সয়াবিন তেল 750g
MRP ₹210/160

GET AT ₹163
স্মার্ট চয়েস সর্ষের তেল 1L
MRP ₹210

GET AT ₹560
আমুল হোয়াইট ঘি 1L
MRP ₹610

GET 2PC @ ₹215/PC
GET 1PC @ ₹219
গনেশ হোল হুইট আটা 5kg
MRP ₹283

GET AT ₹199
ইন্ডিয়া গেট সুপার
বাসমতী চাল 1.5kg
MRP ₹280

GET ₹250 OFF
ডিটারজেন্ট-এর রেঞ্জ
MRP ₹718 Onwards

FLAT ₹150 OFF
মাল্টিপ্যাক সাবানের রেঞ্জ
MRP ₹363 Onwards

BUY ANY 2 GET 60% OFF
BUY ANY 1 GET 50% OFF
বডি লোশন-এর রেঞ্জ 400ml
MRP ₹445 Onwards

GET 70% OFF
ব্ল্যাঙ্কেট-এর রেঞ্জ
MRP ₹399 Onwards

GET 30 PCS EGG TRAY AT ₹175*
*On Purchase of Fresh (Fruits/Vegetables/ Fish & Meat/Egg/Dairy/Bakery/ Frozen & Ice Cream) Worth ₹499

GET AT ₹18/PC
ফুলকপি / কিউই

GET AT ₹185/159/KG
₹185/KG
₹159/KG
চিকেন প্রিমিয়াম হোল স্কিন-অফ / রুই মাছ 1-2kg

BUY 1 GET 1 FREE*
স্ন্যাকস-এর রেঞ্জ 400g

GET ₹100 OFF
ডাবর হানি বোতল 1kg/ডাবর হানি স্কুইজি 400g
MRP ₹495/420

GET 20% OFF
নেসকাফে ক্লাসিক কফি জার 100g
MRP ₹445

GET 25% OFF
হার্শি'স চকোলেটস-এর রেঞ্জ
MRP ₹137 Onwards

GET AT ₹240/339
₹240
₹339
কিসান মিক্সড ফ্রুট জ্যাম 700g/ নুটেলা হ্যাজেলনাট স্প্রেড 350g
MRP ₹270/399

GET AT ₹100
কিসান ফ্রেশ টমেটো কেচাপ 1.1kg
MRP ₹150

GET AT ₹30
চিপস স্যাপ-এর রেঞ্জ
MRP ₹60

GET AT ₹49 ONWARDS
পাওয়াক পাউডার ও কিউব গুড়-এর রেঞ্জ 500g
MRP ₹85 Onwards

GET COMBO @ ₹989
ডাবল টিক আমেরিকান আমন্ড 500g + ডাবল টিক কাজু 500g + ডাবল টিক কিশমিশ 500g MRP ₹2019

GET AT ₹125/115 PER KG
₹125/KG
₹115/KG
মুসুর ডাল লুজ/মুগ ডাল লুজ
Market Price ₹170/180 per kg

BUY 1-4 KG @ ₹46/KG
BUY 5 KG & ABOVE @ ₹45/KG
রেগুলার মিনিকেট চাল লুজ
Market Price ₹60/kg

BUY 1 GET 1 FREE*
পোস্তদানা/গোল্ডি মশলার রেঞ্জ
MRP ₹350/22 Onwards

FLAT ₹300 OFF
সার্ফ এক্সেল ইজিওয়াশ ডিটারজেন্ট 7kg
MRP ₹1030

BUY 1 @ ₹20 OFF
BUY 2 @ ₹40 OFF/PC
হার্পিক টয়লেট ক্লিনার 1L
MRP ₹235

GET 50% OFF
কোলগেট টুথপেস্ট -এর রেঞ্জ
MRP ₹265 Onwards

BUY 1 GET 1 FREE*
লুজ মেলামাইন সেট-এর রেঞ্জ

FLAT 80% OFF
ট্রলির রেঞ্জ
MRP ₹7500 Onwards

GET AT ₹599
স্যালফোর্ড নন-স্টিক তাওয়া
MRP ₹1599

GET AT ₹1199 ONWARDS
অ্যান্ড্রেড 2 জার মিক্সার গ্রাইন্ডার এর রেঞ্জ 500W MRP ₹4190

GET AT ₹7999
জেব্রনিক্স জেব 32 ইঞ্চি স্মার্ট এলইডি টিভি
MRP ₹22990

GET AT ₹2199
FLAT 50% OFF
মহারাজা ফিয়েস্তা ইভো ইনস্ট্যান্ট গিজার 3L
MRP ₹4499

T&C Apply. Images shown here are for representation purposes only, actual product may differ in appearance. Spencers reserves its sole and absolute right to terminate, modify or extend, at its absolute discretion, without any prior notice and without any liability (present or future), without assigning any reason the terms & conditions, whatsoever. Quantity Capping applicable. Cash back will be issued based on eligible products purchased between 29th Nov to 1st Dec. Black Friday offers are not applicable in Siliguri wholesale bazar store. Offer valid at select stores till stocks last. All the offers communicated will be offered as value discounts on the customer's invoice. All Products may not be available Online. Offer valid at selected stores only. For detailed Terms & Conditions please visit www.spencers.in/App/Terms&conditions. Follow us on | Customer Care No. 1800 103 0134

CIN. U51229WB2000PLC154278

ক্যানসার নিধনে নবযুগ

ছদ্মবেশী ‘ঘাতক’

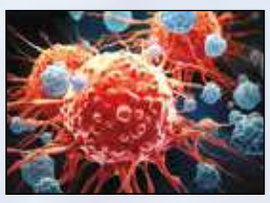

সম্প্রতি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (এমআইটি) এবং হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষকরা এমন এক যুগান্তকারী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন, যা ক্যানসার চিকিৎসার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

সুদীপ মৈত্র

ক্যানসারের বিরুদ্ধে মানুষের যুদ্ধ দীর্ঘদিনের। এই যুদ্ধে চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রতিনিয়ত নতুন অস্ত্রের সন্ধান করে চলেছে। সম্প্রতি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (এমআইটি) এবং হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষকরা এমন এক যুগান্তকারী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন, যা ক্যানসার চিকিৎসার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা মানবদেহের প্রাকৃতিক যোদ্ধা, অর্থাৎ ‘ন্যাচারাল কিলার’ (এনকে) কোষগুলিকে নিয়ে এমনভাবে বৈজ্ঞানিক কারিকুরি করেছেন, যা শুধু ক্যানসার কোষকে খুঁজে বের করে ধ্বংসই করবে না, একই সঙ্গে রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার চোখেও ধুলো দিতে সক্ষম হবে।

দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসার চিকিৎসায় সিএআর-টি কোষের ব্যবহার সাফল্য এনেছে, কিন্তু এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। রোগীর শরীর থেকে টি-কোষ সংগ্রহ করে, সেগুলিকে পরিবর্তন করে, আবার রোগীর দেহে প্রবেশ করাতে সময় লাগে। এর থেকেও বড় সমস্যা হল, যখন সুস্থ দাতার কাছ থেকে এনকে কোষ নিয়ে তা রোগীর শরীরে দেওয়া হয়, তখন রোগীর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সেই কোষগুলিকে বহিরাগত মনে করে দ্রুত ধ্বংস করে দেয়। একেই বলে ‘ইমিউন রিজেকশন’ (শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার দ্বারা বর্জন)।

এই সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়েছেন গবেষক দল। তাঁরা একটি সহজ এক-ধাপের জিনগত ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল ব্যবহার করেছেন। এই কৌশলে এনকে কোষগুলির উপরিভাগে থাকা ‘এইচএলএ ক্লাস ১’ নামক এক বিশেষ আণবিক পরিচিতি বা ‘আইডি ট্যাগ’কে (যা কোষকে বহিরাগত হিসাবে চিহ্নিত করে) চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে কোষে ঢোকানো হয় সিএআর রিসেপ্টর, যা ক্যানসার কোষ চিহ্নিত করার জন্য জিপিএস-এর মতো কাজ করে।

এই ‘ছদ্মবেশী’ বা ‘গুপ্তঘাতক’ সিএআর-এনকে কোষগুলি মানব-সদৃশ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ইঁদুরদের শরীরে প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ফলাফলে দেখা যায়, পরিবর্তিত কোষগুলি তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বেঁচে ছিল এবং প্রায় সম্পূর্ণরূপে লিম্ফোমা ক্যানসার নির্মূল করেছে। অন্যদিকে অপরিবর্তিত এনকে কোষগুলি দ্রুত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

এই নতুন পদ্ধতির দুটি বড় সুবিধা হল— প্রথমত, এটি দ্রুত ‘অফ-দ্য-শেল্ফ’ চিকিৎসা প্রদানে সক্ষম, অর্থাৎ দাতার কাছ থেকে তৈরি করে সংরক্ষণ করা যাবে এবং প্রয়োজন হলেই রোগীকে দেওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, এটি প্রচলিত কিছু ইমিউনোথেরাপির বিপজ্জনক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, যেমন সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোম, অনেক কমিয়ে দেয়। বিজ্ঞানীরা এখন এই প্রযুক্তি মানবদেহে পরীক্ষামূলক প্রয়োগের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যা ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের জন্য এক নতুন আশার আলো।

আমরা ন্যাচারাল কিলার (এনকে) কোষগুলিকে এমনভাবে ইঞ্জিনিয়ার করেছি যাতে তারা ক্যানসার কোষকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এই কোষগুলি এখন রোগীর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার চোখে ধুলো দিতে সক্ষম, ফলে তারা শরীরে আরও দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে পারবে এবং ক্যানসারকে কার্যকরভাবে দমন করবে।

অধ্যাপক জিয়ানঝু চেন
গবেষক দলের প্রধান

৫ দিনে ৫ হাজার কিমি উড়ে গেল আমুর ফ্যালকন

পাখিদের মধ্যে ‘অপাপাং’ নামের পুরুষ ফ্যালকনটি মাত্র পাঁচদিনের কিছু বেশি সময়ে প্রায় ৫,৪০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে সোমালিয়ায় পৌঁছেছে, দিনে প্রায় ১,০০০ কিলোমিটার উড়ে

প্রকৃতির বুকে এমন কিছু যোদ্ধা আছে, যাদের অবিশ্বাস্য সহ্য ক্ষমতা দেখে বিজ্ঞানীরাও বিস্মিত হন। সেই যোদ্ধাদেরই একজন হল ছোট্ট আমুর ফ্যালকন। প্রায় ১৫-২০ সেমি আকারের এই পরিযায়ী বাজপাখিটির ওজন মাত্র ১৫০ গ্রামের আশপাশে। অথচ প্রতি বছর এরা সুদূর সাইবেরিয়া ও চিন থেকে উড়ে প্রায় ২২,০০০ কিলোমিটারের এক বৃত্তাকার পথে যাত্রা করে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা মণিপুরে স্যাটেলাইট ট্যাগ (জিপিএস) লাগানো তিনটি আমুর ফ্যালকনের (নাম ‘অপাপাং’, ‘আলং’, ‘আহু’) ওপর নজর রাখছিলেন। দেখা গিয়েছে, এই পাখিদের মধ্যে ‘অপাপাং’ নামের পুরুষ ফ্যালকনটি মাত্র পাঁচদিনের কিছু বেশি সময়ে প্রায় ৫,৪০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে সোমালিয়ায় পৌঁছেছে, দিনে প্রায় ১,০০০ কিলোমিটার উড়ে! যাত্রাপথের সবচেয়ে কঠিন অংশটি হল আরব সাগরের ওপর দিয়ে ৩,০০০ কিলোমিটার একটানা উড়ে যাওয়া, যেখানে বিশ্রাম বা খাবারের কোনও সুযোগ থাকে না।

ক্ষমতার উৎস জিপিএস ও জ্বালানি

কীভাবে এই ক্ষুদ্র পাখি এই বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার ক্ষমতা পায়? এর দুটি প্রধান কারণ রয়েছে।

■ জ্বালানি সংগ্রহ

দীর্ঘ যাত্রার আগে উত্তর-পূর্ব ভারতে (মণিপুর ও নাগাল্যান্ডে) এরা আসে এবং সেই সময় ওই এলাকায় প্রচুর পরিমাণে উইপোকার উপদ্রব বাড়ে। মানুষের কাছে ব্যাপারটা বিরক্তিকর হলেও, পোয়াবারো হয় ফ্যালকনদের। তারা সেই প্রোটিন-সমৃদ্ধ উইপোকা খেয়ে শরীরে প্রয়োজনীয় চর্বি বা ফ্যাট সঞ্চয় করে নেয়।

■ চুম্বকীয় দিকনির্ণয়

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই পাখিরা দিকনির্ণয়ের জন্য বিশেষত পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এবং তাদের অনুকূলে থাকা মৌসুমি বাতাসকে ব্যবহার করে। তাদের শরীরে এই দিকনির্ণয় করার ক্ষমতা জন্মগত, যা তাদের প্রাচীন পথ ধরে নির্ভুলভাবে মহাদেশ পাড়ি দিতে সাহায্য করে।

এক সময় শিকারিদের নিশানা হলেও এখন মণিপুর ও নাগাল্যান্ডের স্থানীয় বাসিন্দারা এই পাখিগুলির বাপ-মা। ফ্যালকনদের অভাবনীয় উড়ানের গল্প তাই নিছক পাখির গল্প নয়, প্রকৃতি ও মানুষের সহমর্মী সহাবস্থানের প্রমাণও বটে।

সময় বলে দেবে বিজ্ঞান

শীতে কখন করবেন নৈশভোজ

শীত পড়ছে। উত্তুরে হাওয়া ফুসফুসে ঢুকতে শুরু করেছে। এই সময় স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য রাতের খাওয়া সেরে ফেলা উচিত সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যে, অথবা অন্তত ঘুমোতে যাওয়ার ২ থেকে ৩ ঘণ্টা আগে

শীতকাল মানেই দিনের দৈর্ঘ্য কমে আসা এবং আলস্যে আচ্ছন্ন থাকা। কম আলো এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে আমাদের স্বাভাবিক জৈবিক ছন্দ (সার্কাডিয়ান রিদম) প্রায়শই ব্যাহত হয়। এর ফলস্বরূপ অনেকেই ডিনার বা রাতের খাবার খেতে দেরি করেন, অথবা গভীর রাতে স্ন্যাক্স খান। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে শীতে রাতের খাবার খাওয়ার সময় আরও এগিয়ে আনা প্রয়োজন।

সম্প্রতি একাধিক গবেষণায় উঠে এসেছে, কখন খাচ্ছেন, তার ওপর নির্ভর করে আমাদের শরীরের মেটাবলিজম বা বিপাক প্রক্রিয়া। দেখা গিয়েছে, যারা রাতে দেরিতে, যেমন রাত ১০টায় খাবার খান, তাদের শরীরে ব্লাড সুগারের মাত্রা ৬টায় খাওয়া ব্যক্তিদের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ বেশি হয় এবং ফ্যাট বা চর্বি ঝরানোর হার ১০ শতাংশ কমে যায়, খাবার এক হওয়া সত্ত্বেও।

এর মূল কারণ হল, দেরিতে খাবার খেলে তা আমাদের বিশ্রামের সময়ের কাছাকাছি চলে আসে। এতে হজম, হরমোন নিঃসরণ এবং ক্যালোরি পোড়ানোর প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে স্বাস্থ্যকর থাকার জন্য ডিনার সেরে ফেলা উচিত সন্ধ্যা ৫:৩০ থেকে ৭:০০টার মধ্যে, অথবা অন্তত ঘুমোতে যাওয়ার ২ থেকে ৩ ঘণ্টা আগে।

এই কৌশলটি শরীরকে খাবারের প্রক্রিয়াকরণের জন্য যথেষ্ট সময় দেয়, যা হজম ক্ষমতা বাড়ায়, ঘুমের মান উন্নত করে এবং টাইপ-২ ডায়াবিটিসের মতো মেটাবলিক রোগের ঝুঁকি কমায়। তাই বিজ্ঞান বলছে, সুস্থ থাকতে হলে দিনের আলো থাকাকালীন অর্থাৎ সকালের এবং দুপুরের খাবারকে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিন এবং রাতের খাবারটি সময়ের কাঁটায় বেঁধে ফেলুন।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৫,৭০৬.৬৭ (-১৩.৭১)
নিফটি : ২৬,২০২.৯৫ (-১২.৬০)

অত্যন্ত সংকটজনক খালেদা
বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ‘অত্যন্ত সংকটজনক’। শুক্রবার তাঁর দল বিএনপি’র তরফে একথা জানানো হয়েছে। » ৮

হংকংয়ে মৃত বেড়ে ১৩০
হংকং-এর বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শুক্রবার পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩০। এখনও নিখোঁজ অন্তত শ-দুয়েক। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৬° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন

সক্ষম-সামিতে গুজরাট দখল বাংলার » ১১

শিলিগুড়ি ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 29 November 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 190

কৃষ্ণের সাজে। কর্ণাটকের উদুপিতে শ্রীকৃষ্ণ মঠে লক্ষ কণ্ঠ গীতা পরায়ণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার। -পিটিআই

আবার ৩ হাজার কোটির প্রস্তাব

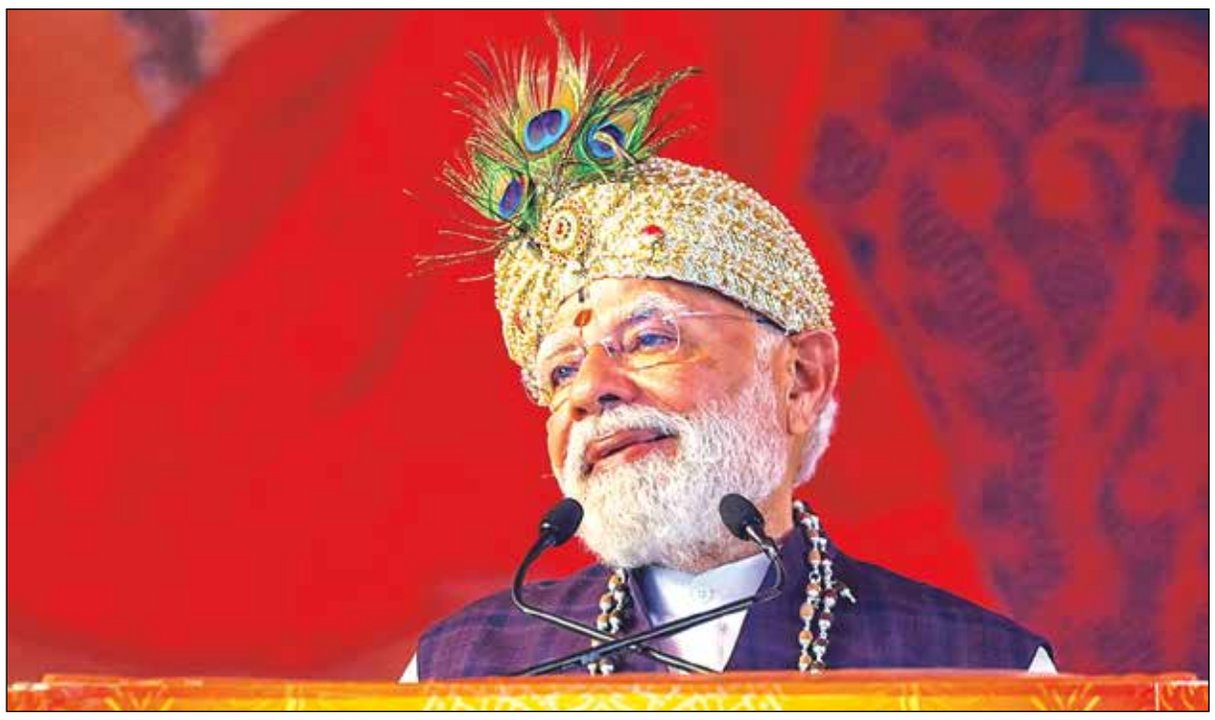

লগ্নি কই, প্রশ্নে রুষ্ট মন্ত্রী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : ছ’মাস আগে উত্তরবঙ্গে শিল্প সম্মেলনে ২৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছিল। শুক্রবার ফের উত্তরের শুধুমাত্র তিনটি জেলায় তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব এল।

‘প্রস্তাব তো এসেছে, আসছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিনিয়োগ কি আদৌ হচ্ছে?’ প্রশ্ন শুনেই সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। তাঁর দাবি, ‘মিডিয়া শুধু নেগেটিভ দেখে। বিনিয়োগ হচ্ছে না? এখানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ থেকে পর্যটনশিল্পের অধীনে হোটেল, হোমস্টে তৈরি হচ্ছে। শিল্পের অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রেও নিয়মে সরলীকরণ করা হয়েছে। এখন আর সমস্ত লাইসেন্সের জন্য কলকাতায় ছুটতে হয় না। উত্তরবঙ্গে বসেই অনুমতি মেলে।’

এদিনের সম্মেলনে বহু উদ্যোগপতি প্রশাসনের বেশ কয়েকটি দপ্তরের বিরুদ্ধে অনুমতি সহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সময় ব্যয় এবং আরও একাধিক সমস্যা জানিয়ে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দপ্তরের উদ্যোগে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হয়েছিল ‘সিনার্জি-২০২৫’। তথ্যকেন্দ্রের দীনবন্ধু মঞ্চে দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ির বহু শিল্পপতি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ পান্ডে সহ অন্য দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। শিল্প সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার প্রমুখও অংশ নেন।

মন্ত্রী এদিন দাবি করেছেন, এই সিনার্জি থেকে দার্জিলিং, কালিম্পং আর জলপাইগুড়ি জেলায় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পে ৩১২৯ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। এর মধ্যে দার্জিলিংয়ে ১৫২৩, কালিম্পংয়ে ১৬৪ আর জলপাইগুড়িতে ১৪৪২ কোটি টাকার প্রস্তাব রয়েছে। এরমধ্যে হোটেল, রিয়েল এস্টেট এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প রয়েছে। সবমিলিয়ে ১০ হাজার কর্মসংস্থান হবে।

মঞ্চে মন্ত্রী যখন বিনিয়োগের প্রস্তাব ঘোষণা করছিলেন, দর্শকাসনে বসে উদ্যোগপতিদের মধ্যে শুরু হয় ফিশফাশ। অনেকেই বলেন, মে মাসে এখানেই মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে উত্তরবঙ্গে ২৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছিল। এবার শুধুমাত্র তিন জেলায় ৩১০০ কোটি টাকার প্রস্তাব। বিনিয়োগ হল কত? মন্ত্রীর অভিযোগ, ‘উত্তরবঙ্গে প্রচুর বিনিয়োগ আসছে। মিডিয়া ও বিরোধীরা এসব চোখে দেখতে পায় না।’

উদ্যোগপতিদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়ে কালিম্পংয়ের হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সিদ্ধান্ত সুদ পাহাড়ি শহরটিকে আরও বেশি করে প্রচারের আলোয় আনার দাবি তোলেন। এরপর দশের পাতায়

দীনবন্ধু মঞ্চে সিনার্জিতে উপস্থিত অতিথিরা।

পরীক্ষার সময় স্কুলে শিক্ষকদের মারামারি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : স্কুলে তখন পঞ্চম ও নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। তার মধ্যেই হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল। দুই শিক্ষকের মধ্যে তুমুল মারামারি বেধে গিয়েছে। এক শিক্ষকের ঘুসিতে আহত হয়েছেন আর এক শিক্ষক। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুলে। স্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন এই ঘটনায় স্পষ্টতই বিব্রত টিচার ইনচার্জ কল্যাণ দাস। তিনি বলেন, ‘এটা খুবই দুঃখজনক যে স্কুলের ভেতরে এরকম ঘটনা হয়েছে।’ দুই শিক্ষকের হাতাহাতিকে কেন্দ্র করে থানা-পুলিশ নিয়ে উত্তাপ ছড়িয়েছে স্কুলে। একই সঙ্গে শহরেও এই ঘটনা চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। আর সরকারি স্কুলের এরকম পরিস্থিতি দেখে নিন্দায় মুখর হয়েছেন স্কুলের অভিভাবকরা।

স্কুলে এখন কতজন শিক্ষক ছুটিতে রয়েছেন তা টিআইসি-র কাছে জানতে চাওয়াকে কেন্দ্র করেই ঝামেলার সূত্রপাত। স্কুলের শিক্ষক সন্তোষকুমার ত্রিপাঠী বলেন, ‘আমি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে রয়েছি। এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

তামাশা ও ধাঁধার জালে সত্যের থই মেলা ভার

গৌতম সরকার

ছিলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী। হলেন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান। ‘তাই রে নাই রে না/ এমন কোন ধাঁধা বলো যা কেউ জানে না।’ পূর্ণ ক্ষমতা থেকে দূরেই থাকলেন জন বারলা। প্রতিমন্ত্রী মানে তৃণমূলের ভাষায় হাফ মন্ত্রী। ভাইস চেয়ারম্যানও তাহলে হাফ চেয়ারম্যান। জন আদিবাসী শ্রমিক নেতা। পদ পেলেন সংখ্যালঘু কমিশনে। তাই সই। সরকারি পদ বলে কথা!

এদিকে, ৩১ ডিসেম্বর আসতে দেরি নেই। হৃৎকম্প শুরু হয়েছে তাই এসএসসি’র যোগ্য তকমাধারী চাকরিহারাদের। ওই সময়ের মধ্যে পুনর্নিয়োগ না হলে যে ইহকাল-পরকাল ফর্সা। ১ জানুয়ারি থেকে বেতন বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তা নিয়ে সরকার বা রাজনৈতিক দলগুলির উদ্বেগ আছে কি আদৌ! সবাই বরং দু’হাত তুলে এসআইআর বা নাগরিকত্বের আর্জি গ্রহণের শিবির নিয়ে ব্যস্ত। কী আজব কাণ্ড রে ভাই, কী আজব কাণ্ড...!

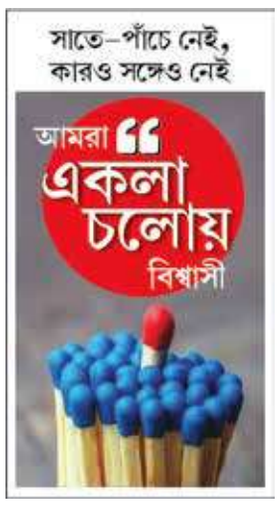

জন অবশ্য মহাখুশি। নাকের বদলে নরুন পেয়ে বলছেন, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। তৃণমূলে একবার নাম লেখালে কে আর মমতার প্রতি অকৃতজ্ঞ হন! দল ও মন্ত্রিত্ব থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরেও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে মমতাই নেত্রী থাকেন। এখন চটিচাটা বলে দু’বেলা গাল পাড়লেও শুভেন্দু অধিকারীও একসময় দিদির দেওয়া হাওয়াই চটি মাথায় তুলে নে রে ভাই বলে তৃণমূলে পাঠ দিতেন।

এসএসসিতে যোগ্য চাকরিহারাদের ফের নিয়োগ অনিশ্চিত। নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যে নতুন কর্মপ্রার্থীরা পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁরাও জানেন না চাকরিটা পাবেন কি না! বিচারপতি নিজেই যে সংশয় প্রকাশ করছেন, এই পরীক্ষার ভবিষ্যৎ কী কে জানে! অথচ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বুক বাজিয়ে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, যেরকম স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে এসএসসি কাজ করেছে, এরপর দশের পাতায়

গ্রিন জোন এলাকায় বাড়ি, রেস্তোরাঁ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকার ১৩টি জায়গা ‘গ্রিন জোন’ এলাকার আওতাভুক্ত। এগুলিতে কোনও নির্মাণকাজ করা যাবে না বলে কড়া নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু সেই নির্দেশকে থোড়াই কেয়ার! যদুভিটা থেকে শুরু করে বারোঘরিয়া, বানিয়াখাড়ি সর্বত্রই কংক্রিটের জোর দাপট। বাসভবন, দোকানপাট, রেস্তোরাঁ। বহুতল বাসভবনও মাথা তুলছে।

সমস্তটা চোখের সামনে চললেও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি অবশ্য অভিযোগ মানতে চায়নি। চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহার বক্তব্য, ‘প্ল্যান পাশের ব্যাপারটা পঞ্চায়েত সমিতি দেখে থাকে। তাই এ ব্যাপারগুলোতে আমাদের বিশেষ কিছু করার থাকে না।’ মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা রায় বললেন, ‘অভিযোগ পেলেই সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুজোর আগে অভিযান চালিয়ে আমরা এ ধরনের কয়েকটি নির্মাণ আটকেছি।’

শুক্রবার গুলমাখাড়ি এলাকায় যাওয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো, অভয়ারণ্যের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও নির্মাণই যাতে না হয় সেজন্য এই এলাকাকে ‘গ্রিন জোন’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও ওই গোটা এলাকা কার্যত লোকালয়ে পরিণত হয়েছে। দোতলা-তিনতলা বাড়ি বহু। এলাকায় বেশ কিছু রেস্তোরাঁ, ক্যাফে। এই নির্মাণের কোনও অনুমতি রয়েছে কি? এক দোকান মালিকের উত্তর, ‘দোকান কেনার সময় ওই ধরনের কোনও কাগজ পাইনি। এরপর দশের পাতায়

খুনের পর মাংসভাতের পরিকল্পনা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি ও বক্সিরহাট, ২৮ নভেম্বর : সল্টলেকে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি সজল সরকারকে। এবার সজলের ছায়াসঙ্গী গোবিন্দ সরকারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা

ধৃত সজলের ছায়াসঙ্গী

এবং কোচবিহার পুলিশের একটি দল গুয়াহাটির বিষ্ণুপুর থেকে গোবিন্দকে আটক করে বক্সিরহাট থানায় নিয়ে আসে। শুক্রবার তাঁকে তুফানগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সেখান থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে গোবিন্দকে বিধাননগরে নিয়ে যান তদন্তকারীরা। এখনও পর্যন্ত স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে গ্রেপ্তারির সংখ্যা বেড়ে হল পাঁচ।

পুলিশ সূত্রের খবর, বক্সিরহাট থানায় দফায় দফায় জেরা করা হয় গোবিন্দকে। তাতেই ঘটনার দিন সল্টলেকের আবাসনে উপস্থিত থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। মেনে নিয়েছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে মারধরের কথাও। জেরায় গোবিন্দ জানিয়েছেন, ঘটনার আগের দিন গাড়ি চালিয়ে তিনিই সজলকে নিয়ে কলকাতা রওনা হয়েছিলেন। ঘটনার দিন সকালে তাঁরা আবাসনে পৌঁছানোর পরই স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে তুলে আনা হয়। শুরু হয় মারধর। সেখানে বিডিও প্রশান্ত বর্মন, সজল সকলেই উপস্থিত ছিলেন বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন তিনি। গাড়ি চালানো ছাড়াও ঘরোয়া অনুষ্ঠানে রান্না করা, নানা ফাইফরমাশ খেটে দেওয়া এবং সজলের গোপন প্রায় সব কাজই করতেন গোবিন্দ। জেরায় তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন, স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে মারধরের মধ্যেই তাঁকে রান্না করতে বলেন সজল। ভাত, ডাল, মুরগির মাংস এবং পাঁপড় ভাজা করতে বলেছিলেন। সেইমতো তিনি রান্নার প্রস্তুতিও শুরু করেছিলেন। তারমধ্যেই অঘটন ঘটে যায়। তখন সবাই মৃতদেহ লোপাট করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। গোবিন্দর কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন তদন্তকারীরাও।

গোবিন্দর বাড়ি কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির পরেশ কর চৌপথি এলাকাতে। গোবিন্দ সজলের প্রতিবেশী। স্বপন খুনে এর আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সজলের গাড়ির চালক সোনাইকে। গোবিন্দ সম্পর্কে সোনাইয়ের তুতোভাই। দিনকয়েক আগে সজলকে সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল। তার আগে পর্যন্ত প্রভাবশালী সজলই ছিলেন কোচবিহার-২ ব্লকের শেষ কথা। অবিবাহিত গোবিন্দ ছিলেন সজলের ডান হাত। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত। শুধু সজল নয়, তাঁর দুই ভাইয়েরও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ গোবিন্দ। তাঁর গ্রেপ্তারির খবর জানাজানি এরপর দশের পাতায়

প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গেল জিডিপি

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি লক্ষণীয়

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : আমেরিকার শুল্ক চাপ সত্ত্বেও সব পূর্বাভাসকে ছাপিয়ে গেল ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার। জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-’২৬ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৮.২ শতাংশ। যা গত ৬টি ত্রৈমাসিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। রিজার্ভ ব্যাংকের ৭.৫ শতাংশের পূর্বাভাসকেও ছাপিয়ে গিয়েছে জিডিপি’র এই হার।

গত বছর একই সময়ে জিডিপি বেড়েছিল ৫.৬ শতাংশ হারে। প্রথম ত্রৈমাসিকে তা ছিল ৭.৮ শতাংশ। মূলত উৎপাদন, নির্মাণ এবং পরিষেবা খাতের ভরসায় এবার ভারতের জিডিপি বাড়ল। অঙ্কের হিসাবে যা ৪৮.৬৩ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। এটা গত বছরের পরিমাণ- ৪৪.৯৪ লক্ষ কোটি টাকার চেয়ে অনেকটা বেশি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই পরিসংখ্যানকে ‘খুব উৎসাহব্যঞ্জক’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি একে সরকারের উন্নয়ন নীতি, সংস্কার এবং দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রমের ফল বলে উল্লেখ করেছেন।

অর্থনীতিবিদদের মতে, জুলাই-সেপ্টেম্বরে জিডিপির হারের প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাওয়া দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতিফলন। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উৎসবের মরশুমের। তবে বছরের বাকি সময় বৃদ্ধির হার কতটা চড়া থাকবে, তার ওপর নির্ভর করছে সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা। জিডিপি বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি অবদান উৎপাদন ক্ষেত্রের। এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৯.১ শতাংশ। ছোট ও মাঝারি শিল্পে উত্থান সামান্য কম-৮.১ শতাংশ।

সবচেয়ে ভালো ফল অবশ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে। পরিষেবায় উত্থান ৯.২ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। এই শিল্পে বাকিদের পিছনে ফেলেছে আর্থিক, এরপর দশের পাতায়

জঙ্গলে চিতাবাঘ শুমারি, ব্রাত্য রইবে চা বাগান

উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলার মফসসল, আধাশহর এবং শহরেও প্রায়শই চিতাবাঘের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে। ফলে চিতাবাঘের স্বভাব বা খাদ্যাভ্যাসে কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি না এই প্রশ্ন ক্রমশ জোরালো আকার ধারণ করেছে।

শুভজিৎ দত্ত ও রাহুল মজুমদার

নাগরাকাটা ও শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : বাঘ আছে কি না- কোটি টাকার প্রশ্ন। কিন্তু উত্তরবঙ্গে চিতাবাঘ যে অনেক, তাতে সন্দেহ নেই। জঙ্গল ছাড়িয়ে চা বাগানে, গ্রামে চিতাবাঘের আনাগোনা বেড়েছে বহুগুণ। লাফিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধির আভাস গত দুটি শুমারিতে ছিলই। হাতির পাশাপাশি এই প্রাণীটি এখন উত্তরবঙ্গে অন্যতম উদ্বেগের কারণ লোকালয়ে।

মানুষের ওপর হামলা বেড়ে যাওয়াই এই উদ্বেগের কারণ। গত কয়েক মাসে টুঁটি চেপে মানুষকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি। জঙ্গল থেকে অনেক দূরে কোচবিহার জেলার বাংলাদেশ সীমান্তের সাতগাছি গ্রামে গিয়েও হামলা করেছে চিতাবাঘ। এই আবহে নতুন করে চিতাবাঘ গণনা হতে যাচ্ছে ডিসেম্বর মাসে। ১৫ ডিসেম্বর থেকে ৪০ দিন ওই শুমারি করবে বন দপ্তর।

যদিও ওই শুমারির সাফল্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছে প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠনগুলি। সংশয়ের কারণ বন দপ্তরের পরিকল্পনা। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি জানিয়েছেন, চিতাবাঘ গণনা হবে শুধু জঙ্গলে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার সব জঙ্গলে একসঙ্গে ওই গণনা চলবে। এজন্য ৮০০ ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তেই প্রশ্ন আছে প্রকৃতিপ্রেমীদের। পরিবেশকর্মী অনিমেষ বসুর বক্তব্য, ‘চা বাগানে এখন সবচেয়ে বেশি চিতাবাঘের প্রজনন হচ্ছে। শুধু জঙ্গল ধরলে তো এই প্রাণীরা বাদ চলে যাবে। বড় বাগানের সঙ্গে ক্ষুদ্র চা বাগানের সংখ্যা বল্গাহীনভাবে বেড়ে যাওয়ায় চিতাবাঘ নিরাপদ প্যাসেজ পেয়ে যাচ্ছে। এই ক্রমশ প্রসারিত গ্রিন করিডর চিতাবাঘের সংখ্যা বৃদ্ধির বড় কারণ। সেগুলি গণনার বাইরে থেকে গেলে চিতাবাঘের সঠিক হিসাব পাওয়া যাবে না।’

কীভাবে শুমারি

- উত্তরের সিঙ্গালিলা থেকে শুরু করে বক্সা পর্যন্ত সমস্ত জঙ্গল মিলিয়ে প্রায় ৮০০ ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হবে
- গণনার জন্য ১২ জন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, রেঞ্জ অফিসার সহ অন্য আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ

সংশয় যেখানে

- শুমারি হবে মূলত জঙ্গলে
- উত্তরবঙ্গের বহু চা বাগানেই আস্তানা গেড়েছে চিতাবাঘ
- স্বভাবতই শুমারিতে বাস্তব সংখ্যাটা স্পষ্ট হবে না

শুধু জঙ্গলের বাইরে বসবাস নয়, চিতাবাঘের আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন উপলব্ধি করছেন লোকালয়ের মানুষ। খাদ্যাভ্যাসেও বদল ঘটছে। এই সম্পর্কে সমীক্ষা একইসঙ্গে করা প্রয়োজন বলে প্রকৃতিপ্রেমীরা মনে করছেন। একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের কর্ণধার অভিযান সাহার কথায়, চিতাবাঘ ও মানুষ সংঘাত ক্রমশ বাড়ছে। ওদের খাদ্যাভ্যাস বা স্বভাবে পরিবর্তন হচ্ছে কি না, তা জানা সময়ের চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদিও ব্যবহারে বদলের সম্ভাবনা মানছে না বন দপ্তর। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণী) ভাস্কর জেভি’র কথায়, ‘চিতাবাঘের স্বভাবে পরিবর্তনের কোনও তথ্য বা প্রমাণ নেই।’ মানুষের ওপর হামলার অভিযোগ প্রসঙ্গেও তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘মানুষখেকো চিতাবাঘ বলে তেমন কিছু এখানে নেই।’ জঙ্গল ছেড়ে অনেক দূরে চিতাবাঘের চলে যাওয়া নিয়ে মুখ্য বনপালের যুক্তি, ‘সঙ্গীর সন্ধান অপেক্ষাকৃত দূরে চলে যাওয়ার অন্যতম কারণ।’

চিতাবাঘের অন্যতম ডেরা চা বাগানকে গণনার আওতার বাইরে রাখা হচ্ছে। অথচ চলতি বছরে চিতাবাঘের হাড়হিম করা বেশ কয়েকটি ঘটনা সামনে এসেছে। যেমন, গত ১৬ সেপ্টেম্বর নাগরাকাটার খেরকাটা গ্রামে এক বাড়ির উঠোন থেকে ১৩ বছরের এক নাবালককে তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। তার আগে ২৭ অগাস্ট একই ধরনের ঘটনা ঘটে নাগরাকাটার আংরাভাসা দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের খুটাবাড়িতে।

১৮ জুলাই ওই ব্লকেরই কলাবাড়ি চা বাগানের হুলাশ লাইনে এরপর দশের পাতায়

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি নিয়ে সমালোচনা

অধরা নারায়ণী ব্যাটালিয়ন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৮ নভেম্বর : ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোচবিহারে এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ঘোষণা করেছিলেন আধাসামরিক বাহিনীতে নারায়ণী ব্যাটালিয়ন তৈরি হবে। এছাড়াও, ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কোচবিহারকে কেন্দ্র করে পর্যটন সার্কিট ও মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তি তৈরির কথা ছিল। তবে কোনওটাই বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রচারে এসে রাসমেলার মাঠে ২০২১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, 'নারায়ণী সেনার নাম শুনলেই মোগল ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। এখানেই মোগল সাম্রাজ্যের আগ্রাসী রথ রুখেছিল নারায়ণী সেনা। নারায়ণী সেনার স্মরণে ভারতের আধাসামরিক বাহিনীতে নারায়ণী সেনা ব্যাটালিয়ন তৈরি করা হবে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছিলেন, 'রাজবংশী সংস্কৃতিকেন্দ্র এখানেই তৈরি করব। রাজবংশী সংস্কৃতিকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। এখানে পঞ্চানন বর্মার মূর্তি তৈরি করে তাঁকে সম্মান জানানো হবে।'

২০২১ সালে রাসমেলা মাঠে অমিত শা-র বক্তব্য। -ফাইল চিত্র

তিনি জানিয়েছিলেন, কোচবিহারের মদনমোহন মন্দির, কামতেশ্বরী মন্দির ও পঞ্চানন বর্মার জন্মস্থলকে কেন্দ্র করে একটা ট্যুরিস্ট সার্কিট গড়ে তোলা হবে। সেই ঘোষণার পর অনেকটা সময় পেরিয়ে গিয়েছে। আরও একটি বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায় এসে হাজির। এই ইস্যু নিয়ে পদ্ম শিবিরকে খোঁচা দিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'কোচবিহারের মানুষের সঙ্গে অমিত শা প্রতারণা করেছেন। তিনি মানুষের মন পেতে একের পর এক ঘোষণা করেছেন অথচ কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আমাদের রাজ্য সরকার অনেক আগেই রাজ্য পুলিশে নারায়ণী ব্যাটালিয়ন তৈরি করেছে। এদিকে পর্যটনের জন্য ৫০০ কোটি টাকা খরচের কথা বললেও ৫ টাকাও খরচ হয়নি।' উত্তরে বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন, 'বিজেপি যা কথা দেয় তা করে।'

নারায়ণী ব্যাটালিয়ন প্রসঙ্গে কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ বলেছেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূরণে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ।' গত বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলার ৯টি আসনের মধ্যে ৬টি পদ্ম শিবির দখল করেছিল। এই পরিস্থিতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়া নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব ফেলে কি না সেই বিষয়ে শেষ কথা সময়ই বলবে।

প্রাক্তনীদের সম্মানে টেকফেস্টে 'স্পুটনিক'

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট কলেজের ১০ জন প্রাক্তনী বর্তমানে ইসরো-তে কর্মরত। ২০২৩ সালের ইসরোর চন্দ্রযান-৩-এর অভিযানেও ছিলেন তাঁরা। তাঁদের সম্মান জানাতেই শুক্রবার জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মাঠে, মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে 'স্পুটনিক' নামে একটি রকেট ছোড়ার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জলপাইগুড়ি গভঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মাঠে রকেট লঞ্চিং প্রতিযোগিতা।

এই কলেজে ২৬ নভেম্বর থেকে 'স্টার সৃষ্টি' নামে রাজ্য স্তরের একটি টেকফেস্ট শুরু হয়েছে। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ফেস্ট চলবে। সেখানেই এদিন এই প্রতিযোগিতা হয়েছে। পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল। ঠান্ডা পানীয়ের বড় বোতলকে রকেটের গড়নে বানিয়ে ৭০ শতাংশ জল ভরে, তাতে পাম্পার দিয়ে বায়ুর চাপ তৈরি করে ছুড়ছিলেন প্রতিযোগিরা।

কলেজের ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র দেবপ্রিয় মাঝির কথায়, 'একটা মহাকাশযান তৈরি করতে ও লঞ্চ করতে দেশের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। তাই স্বল্প খরচে রকেট বানানোর চেষ্টাতেই আমরা রকেট বানিয়ে, জল আর বাতাসের চাপে রকেট লঞ্চ করার চেষ্টা করেছি। হয়তো ভবিষ্যতে একদিন এই প্রযুক্তির আধুনিক সংস্করণ তৈরি করে প্রয়োগ করতে পারেন ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা।' টেকফেস্টের যুগ্ম কোঅর্ডিনেটর অঙ্কিত ঘোষ বলেন, 'টেকফেস্টে আমাদের কলেজ ছাড়াও বিভিন্ন কলেজের বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারাও তাদের মডেল নিয়ে আসেন। এবছরও কল্যাণী, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা শিলিগুড়ি এসআইটি ছাড়াও বহু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শতাধিক পড়ুয়া অংশ নিয়েছে। নতুন বিজ্ঞানজিজ্ঞাসু পড়ুয়াদের উৎসাহ দিতেই আমাদের এই আয়োজন।'

জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'আমাদের কলেজের প্রাক্তনীদের জন্য আমরা গর্বিত। আজ তাদের সম্মানার্থে পড়ুয়ারা যে সামান্য জোগাড়ে রকেট ছুড়ে দেখাল। আগামীতে এই ভাবনা ফলপ্রসূ হলে ও এর কার্যকরী সংস্করণ প্রয়োগ করা গেলে, তা দেশের পক্ষেই ভালো হবে।'

সাইকেলে নয়াদিল্লি থেকে মণিপুর পাড়ি

কামাখ্যাগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : নয়াদিল্লি থেকে মণিপুরের দূরত্ব ২,৪৫৪ কিমি। এই পথ সাইকেলে পাড়ি দিচ্ছেন তৃতীয় লিঙ্গের সমাজকর্মী মালেম থঙ্গাম। কোনও রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে নয়, মালেমের দু'চাকায় ভর করে এই যাত্রা আসলে এক প্রতীকী প্রতিবাদ।

২ অক্টোবর নয়াদিল্লির কুতুব মিনার থেকে যাত্রা শুরু করেছেন মালেম। বৃহস্পতিবার তিনি আলিপুরদুয়ারে পৌঁছান। রাত কাটে কামাখ্যাগুড়ির একটি লজে। ব্যবস্থা করে দেয় স্থানীয় প্রশাসন। শুক্রবার কুমারগ্রাম থেকে তাঁর জাতীয় পতাকা সংবলিত সাইকেলে তিনি রওনা দেন মণিপুরের উদ্দেশ্যে। পরের স্টপ অসম। তাঁর কথায়, 'সমতার লড়াই একদিনে শেষ হওয়ার নয়। এটি ততক্ষণ চলতে থাকবে, যতক্ষণ না সমাজ প্রত্যেককে মানুষ হিসেবে সম্মান করতে শিখবে।'

উত্তাল মণিপুরে শান্তি ফেরানোর দাবিতে একাধিকবার সরব হয়েছেন মালেম। সহিংসতা, অস্থিরতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে গত এক বছরে কমপক্ষে ২৯ বার পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন। তবুও লড়াই থামেনি।

মালেম জানিয়েছেন, এই যাত্রাপথে রাতে থাকার জন্য তাঁকে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সাহায্য করেছে। নিজের খরচেও তিনি থেকেছেন। আলিপুরদুয়ার অবশ্য তাঁকে নিরাশ করেনি, পুলিশ তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টি খেয়াল রেখেছে।

মালেম বৃহন্নলা। ফলে সংখ্যালঘু মানুষজনের নিরাপত্তাহীনতা তিনি সহজেই বুঝতে পারেন। সেই কারণেই সমানাধিকার, আইনি সুরক্ষা ও সমাজে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে বারবার রাস্তায় নেমেছেন তিনি। তাঁর এই যাত্রার লক্ষ্য দেশজুড়ে মানুষকে সচেতন করা। তিনি বিশ্বাস করেন, পরিবর্তনের জন্য শুধু আইন নয়, মানুষের মানসিকতার বদলও জরুরি।

সমাজকর্মী মালেম থঙ্গাম

মালেমের দর্শন 'মুখেন মারিতং জগৎ' নয়, তিনি করে দেখানোয় বিশ্বাসী। ২০২২ সালের ১২ মে তিনি ইম্ফলের জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে দেহ ও অঙ্গদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্ট সমাজসেবী অধ্যাপক অভিজিৎ সরকার বলেন, 'মালেম থঙ্গামের মতো মানুষজনকে কুর্নিশ জানাই।'

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites e-Tenders vide e-NIQ No. WBMAD/JM/APAS/E/eNIT-1/25-26, Memo No. 3916/JM dt. 27.11.2025
1. Tender ID : 2025_MAD 962420_1
2. Tender ID : 2025_MAD 962420_2
3. Tender ID : 2025_MAD 962420_3
4. Tender ID : 2025_MAD 962420_4
Last Date of bidding (online): 29.12.2025 up to 18.55 Hrs (6.55 P.M.) For details please visit: www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Executive Officer,
Jalpaiguri Municipality

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/ NIT-024/2025-26** Last date of online bid submission 27/12/2025 Hrs 09:00 AM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৬০, তারিখঃ ২৫-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনে স্ট্যাটিকন ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়া লিমিটেডের সমন্বিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, প্রতিস্থাপন এবং পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ৫২,৪২,৬০৮/- টাকা, বায়নার ধনঃ ১,০৪,৯০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ১৭-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ১৭-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE
e-Tender are being invited from eligible and resourceful contractors/ bidders for **NIeT No. 3487/2025-26 dated 26-11-2025**, for Repairing and Renovation of 6 nos. of Primary Schools under Dhupguri Block, Jalpaiguri District.
For details, information will be available in https://wbtenders.gov.in. Date for submission of bids starts from **29-11-2025 at 12:00 P.M.** Last date for submission of tender is **13-12-2025** upto **17:00 Hrs.** Other relevant information will be available in the office of the undersigned during working hours.
Sd/-
Secretary
District Primary School Council
Jalpaiguri

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
টেন্ডার নোটিশ নং : টিএসকে/ইএনজিজি/৬৮ অফ ২০২৫, তারিখ : ২৬-১১-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : তিনসুকিয়া ডিভিশনে - সিলিগাটি-বোরদোলোনি (এসএল) - টিবিসিএসআর(এইচ-বিম)-৬৯৫টি এবং টিআরআর(পি) ব্রিজে -০.৮০০টিকেএম। টেন্ডার মূল্য : ৩,৪৯,২৪,৪৫০/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,২৪,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৭-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-১২-২০২৫ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম(ওয়ার্কস), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বর্ষা ও শীতের আবহাওয়ার টহলদারি
ই-টেন্ডার নোটিশ নং : ৯৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৬-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং : ৪০-এপি-I-২০২৫; কাজের নাম : "এডিইএন/নিউ কোচবিহার/I -এর আওতাধীন ২৪ মাসের জন্য বর্ষা ও শীতের আবহাওয়ার টহলদারি।" টেন্ডার মূল্য: ১,১৩,৪৩,৭৩০.৯০/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,০৭,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিসহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ট্র্যাকশন মোটরের অপসারণ এবং ফিটমেন্টের সঙ্গে বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেন্ডার নং. আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৮২ তারিখ: ২৬-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: ০২ (দুই) বৎসরের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁও নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপে সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে ডেমু ডিপিসি/টিসি, স্পার্ট, ডিআরডিও, টাওয়ারের বৈদ্যুতিক কাজ এবং ট্র্যাকশন মোটরের অপসারণ ও ফিটমেন্ট। টেন্ডার রাশি: ৩১,৩৩,২৬৭.৬৮/- টাকা। বায়না রাশি: ৬২,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিডব্লিউএম, ক্যারিয়েজ এণ্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ/নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Govt. of West Bengal
Office of the Assistant Director of Agriculture (Admn), Soil Conservation, Coochbehar
e-NIT No 10/SOIL/RAD/2025-26 DATED 10/11/2025
(https://wbtenders.gov.in)
E-tender is hereby invited in item-wise rate basis in Two Cover System (E- procurement) for Supply of Hybrid Maize Seeds under **Rainfed Area Development & Climate Change (RAD-CC)** 2025-26 of Coochbehar District from resourceful & bonafide agencies. Last date of upload of tender papers is 03/12/2025 15:00 Hrs. For Details, please visit the site or office of the Asstt DA (Admn), Soil Cons, Coochbehar.
Sd/-
Assistant Director of Agriculture (Admn)
Soil Conservation, Coochbehar

EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL,NAGRAKATA
Affiliated to WBBSE,WBCHSE(English Medium), under TDD, Govt.of West Bengal
(Fully subsidized for **Schedule Tribe** Students only)
All are hereby notified that the distribution of admission forms for admission into Class VI and IX for the academic session 2026-27 will commence on and from **1st of December 2025** onwards.
Vacancy: only 70(Boys-31, PVTG Boys-04, Girls-31, PVTG Girls-04) seats for Class VI and 01(Girls) for class -IX for Income limit: ST children of those families whose annual income is below 2.5 lakh.
Last date of Collection and Submission of forms will be 22.12.2025.
Draw of lots: 07/01/2026 at 11:00 A.M. Venue: EMRS Nagrakata
Sd/- Teacher-in-Charge E.M.R.S Nagrakata
For Details must visit our website https://jalpaiguri.gov.in

ABRIDGE NOTICE
Application for NIT no 11/ APAS/2025, 12/APAS/2025, 01/Pathashree-IV/Kck-II (2nd call) & 43/KCK-II/2024-25 vide memo No. 2603/Kck-II, 2604/ KCK-II, 2645/Kck-II & 2662/ KCK-II dated- 18.11.2025, 18.11.2025, 25.11.2025 & 27.11.2025 are invited by the B.D.O Kaliachak-II Dev. Block from the bidders. Last date of bid submission are 26.12.2025, 27.12.2025, 24.12.2025 & 26.12.2025 respectively. Details are available in the **www.wbtenders.gov.in**

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. **KMG/BDO-ET/17/2025-26 (APAS), DATED: 24/11/2025**
Last date and time for bid submission- 26/12/2025 at 9.00 hours.
For more information please visit : **www. wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১০০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৬-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ৪১-এপি-I-২০২৫; কাজের নাম : "সিনিয়র ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জংশনের আওতাধীন আরডিএসও কর্তৃক অনুমোদিত ইএসটিটি. নং. ৪৫/ইএনজিজি/এপি/I অফ ২০২৫-২৬, ৪১/ইএনজিজি/এপি/I অফ ২০২৫-২৬, ০৪/ইএনজিজি/এপি/I অফ ২০২৫-২৬, ০৫/ইএনজিজি/এপি/I অফ ২০২৫-২৬, ০৩/ইএনজিজি/এপি/I অফ ২০২৫-২৬, ০৬/ইএনজিজি/এপি/I অফ ২০২৫-২৬, ০৮/ইএনজিজি/এপি/I অফ ২০২৫-২৬, ০৭/ইএনজিজি/এপি/I অফ ২০২৫-২৬, ১৪/ইএনজিজি/এপি/আই অফ ২০২৫-২৬ এবং ২৩/ইএনজিজি/এপি/I অফ ২০২৫-২৬ অনুসারে ৫২কেজি/৬০কেজি/৬০ ইআই-আর২৬০ -এর অ্যালুমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং অংশের উৎপাদন এবং সরবরাহ।" টেন্ডার মূল্য: ১,৬৮,৩৩,২৪২.০৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৩৪,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/২৯/ আরটি-ই এল_জিএস_২৩_২৫-২৬/কে/ ১১১৫, তারিখঃ ২৫-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ আরটি-ইএল_জিএস_২৩_২৫-২৬, কাজের নামঃ "নিউ জলপাইগুড়ি-আমবাড়ি ফালাকাটার মধ্যে ২/৩ কিলোমিটারে লেভেল ক্রসিং গেটের নির্মাণ" ...। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২২,৮৭,৩৩২/- টাকা; বায়নার ধনঃ ২,১২,৪০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৬৭ অব ২০২৫, তারিখঃ ২৬-১১-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং.১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনেঃ উত্তর লখিমপুর - দেমাজি (এসএল) - টিবিসিএসআর (এইচ-বীম)- ৯২৬টি এবং ব্রিজে টিআরআর(পি)- ০.৫০০টিকেএম। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,০২,১৩,৭৭২/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৫১,১০০/- টাকা। আইটেম নং.২, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনেঃ হরমতি - মুরকংসেলেক (এসএল) - টিবিসিএসআর (এইচ-বীম)- ৯০৬টি। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৪০,৭০,০৭৪/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,২০,৪০০/- টাকা। আইটেম নং.৩, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনেঃ বগিনদী - হরমতি (এসএল) - টিবিসিএসআর (এইচ-বীম)- ৬৫০টি এবং ব্রিজে টিআরআর(পি)- ০.৭০০টিকেএম। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,২২,৩০,২১৪/- টাকা, বায়নার ধনঃ ৩,১১,২০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ১৭-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১৭-১২-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৬৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৭৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৬৪৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৬৪৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ফর্ম নং-সিএএ-২
[কোম্পানিজ (কম্প্রোমাইসেস, অ্যারেঞ্জমেন্টস, অ্যান্ড অ্যামালগামেশন) রুল ২০১৬ -এর রুলস ৬ এবং ৭ এবং সেকশন ২৩০ (৩) এর বিধান অনুসারে]
পূর্বে দ্যা ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবিউনাল,
কলকাতা শাখা
কোম্পানি অ্যাপ্লিকেশন নং সি.এ. (সিএএ) নং. ১৮২/কেবি/২০২৫
ইন দ্যা ম্যাটার অফ দ্যা কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩
এবং
ইন দ্যা ম্যাটার অফ কোম্পানি অ্যাক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ২৩০-২৩২ এবং কোম্পানি অ্যাক্ট ২০১৩ -এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে রুল সেগুলি তৈরি করা হয়েছে যা কোম্পানিজ (কম্প্রোমাইসেস, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশন) রুল, ২০১৬ এর দ্বারা পঠিত।
এবং
লুমান ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড (আবেদনকারী নং ১/এলআইএল), লুমান অটোমোটিভ সিস্টেমস প্রাইভেট লিমিটেড (আবেদনকারী নং ২/এলএএসপিএল), লুমান ফিল্ট্রাশন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (আবেদনকারী নং ৩/এলএফআইপিএল) এবং গ্রামার অনলাইন রিটেইল প্রাইভেট লিমিটেড (আবেদনকারী নং ৪/জিওআরপিএল)-এর মধ্যে "স্কিম অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট" -এর বিষয়ে
লুমান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (আবেদনকারী নং-১) -এর অসুরক্ষিত পাওনাদারদের
সভার নোটিশের বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবিউনাল কলকাতা শাখা কর্তৃক ১৪.১১.২০২৫ তারিখে ("আদেশ") -একটি আদেশের মাধ্যমে লুমান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর অসুরক্ষিত পাওনাদারদের জন্য একটি সভার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হল লুমান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (আবেদনকারী নং ১/এলআইএল), লুমান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সিস্টেমস প্রাইভেট লিমিটেড (আবেদনকারী নং ২/এলএএসপিএল), লুমান ফিল্ট্রাশন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (আবেদনকারী নং ৩/এলএফআইপিএল) এবং গ্রামার অনলাইন রিটেইল প্রাইভেট লিমিটেড (আবেদনকারী নং ৪/ জিওআরপিএল) এবং তাদের নিজ নিজ শেয়ারহোল্ডার এবং পাওনাদারদের ("স্কিম"/"স্কিম অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট) মধ্যে প্রস্তাবিত আপস বা বিন্যাসকে পরিবর্তন অথবা পরিবর্তন ছাড়াই বিবেচনা করা এবং যদি তা উপযুক্ত মনে হয় তবে তা অনুমোদন করা।
পূর্বোক্ত আদেশ অনুসারে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, লুমান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর অসুরক্ষিত পাওনাদারদের সভা ভিডিও কনফারেন্সি/অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল -এর মাধ্যমে যেটিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর সুবিধা রয়েছে সেটি নিম্নে উল্লেখিত সময়সূচি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে, এবং যোগ্য অংশগ্রহণকারীদের সময়সূচিতে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ে তাদের নিজ নিজ সভায় উপস্থিত থাকার অনুরোধ করা হচ্ছে।
সভার সময়সূচি ঃ
লুমান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের অসুরক্ষিত পাওনাদারদের ক্ষেত্রে

সভার শ্রেণি	সভার দিন এবং তারিখ	সভার সময়	মাধ্যম	সভার স্থান	দূরবর্তী ই-ভোটিং -এর সময়কাল
অসুরক্ষিত পাওনাদার	মঙ্গলবার ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫	সকাল ১১:৩০ (আইএসটি)	ভিডিও কনফারেন্সিং/ অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম সঙ্গে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর সুবিধা	২১, হেমন্ত বসু সরণি, সেন্টার পয়েন্ট, চতুর্থ তলা, রুম নং-৩১২, কলকাতা জি.পি.ও., কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ, ৭০০০০১	শুক্রবার, ২৬শে ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ৯:০০ টা (আইএসটি) থেকে সোমবার ২৯শে ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫:০০ টা (আইএসটি) পর্যন্ত।

উক্ত স্কিম অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং ধারা ২৩০ এর অধীনে প্রদত্ত স্টেটমেন্টের একটি অনুলিপি লুমান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের নিবন্ধিত কার্যালয়ে সাধারণ বাণিজ্যিক সময়ে (সকাল ৯:৩০ টা থেকে বিকেল ০৬:০০ টা) সোমবার থেকে শুক্রবার সভার স্থির হওয়ার তারিখ পর্যন্ত বিনামূল্যে গ্রহণ করা হবে। ব্যক্তিবর্গ যারা এই সভার ভোট প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারা ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিতে পারেন অথবা প্রক্সির দ্বারা ভোট দিতে পারেন। যারা প্রক্সির দ্বারা ভোট দিতে চান তাঁদের কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় ২১, হেমন্ত বসু সরণি, সেন্টার পয়েন্ট, চতুর্থ তলা, রুম নং-৩১২, জিপিও, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ, ৭০০০০১-এ উক্ত আবেদনপত্রে সকল প্রক্সির নাম নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে সভাটি সংঘটিত হওয়ার ৪৮ ঘন্টা পূর্বে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রক্সির আবেদনপত্রটি কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে উপলব্ধ থাকবে।
ট্রাইবিউনাল শ্রীমতী অদিতি ঝুনঝুনওয়ালাকে চেয়ারপার্সন রূপে এবং শ্রীমতী রিম্পি জৈনকে উক্ত সভার সমীক্ষক রূপে নিয়োগ করেছে। উপরে উল্লেখিত স্কিম অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি সভার দ্বারা অনুমোদিত হয় তবে তা পরবর্তীকালে ট্রাইবিউনালের অনুমোদন সাপেক্ষ।
নিম্নে স্বাক্ষরকারী/-
অদিতি ঝুনঝুনওয়ালা
ব্যবসায়ে রত কোম্পানির সেক্রেটারি
সভার জন্য নিরূপিত চেয়ারপার্সন
তারিখ : ২৮/১১/২০২৫

অ্যাফিডেভিট

গত ২৮/১১/২৫ এ EM court এ Affidavit বলে Kishor Kumar Newar থেকে Kishor Newar হলাম। (C/118747)

•

আমি মঞ্জু দাস, গ্রাম- ঝিঙ্গাপুনী, পো- বারকোদালী, থানা- বক্সিরহাট, জেলা- কোচবিহার। আমার স্বামীর সঠিক নাম কমলা কান্ত দাস, কিছু নথিপত্রে ডাকনাম মনভোলা দাস উল্লেখ আছে। ২৭/১১/২৫ তাং তুফানগঞ্জ জে.এম. কোর্টে ১,২ ও ৩ নং অ্যাফিডেভিট করে জানাচ্ছি কমলা কান্ত দাস ও মনভোলা দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, ময়নাগুড়ির জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রি), বেতন - 10500/- - 12000/- M - 8797633557. (C/119169)

•

Application are invited from the willing Graduate/12 class Passed along with degree/diploma in Special Education for recruitment & making panel of Special Teacher for Uttaran Special School running under NBHRS, Kawkhali latest by 10.12.2025.

•

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M :- 9635658503. (C/119167)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা বয়স 35 এর মধ্যে। অভিভাবক ও Document সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। M. No- 9679967639 (C/119438)

কর্মখালি

Female Chinese Cook required for Momo Shop near Noida. Salary with Accommodation Food. Contact 9910989585. (C/119436)

অ্যাফিডেভিট

আমি কুমকুম চক্রবর্ত্তী রায়, স্বামী নিলয় রায় গত ইং 21-11-25 তাং APD Notary Public at-এ Affidavit বলে কুমকুম চক্রবর্ত্তী রায় ও কুমকুম চক্রবর্ত্তী একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

•

I Sanjay Choudhury, vide affidavit before the First class J.M 4th Court at Siliguri Dated 26.09.25 Declared that my elder daughter's actual recorded name is Sanjana Choudhury But my elder daughter's surname has Wrongly been recorded as Chowdhury, now I declared that Sanjana Choudhury and Sanjana Chowdhury Both are Same and One identical person. (C/119447)

•

আনতালী কাজী পিতা দরাজ কাজী, গ্রাম- ছালাপাক, পো- বালাপুকুরী, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। ৯নং তুফানগঞ্জ (তপ) বিধানসভা কেন্দ্রে পার্ট নং- ২৬, ক্রমিক নং- ৪০৬, আমার নাম আছে আকবর কাজী। ২৭/১১/২৫ তুফানগঞ্জ ই. এম. কোর্টে ২৯৬৪ নং অ্যাফিডেভিট করে জানাচ্ছি আনতালী কাজী ও আকবর কাজী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-632007 0854287, ইস্যু তাং 17.05.2007, আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 27-11-25, E.M. সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Dukhu Mia এবং Dukhu Miya, বাবা Manu Mia এবং Manu Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার নামের বানান Dukhu Mia এবং বাবার নামের বানান Manu Mia ড্রাইভিং লাইসেন্সে প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা প্রদান করলাম। গ্রামঃ কালিঘাট ঘোড়ামারা, পোঃ ঘুঘুমারি, থানাঃ কোতোয়ালি, জেলা-কোচবিহার, পঃ বঃ। (C/118916)

আজ টিভিতে

ভেট্টাইয়ান (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) সন্ধে ৭.৫৫ জি সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ অনুসন্ধান, দুপুর ১.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.১৫ গুরু, সন্ধে ৭.৪৫ রকি, রাত ১০.৩০ ভূত চতুর্দশী
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, দুপুর ১.০০ আই লভ ইউ, বিকেল ৪.১৫ সেতু, সন্ধে ৭.৪৫ ফাইটার মারব নয় মরবো, রাত ১১.০০ গ্যাংস্টার
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ তিনমূর্ত্তি, দুপুর ১২.০০ হান্ড্রেড পার্সেন্ট লভ, ২.৩০ সংঘর্ষ, বিকেল ৫.০০ পিতা মাতা সন্তান, রাত ১০.৩০ মৃগয়া
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চৌরঙ্গী, সন্ধে ৭.৩০ প্রতিদান
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সবুজ সাথী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম বিভ্রাট
জি সিনেমা : বেলা ১১.২৯ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৩.০৬ ক্রু, ৫.০৪ সিংহম এগেইন, সন্ধে ৭.৫৫ ভেট্টাইয়ান, রাত ১০.৫৫ অন্তিম দ্য ফাইনাল ট্রুথ
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৭ অ্যাটাক, দুপুর ১.৩৫ রাঞ্ঝনা, বিকেল ৩.৫৬ বদলা, ৫.৫৭ স্বতন্ত্র বীর সাভরকর, রাত ৯.০০ র‍্যাহনা হ্যায় তেরে দিল মে, ১১.৫৩ দ্য তাসখন্দ ফাইলস
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.২৪ মা ভুবনেশ্বরী, দুপুর ১.৪৫ দ্য রিয়েল টাইগার, বিকেল ৪.৩৫ রোমিও এস থ্রি, সন্ধে ৭.২৮ ঘায়েল, রাত ১০.৩০ আচার্য
জি বলিউড : সকাল ১০.৪৯ ইনসানিয়ত কা দেবতা, দুপুর ২.০৫ তেরি মেহরবানিয়াঁ, বিকেল ৪.৩৩ তুফান, সন্ধে ৭.৫৯ অজয়, রাত ১০.৩২ ডাকাইত

স্নোপিয়ারসার
রাত ১০.৫০ স্টার মুভিজ

ভূত চতুর্দশী রাত ১০.৩০
জলসা মুভিজ

অ্যানিমালস গন ওয়াইল্ড সন্ধে ৬.১৪ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আলস্যের কারণে কর্মক্ষেত্রে হয়রানি হতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেলে রাখা কাজ আজই শুরু করে ফেলুন। বৃষ : সুমধুর কাজের জন্য সমাজে আপনার খ্যাতি, প্রতিপত্তি বাড়বে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমনে আনন্দ। মিথুন : পারিবারিক কোনও সমস্যার কারণে আইনের সাহায্য নিতে হতে পারে। জমি কেনাবেচার সময় কাগজপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন। কর্কট : আর্থিক জটিলতার কারণে ব্যবসায় সামান্য সমস্যা হতে পারে। পথেঘাটে আজ একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। সিংহ : কোনও দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পেরে মনে শান্তি পাবেন। সন্তানের চাকরি পাওয়ার খুশিতে বাড়িতে আনন্দ। কন্যা : মানসিক চাপ কমাতে ধর্মকর্মে মন দিন। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। তুলা : পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা থাকবে। বৃশ্চিক : ব্যবসা সম্প্রসারণে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। কর্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রু থেকে সাবধান। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। ধনু : নিকট কোনও আত্মীয়ের কারণে বাড়িতে শান্তির পরিবেশ বিঘ্নিত হতে পারে। মূল্যবান কোনও বস্তু হারিয়ে চিন্তা বাড়বে। মকর : ধর্মীয় কাজে যোগ দিয়ে আনন্দ পাবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব বাড়বে। কোমরের ব্যাথায় ভোগান্তি। কুম্ভ : আইনি কাজে কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্য পেয়ে উপকৃত হবেন। ব্যবসায় টাকার সমস্যা মিটে যাবে। মীন : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন, মানসিক চাপ কমবে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বাড়তি লগ্নি একটু ভেবেচিন্তে করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ৮ অগ্রহায়ণ, ২৯ নভেম্বর, ২০২৫, ১২ অঘোন, সংবৎ ৯ মার্গশীর্ষ বদি, ৭ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৪, অঃ ৪।৪৭। শনিবার, নবমী রাত্রি ৫।৩৫। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৯।৫৭। হর্ষণযোগ প্রাতঃ ৬।৬ পরে বজ্রযোগ রাত্রি ৩।৫০। বালবকরণ প্রাতঃ ৬।৮ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৫।৩৫ গতে তৈতিলকরণ শেষরাত্রি ৪।৫০ গতে গরকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, অপরাহ্ণ ৪।৫ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৯।৫৭ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৯।৫৭ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৫।৩৫ গতে উত্তরে। কালবেলাদি- ৭।২৫ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।৭ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ৬।২৭ মধ্যে ও ৪।২৫ গতে ৬।৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৯।৪২ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ২।৭ গতে উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ৫।৩৫ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবাহ- রাত্রি ৯।৫৭ গতে ১২।৩৫ মধ্যে কর্কট ও সিংহলগ্নে পুনঃরাত্রি ২।৪৫ গতে শেষরাত্রি ৪।২৫ মধ্যে তুলালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১ মধ্যে ও ৭।৪৩ গতে ৯।৫০ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ২।৫২ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৫৬ গতে ২।৪৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৪৩ গতে ৩।৩৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঠাকুরনগরে বেহাল পথবাতি

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুরনগর এলাকায় পথবাতি থাকলেও দেখভালের অভাবে তা অকেজো হয়ে পড়েছে। যার ফলে রাত নামলেই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে এলাকা। এমনকি অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এলাকায় বাড়ছে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য। দিনকয়েক আগে চুরির ঘটনাও ঘটেছে। তারপরেও গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে পথবাতি ঠিক করার জন্য কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

ডাবগ্রাম-২ পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রায় এক বছর আগে ঠাকুরনগর এলাকায় ১০-১২টি পথবাতি লাগানো হয়। কিন্তু নজরদারির অভাবে সেগুলির একটিতেও আর আলো জ্বলে না। এদিকে রাত হলেই অন্ধকারে রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। তাঁদের অভিযোগ, পথবাতি বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকলেও তা সারাতে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না গ্রাম পঞ্চায়েত। যদিও এ নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকারের বক্তব্য, 'পঞ্চায়েতের বেশকিছু এলাকায় প্রয়োজনমতো পথবাতি লাগানো হয়েছিল। বৃষ্টির জলে তার মধ্যে অনেক পথবাতি খারাপ হয়ে গিয়েছে। এগুলি ঠিক করার জন্য পঞ্চায়েতে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েতে টাকা না থাকায় আমরা কিছু করতে পারছি না।'

পথবাতি খারাপ হয়ে যাওয়ায় রাতে টিউশন পড়ে বাড়ি ফিরতে সমস্যা হয় বলে জানাল স্কুল পড়ুয়া অরিত্র সেন। তার কথায়, 'রাতে টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তা অন্ধকার হয়ে থাকে। রাস্তার অবস্থাও খুব খারাপ। ড্রেনের জল রাস্তার ওপর উঠে যায়। ফলে যাতায়াত করতে খুবই সমস্যা হয়।'

স্থানীয় মিঠুন রায় বললেন, 'বেশ কয়েকটি পথবাতি কেউ বা কারা পাথর ছুড়ে ভেঙে দিয়েছে। বাকিগুলি খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। এনিয়ে পঞ্চায়েতে একাধিকবার জানানো হয়েছে। তবে কোনও সুরাহা হয়নি।' একই কথা জানালেন আরেক বাসিন্দা বিপ্লব সরকার। এই অবস্থায় দ্রুত পথবাতি সারানোর দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী।

২টি অস্বাভাবিক মৃত্যু

নকশালবাড়ি, ২৮ নভেম্বর : বেঙ্গাইজোত এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। প্রতাপ বর্মন (১৯) নামে ওই তরুণ বেঙ্গাইজোতের বাসিন্দা ছিলেন। প্রতাপ শুক্রবার রেললাইন ধরে কোয়ার্টার মোড় থেকে বেঙ্গাইজোতে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। সেই সময় যোগবাণী-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। অন্যদিকে, নকশালবাড়িতে বাড়ির পাশে বাঁশের ঝাড় থেকে বিশেষভাবে সক্ষম এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। রঞ্জন রায় (১৯) নামে ওই তরুণ ঢাকনা কলোনির বাসিন্দা ছিলেন।

চোপড়ায় এসআইআর-এ বহু অভিযোগ

ভোটার হতে বাবা বদল

চোপড়া, ২৮ নভেম্বর : এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপের পর তথ্য আপলোড হতেই বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে অন্য ব্যক্তিকে মা-বাবা বানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে চোপড়া ব্লকজুড়ে। এই ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। ঘটনাগুলি নিয়ে বিডিও'র কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়তেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

ব্লকের যে বুথগুলিতে এমন ঘটনা ঘটেছে সেই এলাকার বিএলও-রা এনিয়ে মন্তব্য করতে চাননি। তাঁরা জানাচ্ছেন, এনুমারেশন ফর্ম বিলির পর থেকেই এধরনের অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। অনেকের নাম কাটাতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিএলও বলেন, 'নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ১০০ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম আপলোড করার নির্দেশ রয়েছে। অভিযোগের পরেও আমাদের কিছু করার থাকছে না।'

এ নিয়ে মন্তব্য করতে না চাইলেও চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি বলেন, 'প্রত্যেকেই এনুমারেশন জমা দিচ্ছেন। সেটা আপলোড করতে আমরা বাধ্য। কোনও অভিযোগ থাকলে খসড়া তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর খতিয়ে দেখা হবে।'

দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মাফিপাড়ায় দুজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কারচুপি করে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ নিয়ে বিডিওর কাছে জোড়া অভিযোগ জমা পড়েছে। একটি অভিযোগ করেন কমলা সিংহ নামে এক মহিলা। তাঁর অভিযোগ, তাঁর মৃত স্বামী সাল্টুরাম সিংহকে বাবা বানিয়ে বীরেন সিংহ নামে এক ব্যক্তি ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। কমলা বলেন, 'বীরেন জন্মগত সূত্রে এই এলাকার বাসিন্দা নয়। কয়েক বছর আগে আমার স্বামী বেঁচে থাকতে তাঁকে বসবাসের জন্য একটু জমি দিয়েছিল। এখন দেখি তিনি আমার স্বামীকে বাবা বানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।' এ প্রসঙ্গে বীরেনের যুক্তি, '৪০ বছর আগে এই

> প্রত্যেকেই এনুমারেশন জমা দিচ্ছেন। সেটা আপলোড করতে আমরা বাধ্য। কোনও অভিযোগ থাকলে খসড়া তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর খতিয়ে দেখা হবে।
>
> **সৌরভ মাজি**
> *বিডিও, চোপড়া*

এলাকায় এসে বসবাস শুরু করি। স্থানীয় অভিভাবক হিসেবে ওই নাম ব্যবহার করেছিলাম।' এদিকে, একই বুথে দেবেন্দ্র সিংহ নামে এক ব্যক্তিকে বাবা বানিয়ে মানিক সিংহ নামে এক ব্যক্তি ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন দেবেন্দ্র। তাঁর অভিযোগ, 'ওই নামে কাউকে চিনি না। কিন্তু আমাকে বাবা বানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলে নিয়েছে। উপযুক্ত পদক্ষেপের জন্য প্রশাসনকে জানিয়েছি।' যদিও মানিকের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও একটি অভিযোগ সামনে এসেছে। স্থানীয় নরেন্দ্রনাথ সিংহের অভিযোগ, দেবীচরণ সিংহ নামে এক ব্যক্তি তাঁকে বাবা দেখিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। যদিও দেবীচরণের স্ত্রী ববিতা সিংহের পালটা যুক্তি, পঞ্চায়েত সদস্যদের মাধ্যমে বহু আগে তাঁরা ভোটার তালিকায় নাম তুলেছিলেন।

সম্প্রতি কুমারটোল এলাকায় শাশুড়িকে মা বানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ সামনে আসে। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়।

অবৈধ হস্টেলে শতাধিক পড়ুয়া

সিতাই, ২৮ নভেম্বর : প্রায় দেড় দশকের পুরোনো 'ভূতুড়ে' হস্টেল। ভূতুড়ে কেন? কারণ, সিতাইয়ে যে এমন একটি হস্টেল চলছে সে খবর জানেন না বিডিও। জানেন না জেলার শিশু সুরক্ষা আধিকারিকও। অথচ ছেলে ও মেয়েদের হস্টেল মিলিয়ে সেখানে শতাধিক পড়ুয়া থাকে।

সিতাইয়ের গোরুহাটি লাগোয়া এলাকায় রয়েছে এই হস্টেল দুটি। পাঁচিলের বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যেন কোনও সংশোধনাগার। ৭ ফুট উঁচু দেওয়ালে ঘেরা বিশাল এলাকা। সেই দেওয়ালবেষ্টিত জায়গার মধ্যেই চলছে একটি আবাসিক স্কুল। স্কুলের নাম সিতাই আল মা আরিফ মিশন। সেখানে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হয়। প্রায় ৪০০ পড়ুয়া পড়াশোনা করে। আর দুটি হস্টেলে শতাধিক পড়ুয়া থাকে। এই হস্টেল শিরোনামে উঠে এসেছে এক নাবালক পড়ুয়ার পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। প্রায় এক সপ্তাহ নিখোঁজ থাকার পর ইমান নামের সেই পড়ুয়ার খোঁজ মিলেছে শুক্রবার। ইমানের বাবা-মা দিল্লিতে পরিচারক শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। গত চার বছর ধরে ইমান এই হস্টেলে থাকত। ছেলের নিখোঁজের খবর পেয়ে বাবা-মা দিল্লি থেকে বাড়ি ফেরেন। তাঁরাই খোঁজখবর করে দিনহাটার একটি জায়গা থেকে ইমানকে উদ্ধার করেন। ইমানের মা আমিনা বেবি বলেন, 'নিশ্চয়ই ওকে ধমক দেওয়া হয়েছে, তাই ভয়ে পালিয়েছিল। সিতাই থানায় গেলেও আমাদের অভিযোগ নেয়নি।'

হস্টেলের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে এসেছে। অভিযোগ, অবৈধভাবে চলছে সেই হস্টেল। চাইল্ড প্রোটেকশন আইনের আওতায় কোনও আবাসনে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে রাখা হলে নির্দিষ্ট অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক। অথচ সেই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি মোস্তাফিজুর রহমান ও হস্টেল সুপার নুর মহম্মদ মিয়াঁ কেউই সেই কাগজপত্র দেখাতে পারেননি।

শহরের হোটেলগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ পুলিশের

বহিরাগত দুষ্কৃতী আটকাতে নয়া পন্থা

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : তবে কি এবার টনক নড়ল পুলিশের! শিলিগুড়ি শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় গত চার মাসে একের পর এক দোকান থেকে সোনার গয়না চুরি ও হাতসাফাইয়ের ঘটনার পর অবশেষে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার হোটেলগুলিতে কারা থাকছে সেই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ শুরু করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। কেননা, বৃহস্পতিবার ক্ষুদিরামপল্লির সোনার দোকানে হাতসাফাইয়ের ঘটনায় তদন্তে নেমে বেশকিছু সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। যা দেখে তদন্তকারীদের অনুমান, অভিযুক্তরা পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার থেকে এসেছিল। অভিযুক্তদের খোঁজ পেতে ইতিমধ্যেই বিহার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ। এমনকি সিসিটিভি থেকে যে ছবি পাওয়া গিয়েছে, তা বিহার পুলিশের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া, আগের তিনটি ঘটনাতেও এই গ্যাংয়ের সদস্যরা জড়িত থাকতে পারে বলে অনুমান পুলিশের।

এদিকে পরপর এমন ঘটনার পর সোনা ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সোনা ব্যবসায়ীদের আতঙ্ক কাটাতে এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা জানিয়েছে পুলিশ। এ নিয়ে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বলেন, 'হিলকার্ট রোডের ঘটনার পর আমরা প্রত্যেকটি সোনার দোকানের ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম। ফের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনায় বসব।'

বৃহস্পতিবারের হাতসাফাইয়ের ঘটনার পর পুলিশ আধিকারিকদের অনুমান, বিহার কিংবা অসম

অনুমান

- গত কয়েকমাসে একাধিক সোনার দোকানে চুরি, হাতসাফাইয়ের পর পদক্ষেপ
- শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার হোটেল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ শুরু পুলিশের
- ক্ষুদিরামপল্লির ঘটনার পর পুলিশের অনুমান অভিযুক্তরা পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার থেকে এসেছিল
- এর থেকেই তদন্তকারীরা মনে করছেন চুরির জন্য হোটেলগুলিকে ব্যবহার করে দুষ্কৃতীরা

গ্যাংয়ের সদস্যরা 'নীল নকশা' তৈরি করে শহরের কোনও হোটেলে ঘাঁটি গাড়ছে। তারপর কার্যসিদ্ধি হতেই পালিয়ে যাচ্ছে তারা। যদিও বাইরের রাজ্য থেকে দুষ্কৃতীরা এসে শহর ও শহরতলিতে একের পর এক ঘটনা ঘটালেও পুলিশের গোয়েন্দারা এখনও পর্যন্ত কেন কোনও আগাম খবর পেলেন না? সে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

যদিও বিষয়টি নিয়ে সেভাবে কিছু বলতে চাইছেন না মেট্রোপলিটান পুলিশের কোনও আধিকারিক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেট্রোপলিটান পুলিশের এক তদন্তকারী আধিকারিকের বক্তব্য, 'সোনার দোকানে চুরি ও হাতসাফাইয়ের ঘটনায় মূল অভিযুক্তও ভিনরাজ্যের। এই পরিস্থিতিতে হোটেলগুলির ওপর আরও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। শহরের প্রতিটি থানায় কতগুলি করে হোটেল রয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহে প্রতিটি থানাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই একটি ফর্ম্যাট দেওয়া হয়েছে। সেই ফর্ম্যাটে হোটেলের নাম, মালিকের নম্বর, হোটেলের নম্বর লিখে রাখতে বলা হয়েছে। এছাড়াও হোটেলে কারা থাকছেন সে বিষয়ে নিয়মিত খোঁজ নিতে বলা হয়েছে।'

পুলিশের দাবি, শহরের বড় হোটেলগুলি গেস্টের তথ্য পোর্টালে আপলোড করলেও, ছোট ও মাঝারি হোটেলগুলি কোনও তথ্য আপলোড করছে না। বহিরাগত দুষ্কৃতীরা এই সুযোগে হোটেলে রুম ভাড়া নিয়ে এমন ঘটনা ঘটিয়ে সহজেই পালাতে পারছে। তবে শুধু হোটেল নয়, কোনও থানার আওতায় ধাবা থাকলে সে সম্পর্কিত তথ্যও সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে।

এনজেপিতে গাড়িচালককে মারধর

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : পাহাড়ের এক গাড়িচালককে মারধরের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়িতে। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ, স্থানীয় এক গাড়িচালক যাত্রী তোলা নিয়ে পাহাড়ের এক গাড়িচালকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। পরে ওই পাহাড়ের গাড়িচালককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়।

পরে পাহাড়ের গাড়িচালকরা একজোট হয়ে এনজেপি থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন। এর আগেও এলাকায় একই ঘটনা ঘটেছিল বলে তাঁদের অভিযোগ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবি তুলেছেন পাহাড়ের গাড়িচালকরা।

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেসের লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম

নং: সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি.III, তারিখ ২৭.১১.২০২৫ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউল-এর মাধ্যমে তিন বছরের জন্য দুইটি পর্যায়ে হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ১৯টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ২৪টি এসএলআর এবং ট্রেন নং ১২৩৭১/৭২-এর ০১টি আরটিভিপি-র ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। www.ireps.gov.in-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। এই ই-নিলামের জন্য দরপ্রস্তাব www.ireps.gov.in-এর ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। ই-নিলামে অংশ নিতে, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচারও গ্রহণ করতে হবে। **অকশন ক্যাটালগের বিশদঃ অকশন ক্যাটালগ নং** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-১২এ। **কম্পার্টমেন্ট ঃ** ১২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৬টি এসএলআর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ০৮.১২.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিট। **অকশন ক্যাটালগ নং** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-১২বি। **কম্পার্টমেন্ট ঃ** ০৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৮টি এসএলআর এবং ট্রেন নং ১২৩৭১/১২৩৭২-তে ০১টি আরটিভিপি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ১১.১২.২০২৫ দুপুর ২টো।

HWH-422/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা গোবিন্দ কুমার রায় - কে 28.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 5 3 J 42405 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার এই জয় আমার এবং আমার পরিবারের জন্য বিশাল পরিবর্তন আনবে। আমি ও আমার পরিবার খুব উৎসাহিত ও খুশি। আমাকে কোটিপতি হওয়ার এই সুবর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্য, আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উড়ালপুলের কাজ শেষের সময়সীমা বাড়ল

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : শুধু তারিখ পে তারিখ! শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের কাজ শেষের সময়সীমা আরও বাড়ল। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ওই উড়ালপুলের কাজ শেষ করার কথা থাকলেও, রেলের তরফে আরও ১০ দিন সময় চাওয়া হয়েছে কাজ শেষ করার জন্য। অর্থাৎ, জানুয়ারির ১০ তারিখের আগে উড়ালপুলের কাজ পুরোপুরি শেষ করা সম্ভব নয়।

শুক্রবার রেল ও পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। সেখানে রেলের তরফে কাজ শেষ করার জন্য বাড়তি সময়ের বিষয়টি জানানো হয়। সূত্রের খবর, বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, শনিবার সকালে যৌথভাবে এলাকায় নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের কাজ পরিদর্শনে যাবে রেল, পূর্ত দপ্তর এবং পুরনিগমের আধিকারিকদের একটি দল। এখনও পর্যন্ত কতটা কাজ হয়েছে? যে কাজ বাকি রয়েছে সেটা শেষ হতে কতটা সময় লাগতে পারে সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখবে এই দল। পাশাপাশি উড়ালপুলের নীচে একটি গার্ডেন তৈরির পরিকল্পনা করেছে পুরনিগম। সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে। এ প্রসঙ্গে মেয়র গৌতমের বক্তব্য, 'রেল কেন্দ্রীয় সংস্থা। তারা বারবার সময় পিছাচ্ছে। রাজ্যের অংশের কাজ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তবে রেল বলেছে আরও ১০ দিন সময় লাগবে।'

দীর্ঘদিন ধরেই শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের উড়ালপুলের কাজ চলছে। কখনও রাজ্যের কারণে আবার কখনও রেলের কারণে ওই উড়ালপুলের নির্মাণ এবং উদ্বোধনের সময় পিছিয়ে গিয়েছে। উড়ালপুলটির কাজ রাজ্য পূর্ত দপ্তর করলেও, রেলের যে অংশটি রয়েছে সেখানে রেল কাজ করছে। বিষয়টি তদারকি করছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। সম্প্রতি রাজ্য পূর্ত দপ্তরের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় ডিসেম্বরের মধ্যে তারা

> রেল কেন্দ্রীয় সংস্থা। তারা বারবার সময় পিছাচ্ছে। রাজ্যের অংশের কাজ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তবে রেল বলেছে আরও ১০ দিন সময় লাগবে।
>
> **গৌতম দেব**
> *মেয়র, শিলিগুড়ি পুরনিগম*

কাজ শেষ করে দেবে। সেইমতো ডিসেম্বরের শেষে উড়ালপুলের উদ্বোধন হবে বলে জানা গিয়েছিল। এরই মধ্যে রেল জানিয়ে দেয় কাজ শেষ করার জন্য তাদের আরও কয়েকদিন সময় লাগবে।

যে এলাকায় উড়ালপুলের কাজ রেল করবে সেখানে নীচে রেললাইন রয়েছে। সেখান দিয়ে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন যাতায়াত করে। ওই কাজ করতে গেলে এলাকায় ট্রেন চলাচল বন্ধ করতে হবে। কিন্তু সেই বিষয়ে এখনও রেলের কোনও অনুমতি পায়নি রেলের ঠিকাদারি সংস্থা। যে কারণে কাজ আরও পিছিয়ে যাচ্ছে।

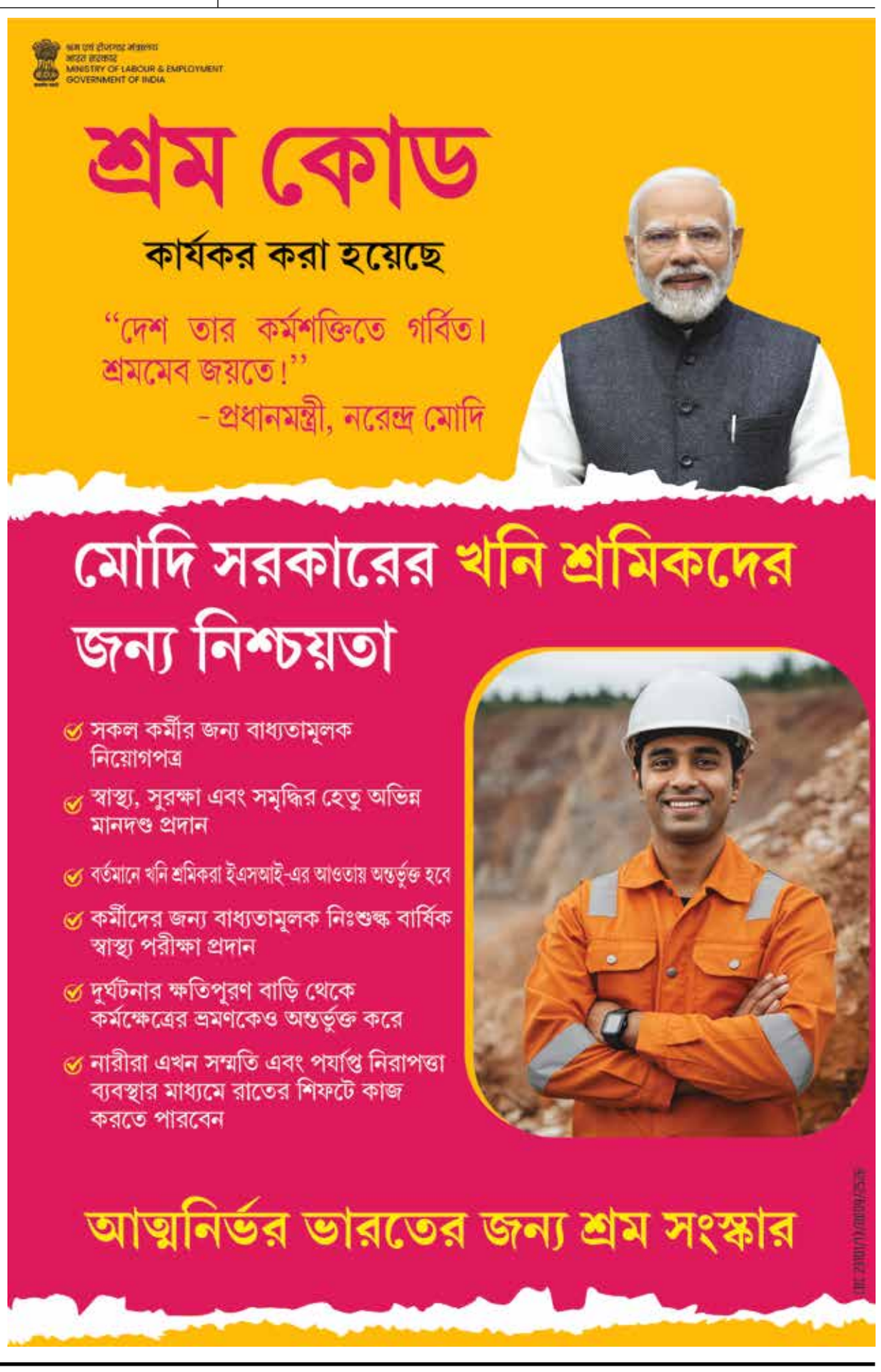

টুকরো খবর

কিশোরী উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ নভেম্বর : কিশোরীকে অপহরণের অভিযোগে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করল। ধৃত পরিতোষ সরকার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বাসিন্দা। অভিযোগ, চলতি মাসের ২৩ তারিখ পরিতোষ তাঁর গ্রামের ১২ বছর বয়সি এক কিশোরীকে অপহরণ করেন। পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং পরিজনদের বাড়িতে খোঁজ করেও মেয়েকে না পেয়ে পরিবার ২৪ তারিখ পুলিশের দ্বারস্থ হয়। বিষয়টি নিয়ে ফাঁসিদেওয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে শুক্রবার সংশ্লিষ্ট ব্লক থেকে অভিযুক্ত এবং অপহৃত কিশোরীকে পুলিশ উদ্ধার করে। পুলিশ এই ঘটনায় অপহরণের মামলা রুজু করেছে। উদ্ধার হওয়া কিশোরীকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সচেতনতা

চোপড়া, ২৮ নভেম্বর : চোপড়া থানার পুলিশের উদ্যোগে শুক্রবার ‘সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ’ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন সদর চোপড়া থেকে সোনাপুর এলাকা পর্যন্ত জাতীয় সড়ক ধরে বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতামূলক এই কর্মসূচি পালন করা হয়। চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা, ট্রাফিক ওসি উজ্জ্বল রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। টোটোতে উজ্জ্বল স্টিকার লাগানোর পাশাপাশি বিভিন্ন লাইন হোটেল ও ধাবায় মালিকদের পার্কিং ব্যবস্থা, সিসি ক্যামেরা ও আলো লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

সংঘর্ষে জখম

চোপড়া, ২৮ নভেম্বর : চোপড়া কলেজপাড়া এলাকায় পুরোনো জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে স্থানীয় দু’পক্ষের সংঘর্ষে শুক্রবার উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনায় দুজন জখম হয়েছেন। তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। মহম্মদ মতি ও মহম্মদ ফয়মতের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পুরোনো জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ দুজনকে আটক করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ঘরে তোলার আগে।। দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে ছবিটি তুলেছেন মনিরুল ইসলাম রাজী।

ভগ্নপ্রায় কক্ষেই চলত ক্লাস, অবশেষে শিলান্যাস

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ নভেম্বর : জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দেওয়া ক্ষতিপূরণের টাকায় প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মডেল স্কুল তৈরি হতে চলেছে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মহিপালে। শুক্রবার মহিপাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ঘর নির্মাণের সূচনা হল। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, শিলিগুড়ি প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায় প্রমুখ।

প্রায় বছর সাতেক আগে ঘোষপুকুর-সলসলাবাড়ি ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর তৈরির সময় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে থাকা এই স্কুলের একটা বড় অংশ ভাঙা পড়ে। ক্ষতিপূরণের টাকা অনেক আগেই চলে এসেছিল। তবে করোনার কারণে অনেকদিন ওই টাকা শিলিগুড়ি ট্রেজারিতেই পড়ে ছিল। পরবর্তীতে স্কুল এবং শিক্ষা সংসদের প্রচেষ্টায় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তত্ত্বাবধানে দোতলা স্কুল নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। এদিন সেই নির্মাণকাজের শিলান্যাস করা হয়।

এতদিন ভগ্নপ্রায় শ্রেণিকক্ষেই পড়ুয়াদের ক্লাস করতে হচ্ছিল। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ বলেন, ‘মডেল স্কুল তৈরি করা হবে। নতুন ঘর নির্মাণের ফলে পড়ুয়ার সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আমরা আশাবাদী।’ একই সুরে শিলিগুড়ি প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ বলেন, ‘চার লেন রাস্তা তৈরির কাজের জন্য স্কুলের অনেকটা অংশ ভাঙা পড়েছিল। পরিকাঠামোর অভাবে এতদিন পড়ুয়াদের ভোগান্তি পোহাতে হত। নতুন ঘর নির্মাণের পর আরও অনেক পড়ুয়া এই স্কুলমুখী হবে।’ খুব শীঘ্রই এই নির্মাণকাজ শেষ হবে বলে কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে।

দোষারোপে ঢাকা পড়ে দুর্ভোগ

পাথরঘাটায় পথে কাঁটা, রুদ্ধ নালা

পারমিতা রায়

মাটিগাড়া, ২৮ নভেম্বর : মাথা তুলছে একের পর এক বহুতল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনযাপন। অথচ পাথরঘাটার অধিকাংশ রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের বাড়ি মেইন রোডের পাশে। সেটারও হাল খারাপ। একই ছবি পাথরঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা রায়ের বাড়ির সামনের রাস্তাটির।

আনন্দময়ের কথায়, ‘পুরো গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ঘুরে দেখুন, প্রায় সর্বত্র এক ছবি। বারবার বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সমস্যার কথা জানিয়েও লাভ হয়নি। অনেকেই প্রশ্ন করেন, আমি কেন বিধায়ক তহবিল থেকে রাস্তাগুলো ঠিক করছি না। সংস্কারের আনুমানিক খরচ প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা, যা আমার তহবিল থেকে সম্ভব নয়।’ প্রতিমা অবশ্য আশাবাদী, ‘সমাধানের চেষ্টা করছি। আশা করি, দ্রুত মেরামত হয়ে যাবে।’

এবড়োখেবড়ো পথ। পাথর বেরিয়ে এসেছে। গাড়ি গেলে ধুলোয় ঢাকে চারপাশ। মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুলের পাশ দিয়ে সোজা পঞ্চায়েত কার্যালয় পর্যন্ত রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় নাকে কাপড় চাপা দিতে হয়। নয়তো হাঁচি-কাশি অবধারিত। নিউ চামটা চা বাগান থেকে ছোট ধুকুরিয়া পর্যন্ত, খাগারিয়াজোত, হাওয়া সিং রোড, ঝিঙ্গাবস্তি সহ বিভিন্ন এলাকায় ছোট-বড় রাস্তার বেহাল দশায় দুর্ভোগ বাড়ছে জনসাধারণের।

খগেশ্বর রায় নামে এক বাসিন্দা বললেন, ‘মাসকয়েক আগে কয়েকটি রাস্তা সংস্কার হয়েছিল। কিছুদিন যেতে না যেতেই সেগুলোর অবস্থা ফের আগের মতোই।’ তবে কি নিম্নমানের কাজ? প্রশ্ন শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে খগেশ্বর মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন।

এক ধুলোমাখা রাস্তায় ভরদুপুরে দেখা হয়েছিল সুস্মিতা রায়ের সঙ্গে। কোলে বাচ্চা। তার নাক-মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন সুস্মিতা। তাঁর অভিজ্ঞতায়, ‘যেদিক দিয়েই যাও না কেন, ধুলো খেতে হবে। বাড়ি গিয়ে দেখবেন, জামাকাপড়ে আস্তরণ পড়ে গিয়েছে।’

পাথরঘাটার মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতা যত বেশি হয়, নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার তালিকা ক্রমশ লম্বা হয়। রাস্তা থেকে নিকাশিনালা, পথবাতি থেকে পানীয় জলের সংকট- সবেতেই ভূরিভূরি অভিযোগ। নিকাশি ব্যবস্থারও শোচনীয় অবস্থা। কোথাও নালা থেকে উপচে পড়ছে নোংরা জল। কোনও এলাকায় কংক্রিটের নিকাশিনালা তৈরি হয়নি এখনও।

বান্দ্রিজোত, খাগারিয়াজোত, ঝিঙ্গাবস্তি, হরসুন্দর স্কুলের পেছনের অংশ- সর্বত্র এক সমস্যা। স্থানীয় সৌরভ পালের বক্তব্য, ‘নিকাশিনালার যন্ত্রণা তো দীর্ঘদিনের। বর্ষাকালে আরও বাড়ে। নর্দমার জল বাড়িতে ঢোকে।’ বাড়ির সামনে জঞ্জালে অবরুদ্ধ নালাটি দেখিয়ে রজনী বর্মনের আক্ষেপের সুর, ‘মাঝেমধ্যে দুর্গন্ধ ছড়ায়। মশামাছির উপদ্রবে ভুগছি। কেউ দেখার নেই।’

বান্দ্রিজোতের বাসিন্দা নারায়ণ বর্মনের কটাক্ষ, ‘সবাই বাড়িঘর বানাচ্ছেন। স্কুল হচ্ছে। তবে সাধারণ নাগরিক পরিষেবা লাটে উঠেছে। একটিও রাজনৈতিক দলের নেতাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ভোট সামনে এলে, নিশ্চয়ই তাঁরা আসবেন।’ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ শাহিদ পালটা দুষলেন এলাকাবাসীর একাংশকে, ‘বাড়ি, বহুতল বানানোর সময় যে নিকাশিনালার জন্য জায়গা রাখার প্রয়োজন, সেই কথা ভাবছেন না অনেকে। আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি।’

জনতা অবশ্য এসব যুক্তি মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি, কেউ নিয়ম না মেনে নির্মাণ করলে গ্রাম পঞ্চায়েত কেন পদক্ষেপ করবে না? নজর রাখার দায়িত্ব কার? অভিযোগ, বিজেপির বিধায়ক আর তৃণমূলের প্রধান সবসময় একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাতে ব্যস্ত। সমাধানসূত্রের হদিস নেই কারও কাছে।

পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে এমন বহু এবড়োখেবড়ো রাস্তার দেখা মিলবে।

সরকারি অফিসের ভাইরাল ছবি ঘিরে চর্চা

বৈঠক-বিতর্কে পাপিয়া

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কনফারেন্স রুমে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী পাপিয়া ঘোষের বৈঠক ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে। শুক্রবার দুপুরের বৈঠকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির এক কর্মাধ্যক্ষ, কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষের অভিযোগ, ‘সরকারি দপ্তরকে পার্টি অফিস ভেবে নিয়েছে তৃণমূল। ওই দলের নেত্রী সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চেও আসন পাচ্ছেন, আবার সরকারি অফিসেও বৈঠক করছেন। এসব মেনে নেওয়া হবে না।’

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, ‘পার্টির কোনও বৈঠক ছিল না। পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে বাকিরাও ছিলেন। তাঁরাই ছবি তুলেছেন।’

পাপিয়ার বৈঠকের ছবি ভাইরাল (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) হতেই দলের অন্দরেও সমালোচনার ঝড় উঠেছে। আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি। উপপ্রধান সান্তু দাস বলেছেন, ‘আমি ওই সময় অফিসে ছিলাম না।’

শুক্রবার দুপুরে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতে যান পাপিয়া। এখানকার কনফারেন্স রুমে প্রধান যূথিকা, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তথা দলের মাটিগাড়া ব্লক সভাপতি (১) অভিজিৎ পাল সহ ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের (ভিসিটি) স্বাস্থ্যকর্মী সদস্যদের একাংশ ছিলেন। এখানে পাপিয়া একটি বৈঠক করেন বলে অভিযোগ। নেতা-নেত্রীদের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা ছবিতে বৈঠকের টেবিলে প্রত্যেকের

আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কনফারেন্স রুমের এই ছবি ভাইরাল হয়েছে।

সামনেই চায়ের কাপও দেখা যাচ্ছে।

পাপিয়া ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) দার্জিলিং জেলার দায়িত্বে রয়েছেন। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল এখন স্বাস্থ্যকর্মীদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দলের তরফে এসআইআর-এর কাজ করাচ্ছে। প্রতিটি বাড়ি ঘুরে তাঁরা দেখছেন সকলে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করেছেন কি না, কারও কোথাও সমস্যা রয়েছে কি না, নথিপত্রে কোথাও সমস্যা রয়েছে কি না সেই সংক্রান্ত বিষয়গুলি। ভিসিটি কর্মীরা সমস্ত কিছু নথিভুক্ত করে তৃণমূলের পার্টি অফিসে জমা দিচ্ছেন। বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতির অভিযোগ, ‘ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের সদস্যরা একপ্রকার সরকারি কর্মী। তাঁদের এভাবে দলের কাজে ব্যবহার করা যায় না। এদিন তৃণমূলের জেলা নেত্রীও স্বাস্থ্যকর্মীদের ডেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসআইআরের খোঁজ নিতে বলেছেন। আমরা এর বিরুদ্ধে মাটিগাড়ার বিডিওকে সোমবার চিঠি দিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলব।’

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অভিজিতের বক্তব্য, ‘কোনও বৈঠক ছিল না। পাপিয়া ঘোষ এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই তিনি কিছু সময়ের জন্য পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ঢুকেছিলেন।’ পাপিয়াও এসআইআর সংক্রান্ত কোনও বৈঠক হয়নি বলে দাবি করেছেন। তিনি এমন দাবি করলেও তৃণমূলের অনেকে ঘটনাকে সমর্থন করছেন না।

মাটিগাড়ারই এক নেতার কথায়, ‘দল আর প্রশাসনকে আলাদা রাখা উচিত। কিন্তু পাপিয়া সেটা না করে সব জায়গায় গিয়ে বসছেন, ছবি তুলছেন। এমন ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়াচ্ছে, দলেরই ক্ষতি হচ্ছে।’

রাজনীতির স্বার্থে

- গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে জনপ্রতিনিধি ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে পাপিয়া ঘোষের ছবি ভাইরাল
- সরকারি দপ্তরকে পার্টি অফিস ভেবেছে তৃণমূল, কটাক্ষ বিজেপি নেতার
- এসআইআর-এর কাজে স্বাস্থ্যকর্মীদের শাসকদল দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছে বলেও দাবি পদ্ম শিবিরের
- অভিযোগ অস্বীকার পাপিয়ার, তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তৃণমূলের অন্দরেই

দুই বিধানসভার ‘ভোটার’ আমলা

দুই এলাকার ভোটার তালিকায় নাম থাকার সুবাদে ভোট চুরির অভিযোগে বিরোধীরা সরব হয়েছে। এ বিষয়ে ওঠা বেশ কয়েকটি প্রশ্ন খতিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৮ নভেম্বর : উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের ভোটার একই ব্যক্তি। তিনি অবশ্য এলেবেলে কেউ নন, প্রশাসনের উচ্চ আধিকারিক। দুই এলাকার ভোটার তালিকায় নাম থাকার সুবাদে ভোট চুরির অভিযোগে বিরোধীরা সরব হয়েছে। এ বিষয়ে ওঠা বেশ কয়েকটি প্রশ্ন খতিয়ে দেখা হবে বলে প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে।

জ্যোতির্ময় তাঁতি ২০১৩ সালের ১৪ অগাস্ট থেকে ২০১৭ সালের ৬ মার্চ পর্যন্ত দশম মহকুমা শাসক (এসডিও) হিসেবে মালবাজারের দায়িত্ব সামলেছেন। ডব্লিউবিসিএস ক্যাডার থেকে তিনিই মালের শেষ মহকুমা শাসক। তারপর থেকে এই পদে আইএএস পদমর্যাদার অফিসাররা বসেছেন। জ্যোতির্ময় মালে থাকাকালীন অতিরিক্ত জেলা শাসক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছিলেন।

বর্তমানে তিনি কলকাতা পুরনিগমে জয়েন্ট কমিশনার পদে রয়েছেন। কাঁধে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, উদ্যান সহ নানা খাতের গুরুদায়িত্ব। ব্যক্তিগতভাবে সাদামাঠা মানুষটির ভোটার তালিকায় থাকা নাম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মালের মহকুমা শাসক হিসেবে কাজ করার সুবাদে জ্যোতির্ময় মাল পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করান। সেই সময় মহকুমা শাসকের বাসভবনটি এই ওয়ার্ডেই ছিল। ২০১৭ সালে তিনি বদলি হয়ে মালবাজার থেকে অন্যত্র চলে যান। তবে শহরের ১২৭ নম্বর অংশে ভোটার তালিকায় তাঁর নাম থেকে যায়। সম্প্রতি এসআইআর-এর কাজের সময় ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় জ্যোতির্ময়ের নাম রয়েছে বলে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা আইনজীবী সুমন শিকদার লক্ষ করেন। সুমন এই ওয়ার্ডে বিজেপির বিএলএ’র দায়িত্বে আছেন।

নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাচ্ছে, জ্যোতির্ময় বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার ১৬০ রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার। সুমনের অভিযোগ, ‘২০১৭ সাল থেকে যে ব্যক্তি মালবাজারে থাকছেন না তাঁর নাম এখনও এখানকার ভোটার তালিকায় আছে। আবার সেই ব্যক্তি অন্য জায়গায় ভোটও দিচ্ছেন। এসব ভূতুড়ে ভোটারের খোঁজেই এসআইআর প্রয়োজন ছিল। আর এক্ষেত্রে ভূতুড়ে ভোটার প্রশাসনিক আধিকারিক নিজেই।’

এবিষয়ে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ‘বছরখানেক হল রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে ভোটের তালিকায় নাম স্থানান্তর করেছি। পরবর্তীতে মালবাজার থেকে আমার নাম বাদ দেওয়ার বিষয়টি প্রশাসনের দায়িত্ব।’

সুমনের আরও অভিযোগ, বিডিও অফিস থেকে জ্যোতির্ময়ের এনুমারেশন ফর্ম ইচ্ছাকৃতভাবে বিএলও-কে দেওয়া হয়নি। জ্যোতির্ময় সহ চারজনের এনুমারেশন ফর্ম তিনি পাননি বলে ১২৭ অংশের বিএলও অনামিকা দাস মেনে নিয়েছেন। এ বিষয়ে মালের বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই বিষয়টি এড়িয়ে যান।

মালের মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডাল বললেন, ‘১২৭ অংশ থেকে এসআইআর-এর ফর্ম তিনি জমা না করলে কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী মালবাজার শহরের ভোটার তালিকা থেকে জ্যোতির্ময়বাবুর নাম বাদ যাবে।’ বিএলও-কে জ্যোতির্ময় সহ চারজনের এনুমারেশন ফর্ম না দেওয়ার বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

তালিকা বিতর্ক

- মালের এসডিও হিসেবে কাজ করার সুবাদে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করান জ্যোতির্ময় তাঁতি
- ২০১৭ সালে বদলি হওয়ার পর বর্তমানে তিনি দক্ষিণ কলকাতার ১৬০ রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার
- ২০২৫ সালের মালের ভোটার তালিকায় এখনও জ্যোতির্ময়ের নাম রয়েছে বলে দাবি বিজেপির
- অভিযোগ, বিডিও অফিস থেকে জ্যোতির্ময়ের এনুমারেশন ফর্ম বিএলও-কে দেওয়া হয়নি ইচ্ছাকৃতভাবে

‘ভুল’ ডোজ, ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসে অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : খামে ওষুধের ‘ভুল’ ডোজ লেখায় তরুণীর মৃত্যুর ঘটনায় জল অনেকটাই গড়াতে শুরু করেছে। মাম্পি সাহা (৩৪) নামে ওই তরুণীর পরিবার ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসের দ্বারস্থ হল। পরিবারের তরফে শুক্রবার ওই অফিসে গিয়ে গোটা ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে লিখে জানানো হয়। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হবে বলে তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। যে দোকান থেকে ওই তরুণীকে খামে ওষুধের ভুল ডোজ লিখে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ, সেটির মালিক শহর ছেড়ে গিয়েছেন বলে খবর। পুলিশ তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

মাম্পি মজুমদার কলোনির বাসিন্দা ছিলেন। অভিযোগ, চিকিৎসক প্রেসক্রিপশনে দুটো ওষুধ সপ্তাহে একদিন করে খাওয়ার সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু ওই কর্মী ওষুধের খামে দিনে ও রাতে একটি করে ওষুধ খাওয়ার কথা লিখে দেন। প্রয়োজনের তুলনায় ওষুধের বেশি ডোজের কারণে ওই তরুণী অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে পরে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মাম্পি সোমবার সেখানে মারা যান। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মাম্পির ভাই অমিতের কাছ থেকে তদন্ত সংক্রান্ত বেশ কিছু সামগ্রী সংগ্রহ করেছে। এবারে ওই দোকানের মালিকের খোঁজ শুরু হয়েছে। তবে তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঠিকমতোই গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে বলে ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং জানিয়েছেন।

ফেরার সেই দোকানের মালিক

মাম্পির পরিবারের তরফে এদিন দার্জিলিং জেলা ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসে গিয়ে তদন্তের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি, পরিবারের সদস্যরা সেখানকার আধিকারিকদের সঙ্গে কথাও বলেন। দপ্তরের আধিকারিকরা সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। অমিত অবশ্য বলেন, ‘যে ওষুধ নিয়ে এত কথা হচ্ছে, সেটি দিদি টানা ১০ দিন খেয়েছিলেন। ওই ওষুধ সপ্তাহে দু’দিন খেলেও বড় বিপদ হতে পারে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। ওই ওষুধটি সপ্তাহে একদিন খেতে হবে বলে কেন ওই কর্মী উল্লেখ করেননি সেটিই প্রশ্ন। পুলিশ নিজেদের মতো এবং ওঁরা ওঁদের মতো করে তদন্ত করবেন বলে ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসের আধিকারিকরা আমাদের জানিয়েছেন।’ অভিযুক্ত ওই কর্মীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার দাবিতে অমিত সরব হয়েছেন।

পাহাড়ে চড়ল দলছুট মাকনা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৮ নভেম্বর : মহানন্দা অভয়ারণ্য থেকে মানা বিটের জঙ্গল। দূরত্ব প্রায় ২২ কিলোমিটার। আর সেই জঙ্গলের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার মিটার। এই এতখানি দূরত্ব আর এতখানি উচ্চতা, একটুও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি জেদি মাকনার কাছে। খাদ্য ও পানীয়ের সন্ধানে পাহাড়ের জঙ্গলঘেরা পথ দিয়ে ঠিক পৌঁছে গিয়েছে সেখানে। কার্সিয়াং বন বিভাগের অধীনে বাগোড়া রেঞ্জের সেই মানা বিটের সংরক্ষিত জঙ্গলেই এখন হাতিটি রয়েছে।

মাকনাটি দলছুট। নিজের খাবার ও পানীয়ের জোগাড় তাকে নিজেকেই করতে হয়। আর শীত পড়তে না পড়তেই মহানন্দা অভয়ারণ্যে জল ও খাবারের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। হাতি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খাদ্য ও পানীয়ের খোঁজে এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে যাওয়া হাতিদের কাছে নতুন কিছু নয়।

তবে এতখানি উঁচু পাহাড়ে ওঠাটা ব্যতিক্রমী। মানা বিটের জঙ্গলে এমনিতে হাতি নেই। সেখানকার বনকর্মীরা নজরদারির সময় ওই মাকনাটিকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে যান। বাগোড়ার রেঞ্জ অফিসার সুনীল রাই বলেন, ‘এদিন সকাল ১১টা নাগাদ নামচিংপোখড়ের কাছে মানা সংরক্ষিত জঙ্গলে একাকী মাকনাটিকে দেখা যায়। আমাদের অনুমান, মহানন্দা অভয়ারণ্য থেকে হাতিটি এখানে এসেছে।’

বনকর্তা ও পরিবেশপ্রেমীদের অনুমান, পাহাড়ের জঙ্গলে এখনও জল সুলভ। সেইসঙ্গে সেখানে রয়েছে হাতির পছন্দের খাবার, গুল্ম ও কচি বাঁশ। সেই টানেই এত লম্বা পথ হাতিটি পাড়ি দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই বনপথ পাড়ি দিতে গিয়ে কিন্তু প্রচলিত রীতিনীতি সব উলটে দিয়েছে সেই বুনো। সাধারণত জঙ্গলের মধ্যে যেখান দিয়ে হাতি চলাচল করে, সেখান দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে যায়।

পরে অনেক সময় সেই পায়েচলা রাস্তা ব্যবহার করে মানুষ। কিন্তু এক্ষেত্রে পাহাড়ের ঢালে মানুষের পায়ে পায়ে তৈরি হওয়া রাস্তা দিয়েই হেঁটে চড়াই উতরাই অতিক্রম করেছে হাতিটি। এদিন সন্ধ্যায় কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, ‘এখনও মানা বিটের বনে রয়েছে হাতিটি। আমরা নজর রেখেছি।’

কোনও হাতির এত উঁচু পাহাড়ে পৌঁছে যাওয়ার উদাহরণ কি আর আছে? পশুপ্রেমী সংগঠন ঐরাবতের কোঅর্ডিনেটর অভিযান সাহা অবশ্য জানালেন, এর আগেও হাতি সমতল থেকে বক্সা টাইগার রিজার্ভ, কার্সিয়াং, লাটপাঞ্চারে উঠে গিয়েছিল এমন নজির আছে। তবে সংখ্যায় এমন ঘটনা খুবই কম।

খাবার খুঁজতে

- মহানন্দা অভয়ারণ্য থেকে মানা বিটের জঙ্গলের দূরত্ব প্রায় ২২ কিলোমিটার
- আর সেই জঙ্গলের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার মিটার
- খাদ্য ও পানীয়ের খোঁজে এতখানি পথ পাড়ি দিয়েছে মাকনা

‘লেবে’ গানের তালে ডুকপা উৎসব

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৮ নভেম্বর : ভুটানের পারোর বাসিন্দা সোনাম তেনজোর শুক্রবার বিশেষ বাদ্যযন্ত্র ‘ড্রাম আইম’ নিয়ে বক্সায় এসেছিলেন। বক্সা ফোর্ট মাঠে অনুষ্ঠিত ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালের দ্বিতীয় বর্ষ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে সোনামের ওই বাদ্যযন্ত্রের সুর অনেকের মন ছুঁয়েছে।

একইভাবে ডুকপাদের নাচের তালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলো ছড়িয়েছে বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দা সিনা ডুকপা, নারিন ডুকপারা। বক্সার কয়েকজন শিল্পী আবার ডুকপা জনজাতির ‘লেবে’ গান পরিবেশন করেন। বক্সায় অনুষ্ঠান এইভাবে মিলিয়ে দিল ভারত-ভুটান সংস্কৃতিকে। উদ্বোধনে আসা অতিথিদের সঙ্গে পর্যটকরাও উপরি পাওনা হিসেবে দেখতে পান অনুষ্ঠানগুলি।

উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নাচ। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র

শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া ডুকপাদের এই উৎসব চলবে রবিবার পর্যন্ত। প্রথম দিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে একদিকে যেমন ভারত ও ভুটান দুই দেশের শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন, তেমনি আবার দুই দেশের প্রশাসনিক আধকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব সহ জেলা প্রশাসনের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। স্টলও ঘুরে দেখেন। এবছর বক্সার ১৪টি গ্রামের প্রতিনিধি স্টল দিয়েছেন। সেখানে তাঁদের খাবার ও ব্যবহার করা বিভিন্ন সামগ্রী রয়েছে। উৎসবের বিষয়ে জেলা শাসক বলেন, ‘গত বছর থেকে এই উৎসব শুরু হয়েছে। যেভাবে ডুকপা জনজাতির বাসিন্দারা নিজেদের ঐতিহ্যের প্রচার করছে। সেগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করছেন সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়।’

উৎসবের প্রথম দিন থেকেই তিরন্দাজি ও ডার্ট প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বক্সার বিভিন্ন গ্রামের তরুণরা সেই প্রতিযোগিতায় শামিল হয়েছেন। গত বছর উৎসবের দ্বিতীয় দিন ডুকপা জনজাতির বিভিন্ন খাবারের আয়োজন করা হলেও এবছর উৎসবের প্রথম দিনই বিভিন্ন খাবার পরিবেশন করা হয়। বক্সা ফোর্ট মাঠে যখন বিভিন্ন প্রতিযোগিতা চলে তখন ফোর্টের পাশে মুক্তমঞ্চে খাবারের আয়োজন করা হয়। প্লাস্টিকমুক্ত উৎসবের বার্তা দিতে বাঁশ কেটে খাবার রাখার পাত্র তৈরি করা হয়েছিল। এদিনের মেনুতে ছিল সাকাম পা (শুয়োরের মাংস), গন্ড ডাটচি (ডিম পনির সবজি), কপি লাফুমা (ফুলকপি ও গাজরের সবজি), ইমা দচি (ক্যাপসিকাম ও পনিরের সবজি)।

ডুকপা জনজাতির পানীয় বানচা ও এরা ছিল। বক্সার ডুকপা জনজাতির বাসিন্দারা যেন নিজেদের সংস্কৃতি ভুলে না যান সেজন্য গত বছর ভুটান থেকে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁরা বিভিন্ন নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন। এদিন যেমন ভুটান ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক থিলেয় দোরজি বলেন, ‘গত বছর উৎসবে এসেছিলাম। এক বছর পর এসে দেখছি এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে অনেকটাই পরিবর্তন এসেছে।’

বিচারে সায়

মানিক ভট্টাচার্য ও রত্না বাগচীর বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর অনুমোদন দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের আবেদনের ভিত্তিতে অনুমোদন মেলায় তদন্তে গতি আসবে।

সিমেস্টার ফি

রাজ্যের সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলগুলিতে সিমেস্টারপিছু ফি বেঁধে দিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। পরীক্ষাপিছু ৭০ টাকার বেশি ফি নেওয়া যাবে না বলে নির্দেশিকা জারি করেছে সংসদ।

ডোনার নালিশ

সমাজমাধ্যমে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের বডি শেমিং করা ও কুরুচিকর মন্তব্য নিয়ে ঠাকুরপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সমাজমাধ্যমে এই মন্তব্য দেখার পরই ডোনা ওই অভিযোগ দায়ের করেন।

প্রস্তাবের আর্জি

শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রমকোডের বিরোধিতায় বিধানসভায় প্রস্তাব আনতে মুখ্যমন্ত্রীকে আর্জি লিবারেশনের। ২১ নভেম্বর এই শ্রমকোড সারা দেশে কার্যকরী করার জন্য আদেশনামা জারি করেছে কেন্দ্র।

যোগ্যরা ছিটকে যাচ্ছে : হাইকোর্ট

রিমি শীল

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : 'যোগ্য প্রার্থীরা নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে ছিটকে যাচ্ছে', এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় শুক্রবার এই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ্যদের বাদ পড়া নিয়ে কমিশনের সমালোচনায় সরব হলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ২০১৬ সালের পরীক্ষার্থীদেরও অনেকে বাদ পড়েছেন। বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এসএসসি তার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এমনভাবে এলিজিবিলিটি স্কোর, চাকরির বয়স নির্ধারণ করেছে যে, কিছু প্রার্থী নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে ছিটকে যাচ্ছে।' যোগ্যদের কীভাবে চিহ্নিত করেছে এসএসসি তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি।

এদিন নতুন নিয়োগ বিধি ও পূর্ব শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বরাদ্দ ১০ নম্বরের বিরুদ্ধে সওয়াল শুরু হয়েছে।

আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সওয়াল করেন, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া দুর্নীতিগ্রস্ত। এর সমাধান না করেই ফের ভুল পথে নিয়োগ করছে এসএসসি। ২৯ মে রুল এবং ৩০ মে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারির এত অল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হল? নতুন বিধিতে শিক্ষাগত যোগ্যতাকে মূল্য দেওয়া হয়নি। সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদকে লঙ্ঘন করেছে এই বিধি। অনুচ্ছেদ ১৬ অনুযায়ী সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগে সকলের জন্য সমান অধিকার। অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী সেই সমানাধিকার দেওয়া রাজ্যের কর্তব্য। সেখানে ১০ নম্বরের মতো একটি সংখ্যাগত সুবিধা দিয়ে সুযোগ করে দেওয়া যায় না। নতুনদের অনেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে নিজের খেয়াল খুশি মতো কাজ করেছে কমিশন।

বিচারপতি রাজ্যকে প্রশ্ন করেন, '২০২৫ সালের নিয়ম বহু প্রার্থীকে নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত করেছে। কারা যোগ্য আপনারা কীভাবে চিহ্নিত করলেন। বয়স ছাড়ের যে বিষয় বলা হয়েছে কারা এর সুবিধা পাবেন?' রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশকে মান্যতা দিয়েই নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বলেছে। নয়া নিয়ম বিধিকে ত্রুটি হিসেবে ধরা হলে তবুও ২০১৬ ও ২০১৯ সালের নিয়ম পুনরায় কার্যকর হতে পারে না। ২০১৬ সালের পরিবর্তে ২০১৯ এবং তার পরিবর্তে ২০২৫ সালের নিয়ম আনা হয়েছে। ফলে আদালত যদি ২০২৫ সালের বিধি বাতিলও করে তাহলে ২০১৬ ও ২০১৯ সালের নিয়োগ বিধি পুনর্জীবন পেয়ে যাবে না।

কয়েকটি পর্যবেক্ষণ

- এসএসসি তার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এমনভাবে এলিজিবিলিটি স্কোর, চাকরির বয়স নির্ধারণ করেছে যে, কিছু প্রার্থী নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে ছিটকে যাচ্ছে।
- ২০২৫ সালের নিয়ম বহু প্রার্থীকে নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত করেছে।
- কারা যোগ্য আপনারা কীভাবে চিহ্নিত করলেন?
- বয়স ছাড়ের যে বিষয় বলা হয়েছে কারা এর সুবিধা পাবেন?

আবেদনকারীদের একাংশের আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের যুক্তি, ২০১৬ সালে পরীক্ষা দিয়ে যাঁরা বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাঁরা ২০২৫ সালেও নিয়োগে অংশ নিয়েছেন। এখন এই ১০ নম্বরের জন্য তাঁরা আবার বঞ্চিত হচ্ছেন। কারণ, ২০১৬ সালে দুর্নীতির কারণে চাকরি হয়নি, এখনও ফের গাফিলতি। অনিয়মে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন তাঁরাও ১০ নম্বর পেয়ে যাচ্ছেন। নিয়ম বৈষম্য হচ্ছে। যোগ্য, অযোগ্যের কোনও তালিকা এসএসসি প্রকাশ করেনি। ফলে প্রকৃত যোগ্য অযোগ্য কারা তা স্পষ্ট নয়। হাইকোর্টে নির্দেশ দিয়েছিল, বাইরের কোনও সংস্থা দিয়ে ওএমআর শিটের মূল্যায়ন করানো হোক। তা মানেনি এসএসসি। আরেক আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্যের অভিযোগ, ২১ বছর বয়সে পূর্ব শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হচ্ছে। এটা কার্যত অসম্ভব। সোমবার ফের এই মামলার শুনানিতে রাজ্য ও কমিশন বক্তব্য জানাবে।

কাঁটাতার নিয়ে রাজ্যের অবস্থান তলব

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া বসানো সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের অবস্থান জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে রাজ্য সক্রিয় না হওয়ায় ফেন্সিংয়ের কাজ করা যাচ্ছে না। এর ফলে কয়েকশ' কিলোমিটার এলাকা অসুরক্ষিত হয়ে পড়ে আছে। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। রাজ্য শুক্রবারও রিপোর্ট পেশের জন্য সময় চায়। এই বিষয়ে বক্তব্য জানাতে রাজ্যকে এক সপ্তাহ সময় দিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার বিষয়টি

আদালতে মামলা

নিরাপত্তার সঙ্গে সংযুক্ত। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি সময় দেওয়া যাবে না। রাজ্যের থেকে ইতিবাচক রিপোর্ট চেয়েছিলাম। রাজ্য তাদের অবস্থান জানাক।' আবেদনকারীর অভিযোগ, দুই সীমান্তের দীর্ঘ এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় অনুপ্রবেশ ঘটছে। চোরাচালান হচ্ছে। কিন্তু রাজ্য জমি অধিগ্রহণের কাজে তৎপর নয়। কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল বলেন, ক্যাবিনেটে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে সীমান্তে ফেন্সিংয়ের কাজে জমি অধিগ্রহণের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের বক্তব্য জানা যাচ্ছে না। যদিও রাজ্যের আইনজীবী সময় চাওয়ায় তাঁকে ফের সময় দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে রাজ্য দিনের পর দিন সময় চেয়ে যাচ্ছে এটা চলতে পারে না।'

এসআইআর-এ সংশয় থাকলেও ভোটে জেতার আস্ফালন

অনুপ্রবেশকারীরা তালিকায়, ক্ষুব্ধ পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : এসআইআর-এ অন্তত এক কোটির বেশি নাম বাদ যাবে, বারবার এই দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্যের মতো বিজেপি নেতারা। অথচ কমিশনের হিসেবে এখনও পর্যন্ত ২৬ লক্ষ নাম বাদ পড়তে চলেছে। আর তা শুনেই রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ বিজেপির। মৃত, অনুপ্রবেশকারীদের নাম না কেটে ভোটার তালিকায় রেখে দেওয়ার জন্য তৃণমূল ও মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিজেপি। চাপ বাড়াতে আগামী সপ্তাহেই ফের জাতীয় নির্বাচন কমিশনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি।

কিন্তু গত বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনই জানায়, ইতিমধ্যে যত ফর্ম ডিজিটাইজড হয়েছে তা বিচার করে ২৬ লক্ষের কিছু বেশি নাম তালিকা থেকে বাদ পড়তে চলেছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কমিশনের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী ৬ কোটির কিছু বেশি ভোটারের নাম ডিজিটাইজড হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কমিশনের এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে গেরুয়া শিবিরে। এদিন বিজেপি দাবি করেছে, মৃত, ভুয়ো ভোটারদের নাম না কেটে তালিকায় তুলে দেওয়া হচ্ছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই প্রশ্নে সরসরি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নিশানা করেছেন। অভিযোগ, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সরাসরি জেলা নির্বাচনি আধিকারিক (জেলাশাসক), ইআরও, এইআরও-দের ফোন করে বলছেন,

> ১ কোটি ২০ লক্ষ ফর্ম এখনও ডিজিটাইজড হয়নি। যা হয়েছে তার মধ্যে ২৭-২৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। এই সংখ্যাটা অত্যন্ত অল্প। বহু মৃত, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর নাম রেখে দেওয়া হচ্ছে। নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। তবে আমরা নজর রাখছি, নাম কাটিয়েই ছাড়ব।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

কোনও নাম কাটতে হবে না, সব তুলে দিন। এ ব্যাপারে তাঁর কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে বলে দাবি করেছেন তিনি। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এদিন দাবি করেছেন, মৃত, অনুপ্রবেশকারীর এক বা একাধিক জায়গায় নাম রয়েছে, এমন ভোটারদের তালিকা থেকে নাম কাটা হচ্ছে না। দলীয় কার্যালয়, পঞ্চায়েত অফিসে বসে তৃণমূলের নেতারাই বিএলওদের বাধ্য করছেন এই নির্দেশ মানতে। চলতি সপ্তাহেই কমিশনে গিয়ে দরবার করেছিল বিজেপি। এদিন শমীক বলেন, 'দু'দিন আগেই গিয়েছিলাম কমিশনে। কিন্তু তারপরও যদি কেউ মনে করে থাকে মৃত, অনুপ্রবেশকারী, ডবল এন্ট্রি, ট্রিপল এন্ট্রি নাম ভোটার তালিকায় থেকে যাবে, ফাঁকা জায়গায় যাঁদের নাম তুলে রেখেছেন তাঁদের নাম থাকবে, তাঁরা ভুল করছেন। চূড়ান্ত তালিকায় এইসব নাম বাদ যাবে।' তৃণমূল ও প্রশাসনের এই দুর্নীতি বন্ধ করতে কমিশনকে অবিলম্বে রাজ্যে বিশেষ পর্যবেক্ষক পাঠানোর দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু নাম বাদ যাওয়ার সংখ্যা নিয়ে ঘুম ছুটে গিয়েছে বিজেপির। শুভেন্দুর কথায়, '১ কোটি ২০ লক্ষ ফর্ম এখনও ডিজিটাইজড হয়নি। যা হয়েছে তার মধ্যে ২৭-২৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। এই সংখ্যাটা অত্যন্ত অল্প। বহু মৃত, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর নাম রেখে দেওয়া হচ্ছে। নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। তবে আমরা নজর রাখছি, নাম কাটিয়েই ছাড়ব।'

শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ডিজিটাইজড হওয়া ফর্মের সংখ্যা ৬ কোটি ৭৩ লক্ষ ৬৮ হাজারের কিছু বেশি। শতাংশের হিসেবে যা প্রায় ৮৮ শতাংশ।

পূর্ব মেদিনীপুর দিয়ে সরকার গড়ার আশা

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : ২৬-এ অধিকারী-গড় পূর্ব মেদিনীপুরই রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়বে, দাবি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। তাঁর দাবি, ২৬-এর বিধানসভা ভোটে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬টি আসনের সব ক'টিতেই জিতবে বিজেপি। ওই জেলায় ৪৬ শতাংশ ভোট, আর তার সুবাদেই রাজ্যে সরকার গড়বে বিজেপি। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা তো জানি, পূর্ব মেদিনীপুরের পাশেই বঙ্গোপসাগর। সেখানেই এই সরকারের বিসর্জন।'

এদিন এসআইআর নিয়ে তাঁর গলায় কিছুটা হতাশার সুর। যদিও এসআইআর-এর শেষ দেখে ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'আমরা মাঠে আছি, নজর রাখছি। প্রক্রিয়াটা আরও দু'মাস চলবে।'

রাজ্য দখলে শুভেন্দুর তাস বরাবরই তাঁর নিজের জেলা পূর্ব মেদিনীপুর। ২০২১-এ বিধানসভা ভোটের আগে শুভেন্দুর বিজেপিতে যোগদান। ২১-এর বিধানসভা ভোটে শুভেন্দুর জেলায় তৃণমূলকে টেক্কা দিয়ে এককদম এগিয়ে যায় বিজেপি। শতাংশের হিসেবে ২০২১-এ পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূল পেয়েছিল ৪৩ শতাংশ ভোট। বিজেপি পেয়েছিল ৪৪ শতাংশ ভোট এবং ৭ বিধায়ক। ২৪-এর লোকসভা ভোটে জেলায় বিজেপির ভোট শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৪৬। কাঁথি, তমলুক দুই লোকসভাই বিজেপির দখলে। এই পরিস্থিতিতে ২৬-এর বিধানসভা ভোটে শুভেন্দুর লক্ষ্য জেলায় তৃণমূলকে শূন্য করে রাজ্যে ৫১ শতাংশ ভোট দখল। শুভেন্দুর দাবি, ২০১৯ থেকে ২০২৪-এ যদি ৯ শতাংশ ভোট বাড়তে পারে তাহলে দু'বছরে ৫ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি খুবই সম্ভব। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের অঙ্কটা সরল পাটিগণিত নয়, সেটা পোড়খাওয়া বিরোধী দলনেতা বিলক্ষণ জানেন। তবে রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। ফলে শুভেন্দুর দাবি শেষপর্যন্ত মিলবে কি না, তা বলবে সময়।

লোকায়ুক্ত বৈঠকে যাবেন না শুভেন্দু

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : রাজ্যের লোকায়ুক্ত নিয়োগ সংক্রান্ত ও মানবাধিকার কমিশনের বৈঠকে যোগ দেবেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ১ ডিসেম্বর নবান্নে এই বৈঠকের জন্য প্রথামাফিক চিঠি পাঠানো হয়েছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। কিন্তু তিনি এদিন জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি যাবেন না। বৈঠকে যোগ না দেওয়ার ব্যাপারে শুভেন্দুর সাফাই, খগেন মুর্মুর রক্ত দেখার পর শুধু ছবি তোলার জন্য এই অত্যাচারী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে যাওয়া যায় না। তিন সদস্যের এই কমিটিতে বিরোধী দলনেতা ছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী নিজে এবং বিধানসভার অধ্যক্ষ রয়েছেন।

অভিযোগের সুরে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আজ পর্যন্ত বিধানসভায় লোকায়ুক্তের কোনও রিপোর্ট পেশ করেননি। অথচ তাঁর দলেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মতো চার্জশিট পাওয়া অভিযুক্তরা রয়েছেন। যিনি সংবিধান মানেন না সেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করা যায় না।'

রাজ্যের বর্তমান লোকায়ুক্ত হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অসীম কুমার রায় ২০১৯-এ দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

সন্তান কোলেই কাজে... শুক্রবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

শেষপর্যন্ত তথ্য আপলোডের নির্দেশ

ওয়াকফ আইন মেনে নিল নবান্ন

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে কেন্দ্র করে সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র বিরোধিতা করেছিল তৃণমূল। এমনকি এই রাজ্যে ওয়াকফ সংশোধনী আইন চালু করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতারা। কিন্তু এই আইন হয়ে যাওয়ার সাত মাস পর তা এই রাজ্যে কার্যকর করতে বাধ্য হল নবান্ন। শুক্রবার রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের সচিব পিবি সেলিম প্রতিটি জেলা শাসককে এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে, রাজ্যের ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত সব তথ্য ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে সেন্ট্রাল পোর্টালে তুলতে হবে। কোন জেলায় কত তথ্য তোলা হল বা কতটা বাকি থাকল, তা নিয়ে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। কোনও জায়গায় তথ্য তুলতে অসুবিধা হলে তার কারণও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

চলতি বছর এপ্রিলে সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী আইন পাশ হয়েছে। তৃণমূল সহ সমস্ত বিরোধী এই আইনের বিরোধিতা করে। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে এই আইন সংসদে পাশ হয়। তারপরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'সংখ্যালঘুদের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে দেব না।' দেশজুড়ে ওয়াকফ সংশোধনী আইন চালু হয়ে গেলেও ব্যতিক্রম ছিল পশ্চিমবঙ্গ। ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে তৃণমূল রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভও দেখায়। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলাও হয়। তবে সংশোধিত ওয়াকফ আইনের ওপর সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ জারি করেনি শীর্ষ আদালত। মূলত দুটি ধারা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে সেগুলি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারও জানিয়ে দেয়, ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রতিটি রাজ্যকে সেন্ট্রাল পোর্টালে আপলোড করতে হবে। এরপরই তড়িঘড়ি শুক্রবার নির্দেশিকা জারি করে রাজ্য সরকার।

রাজ্যের সিদ্ধান্ত বদল

- ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত সংশোধিত আইনের তীব্র বিরোধিতা করেছিল তৃণমূল
- এই রাজ্যে এই আইন কার্যকর হবে না বলে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী
- ৬ ডিসেম্বরের আগে সেন্ট্রাল পোর্টালে তথ্য আপলোড করতে নির্দেশ নবান্নের

নবান্নের কর্তারা বলেছেন, 'শীর্ষ আদালত ওয়াকফ সংশোধনী আইনে সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ না দেওয়ায় প্রতিটি রাজ্যকেই দেশের সব রেজিস্টার্ড ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য ৬ মাসের মধ্যে সেন্ট্রাল পোর্টালে আপলোড করতে হত। তার সময়সীমা শেষ হচ্ছে ৫ ডিসেম্বর। সেই কারণেই রাজ্য সরকার তড়িঘড়ি এই নির্দেশিকা জারি করেছে।' রাজ্য সরকারের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, umeedminority.gov.in পোর্টালে রাজ্যের প্রতিটি জেলাকে আলাদা আলাদা করে ওয়াকফ সম্পত্তির খতিয়ান আপলোড করতে হবে।

রাজ্য সরকারের এই নির্দেশকে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করতে তিনি সকলকে উসকে দিয়েছিলেন। আগে তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত। উনি জানতেন, রাজ্য সরকারকে এটা কার্যকর করতে হবে। কিন্তু তাঁর উসকানির জন্য মোথাবাড়ি সহ একাধিক জায়গায় গোলমাল হয়েছে। তাই তিনি মালদা সফরে গিয়ে আগে সেখানকার মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন।' ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ও ত্বহা সিদ্দিকী। তাঁদের কটাক্ষ করে বলেন, 'তাঁরা তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ নিয়েছিলেন। এখন তাঁরা কি বলবেন?'

মতুয়া এলাকায় তৃণমূলের ক্যাম্প

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : ভোটার তালিকা সংশোধনে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন মতুয়া অধ্যুষিত এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অনেকের কাছেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই। মতুয়াদের এই সমস্যাকে হাতিয়ার করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির ভোটব্যাংকে ধস নামানোর কৌশল নিয়েছে তৃণমূল। আর সেই কারণেই মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ লোকসভা ও বারাসত লোকসভার অন্তর্গত হাবড়া ও অশোকনগরের প্রতিটি বুথে একটি করে ক্যাম্পও চালু করে দিল তৃণমূল। শুক্রবার থেকেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমস্যায় পড়া ভোটারদের প্রয়োজনীয় নথি জোগাড় করতে শুরু করে দিয়েছেন তৃণমূলের নেতারা। দলীয় বিধায়ক ও ব্লক সভাপতিদেরও এই নিয়ে তদারকি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রেই একটি করে ওয়াররুম চালু করেছে তৃণমূল। কিন্তু মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু, প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ছাড়াও বিধাননগর পুরসভার চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্তকে বুথভিত্তিক পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও যুব তৃণমূলকেও এলাকায় স্থানীয় মানুষের পাশে থাকতে এদিনই নির্দেশ পাঠিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় দলের নেতা-কর্মীদের সম্পূর্ণভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন অভিষেক। চলতি সপ্তাহের প্রথমেই তিনি প্রায় ১০ হাজার বিএলএ-২-দের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। সেখানে দলের সাংসদ ও বিধায়করাও উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেককে নিজের এলাকার ভোটারদের ফর্ম জমা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, সাংসদ, বিধায়ক ও বিএলএদের পারফরমেন্স খতিয়ে দেখে ৬ ডিসেম্বরের আগেই অভিষেকের কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন তৃণমূল প্রতিবছর সংহতি দিবস পালন করে। এবারও কলকাতায়

রিপোর্ট কার্ড মমতাকে দেবেন অভিষেক

একমঞ্চে দেখা যেতে পারে মমতা ও অভিষেককে। ফলে অভিষেকের এই রিপোর্টের ওপর দলের নেতা-কর্মীদের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে। এমনকি আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও এই জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হবে।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অর্ঘ্য বসু বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ২০০২ সালের আগে থাকা ভোটারের সমস্ত নথি থাকলেও তাঁর বাবার সব নথি পাওয়া যাচ্ছে না। এসআইআর-এর নামে কার্যত মতুয়া সম্প্রদায় ও গরিব মানুষকে প্রচণ্ড নাজেহাল হতে হচ্ছে। এর জন্য আমরা দলের নির্দেশে প্রতিটি বুথে ক্যাম্প করে তাঁদের সাহায্য করছি। একজন প্রকৃত ভোটারের নামও যাতে বাদ না যায়, তার জন্য তাঁদের সমস্তরকম সহযোগিতা দল করছে।'

বিএসএফ-এর নতুন ডিজি

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : বিএসএফ-এর নতুন ডিজি হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আইপিএস অফিসার প্রবীণ কুমার। তিনি বর্তমানে ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের ডিজি পদে রয়েছেন। তাঁকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিএসএফ-এর বর্তমান ডিজি উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের আইপিএস দলজিৎ সিং চৌধুরী ৩০ নভেম্বর অবসর নেবেন। ১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ব্যাচের আইপিএস অফিসার প্রবীণ কুমার সেই পদে বসবেন। শুক্রবারই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি সঞ্জীব কুমার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের ডিজি হওয়ার আগে তিনি গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল ডিজি পদে ছিলেন।

নয়া অফিস পাবে সিইও দপ্তর

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : নিরাপত্তার কারণে কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর সরানোর নির্দেশ দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এব্যাপারে শুক্রবারই দিল্লি থেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে কলকাতায় সিইও-র বর্তমান অফিস ও নতুন অফিসের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতার নগরপালকেও। সম্প্রতি সিইও দপ্তরে টানা দু'দিন ধরে বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির অবস্থান বিক্ষোভের জেরে সিইও দপ্তর ও কমিশনের আধিকারিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তার জেরেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে সিইও দপ্তর। তবে বর্তমান সিইও দপ্তরের স্থান সংকুলানের অভাব ও পরিকাঠামোহীনতার নতুন অফিসের সন্ধান করছিল কমিশন। সম্প্রতি কলকাতায় এসে বিবাদী বাগে শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার বাড়িতে বিকল্প সিইও-র দপ্তরের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী ও কমিশনের সচিবরা।

কলকাতা ডকে যুদ্ধজাহাজ

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : সামনেই নৌবাহিনী দিবস। ঠিক তার আগে কলকাতার খিদিরপুর ডকে এসেছে ভারতীয় নৌবাহিনীর দুই শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রবাহী যুদ্ধজাহাজ আইএনএস খঞ্জর ও আইএনএস কোরা। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই দুই রণতরী রাজ্যবাসীর পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকবে। এই দুই যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরে ভারতের প্রতিরক্ষা দুর্গের অন্যতম ভিত্তি। খিদিরপুর ডকের ৩ নম্বর গেটের ১১ নম্বর বার্থে রয়েছে জাহাজগুলি। শনিবার সকাল ১১টা থেকে ও রবিবার সকাল ৯টা থেকে আধার সহ কোনও কেন্দ্রীয় সরকারি পরিচয়পত্র নিয়ে গেলে জাহাজগুলি দেখার সুযোগ মিলবে।

এই দুটি জাহাজই মূলত শত্রুজাহাজ ধ্বংসের কাজে ব্যবহারের জন্য তৈরি। আইএনএস কোরা মূলত গাইডেড মিসাইল কর্ভেট। এতে জাহাজ বিধ্বংসী মিসাইল বসানো রয়েছে। এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলি শব্দের প্রায় কাছাকাছি গতিতে ১৫০ কেজি ওজনের ওয়ারহেড বহন করে প্রায় ১৩০ কিমি দূর পর্যন্ত নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। এছাড়া, আকাশ প্রতিরক্ষার জন্য এতে একটি ৭৬ মিমি কামান এবং দ্রুত ধেয়ে আসা ক্ষেপণাস্ত্র বা বিমানের মোকাবিলার জন্য দুটি ৩০ মিমি ক্লোজ-ইন ওয়েপন সিস্টেম রয়েছে, যা মিনিটে ৩,০০০ থেকে ৫,০০০ রাউন্ড গুলি ছুড়তে পারে। আইএনএস খঞ্জরও অ্যান্টি-শিপ মিসাইল বহন করে। এতেও একই ধরনের কামান ও ক্লোজ-ইন ওয়েপন সিস্টেম রয়েছে।

এই দুই জাহাজ দেশের পূর্বাঞ্চলীয় ফ্লিটের অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের কৌশলগত জলপথে নজরদারি চালায়। সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি এরা দেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সুরক্ষিত রাখা, জলদস্যুতা-বিরোধী এবং সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযান চালিয়ে ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, দুই জাহাজই কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এর তৈরি।

আইএনএস কোরা যুদ্ধজাহাজের সামনে এনসিসি ক্যাডেটরা। শুক্রবার কলকাতায়। - দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯০ সংখ্যা, শনিবার, ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

স্লোগানে কোপ

সংসদে আর বন্দে মাতরম ও জয় হিন্দ স্লোগান দেওয়া যাবে না। রাজ্যসভার সদস্যদের জন্য তৈরি হ্যান্ডবুকে জানানো হয়েছে, সভার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে থ্যাংকস, থ্যাংক ইউ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম বা অন্য কোনও স্লোগান দেওয়া যাবে না। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে সদস্যদের আচরণের এই নির্দেশিকা ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে ওই নির্দেশিকার বিরোধিতা করেছেন। প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেসও। যে স্লোগান ভারতবাসীর মনে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগায়, তার ওপর কোপ নামানোটাই একটা রহস্য। সম্প্রতি বন্দে মাতরম বনাম জনগণমন গান নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। দুই বাঙালি মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নিয়ে অহেতুক সেই বিতর্কের পর বন্দে মাতরম ও জয় হিন্দ স্লোগানে কোপ পড়ল।

রাজ্যসভার সচিবালয় এব্যাপারে যে যুক্তি দেখিয়েছে, তা-ও অদ্ভুত। গত ১১ বছরে সংসদের উভয় কক্ষে আলোচনা, তর্কবিতর্কের পরিধি ক্রমশ কমছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার আলোচনার রাস্তায় হাঁটে না। বিরোধীরা বারবার দাবি জানালেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে আলোচনা ছাড়াই কিংবা নাম কা ওয়াস্তে আলোচনার পর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করিয়ে নেয় সরকার।

প্রতি সংসদ অধিবেশনের আগে সরকারের ডাকা সর্বদল বৈঠকে বেশিরভাগ সময় প্রধানমন্ত্রী গরহাজির থাকেন। সংসদে কোনও বিষয়ে চর্চার সময় প্রধানমন্ত্রী স্রেফ একতরফা ভাষণ দিয়ে চলে যান। বিরোধী নেতাও নিজের মতো ভাষণ দিয়ে চলে যান। সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসক ও বিরোধী শিবিরের যে সুস্থ আলোচনার ধারা ও পরম্পরা দীর্ঘদিন চালু ছিল, সেটা যেন উধাও হয়ে গিয়েছে।

রাজ্যসভার সচিবালয় বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ স্লোগান নিষিদ্ধ করেছে। লোকসভায় বিরোধীদের স্লোগান দেওয়ার ওপর নানা সময় বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। অথচ সংসদের প্রায় প্রতিটি অধিবেশনে ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নামে সমস্বরে মোদি, মোদি স্লোগান এদেশের সংসদীয় ইতিহাসে নজিরবিহীন।

টেবিল চাপড়ে সরকার বা বিরোধী মতকে সমর্থন জানানো সংসদ বা বিধানসভার রীতিনীতির মধ্যেই পড়ে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সভায় ঢুকলেই মোদি, মোদি স্লোগানের মতো ঘটনা অতীতে কখনও ঘটেনি। মাঠে-ময়দানে বা জনসভার আচরণ সংসদের উভয় কক্ষে করে দিব্যি পার পেয়ে যান শাসক শিবিরের সাংসদরা। তখন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বা লোকসভার স্পিকার বাধা দেন না।

ওই আচরণে সংসদের মর্যাদায় ধাক্কা দেয় বলে কখনও মনে করেনি রাজ্যসভা বা লোকসভার সচিবালয়। বন্দে মাতরম বা জয় হিন্দ স্লোগানে আপত্তি নিয়েও আছে ধোঁয়াশা। এই দুটি স্লোগানের সঙ্গে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসী আজন্ম পরিচিত। বন্দে মাতরম স্লোগান ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঞ্জীবনী মন্ত্র। জাতীয়তাবোধের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে এই স্লোগানটি।

অপরদিকে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের জয় হিন্দ ভারতের জাতীয় স্লোগান। এই দুটি স্লোগান ভারত ও ভারতবাসীর অস্তিত্বের শিকড়। সংসদে কেউ এই স্লোগান দুটি ব্যবহার করলে সংসদীয় গরিমা কেন বিঘ্নিত হবে, তার ব্যাখ্যা মেলেনি। বিরোধীরা সংসদে কীভাবে আচরণ করবে, কোন প্রশ্ন করবে বা করবে না, কোন স্লোগান দেবে ইত্যাদি রাজ্যসভা ও লোকসভার সচিবালয় ঠিক করে দিলে গণতন্ত্রই প্রশ্নের মুখে দাঁড়ায়।

অধিবেশনকালীন সংসদীয় কাজকর্মের নিয়মনীতি অবশ্যই রয়েছে। যেগুলি সরকার ও বিরোধী- উভয় শিবিরের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু শাসক শিবিরের সাংসদরা মোদি, মোদি স্লোগান দিয়ে পার পেয়ে যাবেন আর বিরোধীরা সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলার মতো কোনও প্রশ্ন করতে গেলে বাধার সম্মুখীন হবেন- এমনটা সংসদীয় গণতন্ত্রে চলতে পারে না।

সংসদ বিরোধীদের জন্যই। সংসদীয় গণতন্ত্রের সেই সহজপাঠ এখন বিস্মৃত। বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ স্লোগানে কোপ সম্ভবত সেই বিস্মৃতির দিকে আরেকটু এগিয়ে যাওয়ার ধাপ।

অমৃতধারা

মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে' ভালোরূপে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি ব'লে কোনও জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি এর কোনটা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাই নে। শেষে যা থাকে, তাই আত্মা- চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দেখা দেন। দুই রকম আমি আছে- একটা পাকা আমি, আর একটা কাঁচা আমি। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে, এগুলো কাঁচা আমি, আর পাকা আমি হচ্ছে, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত-জ্ঞান-স্বরূপ।

-শ্রীরামকৃষ্ণ

গুজরাটি লবিবাজির রাজনৈতিক গেমস

অলিম্পিকে সাফল্য নেই রাজ্যের। রাজধানীতে গুজরাটি লবির জোরেই আহমেদাবাদ পেল কমনওয়েলথ গেমস।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

মুম্বই, বেঙ্গালুরু পেল না। কলকাতা, হায়দরাবাদ, চেন্নাইও নয়। কোন যুক্তিতে আহমেদাবাদে ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস হয়?

এটা মোটেই শুধু আর খেলা সংক্রান্ত প্রশ্ন নয়। এর প্রত্যেক শব্দের পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে রাজনীতি এবং রাজনীতি।

শতবার্ষিকীর কমনওয়েলথ গেমস একটি রাজনৈতিক গেমস।

ভারতীয় ক্রীড়া মহলে এমন প্রশ্ন গুনগুন করছে। প্রবল হয়ে উঠছে বলা যাবে না, কেননা সব ক্রীড়া সংস্থার মাথায় কেন্দ্রীয় সরকারের লোক। এবং সবাই জানে আহমেদাবাদে কমনওয়েলথ গেমস নিয়ে যাওয়ার পেছনে দুই গুজরাটির মাথা কাজ করছে। নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শা। তাঁদের বিরুদ্ধে কে বলবে এখন? সর্বভারতীয় মিডিয়ার ক্রীড়া সাংবাদিকদের মনেও প্রশ্ন এক। কিন্তু করে কী হবে? ছাপবে কে?

ক্রিকেট ছেড়ে দিন। অন্যান্য খেলায়, বিশেষ করে অলিম্পিক খেলায় গুজরাট থেকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন কে কে? প্রশ্নটা করে দেখুন খেলাপাগল মানুষকে! সবাই বহুক্ষণ নাম হাতড়ে বেড়াবেন। গুগল সার্চে নাম খুঁজবেন। ফুটবল ফেডারেশনে গুজরাটের প্রতিনিধি হিসেবে এআইএফএফে নাম লেখানো কল্যাণ চৌবেও থমকে যাবেন। তাঁর পক্ষে নাম বলা কঠিন। কেননা গুজরাট থেকে যে কেউই নেই তেমন।

প্রকাশ পাড়ুকোন, সৈয়দ মোদি, মধুমিতা সিং বিস্তের সময় ছিলেন অমী ঘিয়া। সাতবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন সুরাটের মেয়ে অমী। তবে থাকতেন মুম্বইয়ে। তারপরে আর এক অক্রিকেটার গুজরাটি খেলোয়াড়ের নাম শোনা যায় বছর দশেক আগে। টেবিল টেনিসের হরমিত দেশাই। তিনি অর্জুনও হন। তবে অমীর মতো সাফল্য পাননি। দাবার তেজস বাকরে ও অঙ্কিত রাজপারা দুই গ্র্যান্ডমাস্টার। টিটির সর্বকালের অন্যতম সেরা কমলেশ মেটা গুজরাটি, কিন্তু মুম্বইয়েই তাঁর জন্ম এবং সবকিছু।

নয়ের দশকে শশী নামে এক ফুটবলার দেশের হয়ে খেলেছিলেন। শরীর দিয়ে খেলতেন। স্বাস্থ্যবান। সেই সময় দেশের নামী রেফারি হয়ে উঠেছিলেন গুলাব সিং চৌহান। ভালো লোক। ফিফা রেফারি হিসেবে কিছু মোহন-ইস্ট ম্যাচ খেলান, হয়ে ওঠেন গুজরাট ফুটবল সংস্থার প্রধান কর্তা। তারপর আর কোনও গুজরাটিকে অলিম্পিক খেলার মাঠে দাপট দেখাতে দেখা যায়নি।

রনজি ট্রফিতে আগে রাজরাজড়ার আমলে খেলেছে, তবু এখনও কেন গুজরাট বরোদা, সৌরাষ্ট্র আলাদা রাজ্য হয়ে রনজিতে খেলবে, কোনও কর্তা প্রশ্ন তোলেনি। তার ব্যাখ্যাও নেই। ব্যাখ্যা নেই বলাটা ভুল। একটাই ব্যাখ্যা। মোদি এবং শা ওখানে আছেন। তাঁরা তাঁদের বশংবদ কর্মকর্তাকে পাইয়ে দেবেন তিনটি দল খেললে। যত রাজ্য, তত পদ, তত অনুগতদের হাতে রাখা। আমাদের বঙ্গে যেমন বাম আমলে টেবিল টেনিসে অকারণ উত্তরবঙ্গে একটি আলাদা রাজ্য দল হয়েছিল। সেই সংস্থা হাবুডুবু খেয়ে, অকর্মণ্যতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, স্বার্থান্বেষীদের ঘাঁটি হয়ে ওঠে, প্লেয়ার তুলতে না পেরে অবশেষে মিশে গিয়েছে।

যে রাজ্যে খেলার কোনও পরিবেশ এবং অতীত নেই, সেখানে কেন কমনওয়েলথ গেমসের মতো গুরুত্বপূর্ণ গেমস করা হবে? যা গুরুত্বের বিচারে অলিম্পিক গেমসের পরেই। আহমেদাবাদে টার্গেট নাকি ২০৩৬ সালের অলিম্পিক গেমস। কমনওয়েলথ গেমস করেই গুজরাটের রাজধানী দেখাবে, যে তারা অলিম্পিক করতে পারে।

এখানেই গেমসের সঙ্গে পরতে পরতে রাজনীতি মিশিয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

২০১০ সালে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করে ব্যাপক দুর্নীতির মুখে পড়েছিল। প্রাথমিক বাজেট ছিল ১২০০ কোটি, যা পরে ক্যাগ রিপোর্ট অনুযায়ী দাঁড়ায় ১৮ হাজার ৫৩২ কোটি। দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন অলিম্পিক সংস্থার বড় কর্তা সুরেশ কালমাডি। তাঁর রাজনৈতিক জীবনই কার্যত শেষ হয়ে যায় তারপর।

এটা হল মুদ্রার এক দিক। আরেকটা দিক হল, কমনওয়েলথ গেমসের পরে দিল্লির পরিকাঠামো ব্যাপক বদলে যায়। যাতায়াতের সুবিধে বেড়ে যায়। পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতিতে শহরের গতি যায় বেড়ে। কমনওয়েলথ গেমস দিল্লির উন্নতিতে নয়া মোড়। ঠিক যেমন বার্সেলোনা, সিওল বা বেজিংকে পৃথিবীর মানচিত্রে আরও প্রতিষ্ঠা দেয় অলিম্পিক গেমস আয়োজনের সাফল্য। আথেন্সের মতো অনেক শহর অবশ্য দারিদ্র্যে ডুবেছে গেমস করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে দরিদ্র আহমেদাবাদকে সেই স্বপ্ন দেখাচ্ছেন মোদি এবং শা।

নয়াদিল্লির এক সাংবাদিক হেসে বললেন, 'গুজরাটকে বাড়তি সুবিধে দেওয়ার কথা বলছেন, এটা তেমন ব্যাপার নয়। এর চেয়ে অনেক বড় জায়গায় বেশি সুবিধে পেয়ে যাচ্ছে গুজরাট। তা নিয়ে দেশজুড়ে কোনও প্রতিবাদ হয়নি। প্রশ্নও তোলেননি কেউ।'

বছরদুয়েক আগে শ্রী দিল্লি গুজরাটি সমাজের ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শা বলেছিলেন, চারজন গুজরাটি আধুনিক ভারত গড়তে ভূমিকা নিয়েছেন। গান্ধি, প্যাটেল, মোরারজি দেশাই ও মোদি। ঘটনা হল, মোরারজি প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ই ১৯৮২ সালে এশিয়াড আয়োজনের প্রস্তাব পায় ভারত। ভারতের সামাজিক পরিস্থিতি ও দারিদ্র্যের জন্য গেমসে তেমন আগ্রহী ছিলেন না মোরারজি। তাঁর সরকারের পতন না হলে হয়তো নয়াদিল্লিতে গেমস হত না। মোরারজি আবার গেমসের দায়িত্ব পেয়েই আগে আহমেদাবাদের কথা ভাবতে বসেননি।

২০১৪ সালে মোদি প্রথম ক্ষমতায় আসার পর গুজরাট থেকে ১৮ জন আইএএস, আইপিএস এবং আইএফএস অফিসারকে দিল্লিতে আনা হয় তিন বছরের মধ্যে। যে নয়জন গুজরাটি ছিলেন, তাঁদের আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পোস্টিং দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারে।

২০১৯ সালে মোদি ক্ষমতায় আসার পর আরও অন্তত হাফ ডজন গুজরাটি আইএএস অফিসারকে আহমেদাবাদ থেকে নিয়ে আসেন নয়াদিল্লিতে। একটা সময় গুজরাট লবির অস্তিত্ব ছিল না রাজধানীতে। তারাই এখন দেশ চালাচ্ছে। কমনওয়েলথ গেমস প্রায় নিঃশব্দে, কোনও বিতর্ক বা প্রতিযোগিতা ছাড়াই আমেদাবাদে নিয়ে চলে যাওয়ার পিছনে এতগুলো গুজরাট ক্যাডারের কর্তার ভূমিকা রয়েছে।

মোদির বিরুদ্ধে আরও একটা বড় অভিযোগ, তাঁর জমানায় পিএমও মানে প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস গুজরাটি ক্যাডারে বোঝাই হয়ে গিয়েছে। পিএমও চালাচ্ছেন গুজরাটিরা। অতীতে কোনও প্রধানমন্ত্রীর সময় এভাবে কোনও বিশেষ রাজ্যের আমলারা পিএমও-তে ছড়ি ঘোরাননি।

মোদির প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পিকে মিশ্র ক্যাবিনেট মিনিস্টারের স্বীকৃতি পান। এটা নজিরবিহীন। অবসর নিলেও ১৯৭২ সালের এই গুজরাটি ক্যাডারকে রেখে দেওয়া হয়েছে। মোদি মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় তিনি ছিলেন একই ভূমিকায়।

মোদির প্রাইভেট সেক্রেটারি হার্দিক সতীশচন্দ্র শা ২০১০ সালের গুজরাট ক্যাডারের অফিসার। অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি সঞ্জয় আর ভাবসারও কাজ করতেন মুখ্যমন্ত্রী মোদির সময়। তিনি মোদির সফর এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিকটা দেখে থাকেন।

দুই অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি হীরেন যোশি ও প্রতীক দোশির মধ্যে প্রথমজন আইটি ও কমিউনিকেশন নিয়ে কাজ করেন মুখ্যমন্ত্রী মোদির আমল থেকে। গুজরাটে মোদির নির্বাচনি প্রচার সামলানোর দায়িত্বে থাকা, বিজেপি সদস্য রাজকোটের হীরেন যোশিই আজ সামলান প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া। দ্বিতীয়জনের কাজ রিসার্চ ও স্ট্র্যাটেজি নিয়ে। এই প্রতীক অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের জামাই, বিয়ে করেছেন নির্মলার মেয়ে পরকলা ভঙ্গময়ীকে। পিএমও-তে জয়েন্ট সেক্রেটারি যাদব মনহরসিং লক্ষ্মণভাই- তিনিও গুজরাট ক্যাডারের আইএফএস।

আগে মোদির প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ছিলেন নৃপেন্দ্র মিশ্র। অবসরের পর তাঁকে করে দেওয়া হয় অযোধ্যার রাম জন্মভূমি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। মোদি এবং মনমোহন সিংয়ের মনোভাবের একটা ফারাক বোঝা যায়, আমলা নির্বাচনের ক্ষেত্রে। মোদি যখন ক্ষমতায় এলেন, তখন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন রাজীব টোপনো। তিনি মনমোহনের সময়ও পিএমও-তে কাজ করেছিলেন দীর্ঘদিন। তার আগে ছিলেন গুজরাটে, স্টেট ডিজাস্টার অথরিটির চিফ এগজিকিউটিভ হিসেবে। তবু মোদি তাঁকে এনেছিলেন।

মোদি তাঁকে প্রাইভেট সেক্রেটারি করেন এবং ২০২০ সালে বিশ্ব ব্যাংকে পাঠিয়ে দেন বড় পদে। মজা হল, তারপর থেকেই বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে ভারতের আর্থিক গ্রোথ রেট দেখানো হচ্ছে ৭.৫ শতাংশ। নিন্দুকরা এর পিছনে টোপনোর হাত দেখছেন।

গুজরাট ক্যাডারের আরেক অফিসার জিসি মুর্মুকে প্রথমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে আনেন মোদি। তারপর পাঠানো হয় জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল হিসেবে। পরে করা হয় কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। গুজরাট ক্যাডারের অফিসার ওয়াইসি মোদিকে সিবিআইতে বড় পদে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে তাঁর প্রধান কাজ ছিল বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলার কাজ একেবারে মন্থর করে দেওয়া।

অতীতে প্রধানমন্ত্রীরা উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের আমলাদের ওপর নির্ভর করতেন বেশি। ইন্দিরা গান্ধির সময় বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছিলেন কাশ্মীরি অফিসাররা। তবে মোদির মতো এমন গণহারে নিজের রাজ্যের অফিসারদের নয়াদিল্লিতে আনেননি কেউ। আহমেদাবাদকে কমনওয়েলথ গেমস দেওয়ার থেকেও এটা ভয়ংকর। এখন ৭ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গুজরাটের। ক্রীড়ামন্ত্রীও গুজরাটি- পোরবন্দরের মনসুখ লক্ষ্মণভাই মাণ্ডব্য। কমনওয়েলথ গেমস কীভাবে এত মসৃণ পথে গুজরাট পায়, তার অঙ্ক নিশ্চয়ই এতক্ষণে পরিষ্কার।

আগে একবার লিখেছি, তবু আর একবার লিখি। শতবার্ষিকীর কমনওয়েলথ গেমস আসলে একটি রাজনৈতিক গেমস।

আজ

১৯৫১

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া।

১৯৩৬

অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বস্তি খালি হয়েছে। কিন্তু বর্ডারে যাঁরা বসে, তাঁদের থেকে এরাজ্যে বাংলাদেশির সংখ্যা অনেক বেশি। যে বাংলাদেশিরা ফিরতে চাইছেন বলে দেখানো হচ্ছে, তাঁরা একটা অংশ মাত্র। অনুপ্রবেশকারীরা এখনও রয়েছেন। তাঁদের নাম তোলার চেষ্টা হচ্ছে। জ্ঞানেশ কুমারের শুধু জ্ঞানগর্ভ বাণী দিলে হবে না।

- শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

পুনের পানের দোকানে তাণ্ডব। কয়েকজন তরুণ দোকানে এসে সিগারেট চায়। টাকা না দেওয়ায় সিগারেট দিতে চাননি দোকানদার। ধারালো অস্ত্র বের করে দোকানের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে, সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায় তারা।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের বালিয়ায় এক বিজেপি নেতার ভাইয়ের বৌভাত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন দলীয় নেতারা। তাঁরা নতুন বরকনেকে আশীর্বাদ করেন। নবদম্পতির সঙ্গে ছবি তুলছিলেন। হঠাৎ হুড়মুড় করে মঞ্চ ভেঙে পড়ে যান সবাই। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন

জনমত

শিক্ষার লক্ষ্য শুধু নম্বর নয়, প্রকৃত মানুষ গড়া

২৬ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরাখবর পাতার পৃথিবীর পাঠশালা বিভাগে প্রকাশিত 'ভালো নম্বরেও বাতিল পড়ুয়া' প্রতিবেদনটির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করছি। সংবাদটি পড়েই মনে হয়েছে, এটি শুধু দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভর্তি-নীতি নয়, বরং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে এক গভীর বার্তা।

৪৭ জন উচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীকে শুধুমাত্র খারাপ আচরণ, সহপাঠীদের প্রতি হেনস্তা এবং অসামাজিক প্রবণতার জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী এবং মানবিক মূল্যবোধনির্ভর। শিক্ষার লক্ষ্য শুধু নম্বর সংগ্রহ নয়, বরং প্রকৃত মানুষ গড়া। একজন শিক্ষার্থী ভালো নম্বর অর্জনে সফল হলেও তার মধ্যে যদি শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সৎ নাগরিক হওয়ার গুণ অনুপস্থিত থাকে, তবে সে ভবিষ্যতে সমাজের কল্যাণে নয়, সমাজের ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই শিক্ষার আসল সাফল্য টেবিলে রাখা মার্কশিট নয়, বরং চরিত্র, মানবিকতা এবং নৈতিকতার বিকাশে।

ভারতের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই পদক্ষেপ একটি বড় বার্তা। বিশেষত জেন জেড প্রজন্ম যারা প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত বেড়ে উঠছে, তাদের নৈতিক, সামাজিক এবং মানসিক পরিপক্কতা রক্ষা করা আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও চরিত্র, সহানুভূতি, আচরণবিধি এবং মূল্যবোধকে নম্বরের সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রকৃত শিক্ষা শুধু কর্মসংস্থানের মাধ্যম হিসেবে নয়, এটি এক সুশৃঙ্খল, মানবিক এবং দায়িত্ববান সমাজ গড়ার শক্তি। তাই দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এমন সিদ্ধান্ত শিক্ষার ভবিষ্যৎকে নতুন আলোয় ভাবতে বাধ্য করছে।

মলয় চক্রবর্তী, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

জলে জুজু, ভবিষ্যতের জন্য চ্যালেঞ্জ

ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস বা রাসায়নিকে জল দূষিত হলে সাধারণ অসুখও জটিল হয়ে প্রাণঘাতী রূপ নিতে পারে।

সৌনক চক্রবর্তী

এই দেখুন এক শিশি জল দেখতে মনে হয় বেশ পরিষ্কার, কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে যদি দেখেন, দেখবেন পোকা সব কিলবিল করছে। কেঁচোর মতো, কৃমির মতো সব পোকা এমনি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায় ঠিক এত বড় বড়। ছোটবেলায় পড়া সুকুমার রায়ের অবাক জলপান গল্পের সংলাপ। এটি কিন্তু আজকের দিনে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ পানীয় জলের নিরাপত্তাহীনতা শুধু জলবাহিত রোগই নয়, বাড়িয়ে তুলছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বা এএমআর-এর মতো বৈশ্বিক স্বাস্থ্যঝুঁকি। মানবদেহের মেটাবলিজম, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং কোষের কার্যকারিতা বজায় রাখতে যে জল অপরিহার্য, সেই জলই যদি ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস বা কেমিক্যাল দ্বারা দূষিত হয়ে যায়, তবে সাধারণ অসুখও জটিল হয়ে উঠতে পারে। দূষিত জলে প্রায়ই E.coli, Klebsiella বা Pseudomonas-এর মতো খুব চেনা ব্যাকটিরিয়া থাকে, যেগুলির বেশিরভাগই ইতিমধ্যেই মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয়ে উঠেছে। পোড়খাওয়া এই জীবাণু জলের সঙ্গে সরাসরি শরীরে প্রবেশ করলে প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকেও রোগ সারে না।

এর পাশাপাশি হাসপাতালের বর্জ্য, কৃষিক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক মিক্সড ফিড এবং অযথা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে জলে অ্যান্টিবায়োটিক রেসিডিউজ থেকে যায়, যা মাইক্রোবকে ক্রমাগত লোডোজ এক্সপোজার দিয়ে রেজিস্ট্যান্স তৈরির সুযোগ করে দেয়।

পানীয় জলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হল হরাইজন্টাল জিন ট্রান্সফার, যেখানে একটি ব্যাকটিরিয়া তার রেজিস্ট্যান্স জিন অন্য ব্যাকটিরিয়াকে দিয়ে দেয় এবং এই প্রক্রিয়া দূষিত জলে আরও দ্রুত ঘটে। ফলে এএমআর ছড়ানোর পথ আরও বিস্তৃত হয়।

এই অবস্থায় পানীয় জলের সঠিক শোধন যেমন ভালো করে জল ফোটানো, ক্লোরিনেশন বা স্ট্যান্ডার্ড ফিল্ট্রেশন অত্যন্ত জরুরি, কারণ পরিস্রুত জলই প্রথম প্রতিরক্ষা।

একইভাবে অ্যান্টিবায়োটিক কখনোই নিজেদের ওষুধের মাধ্যমে ব্যবহার করা উচিত নয় এবং চিকিৎসকের নির্দেশিত কোর্সটি সম্পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা যেমন ২০ সেকেন্ড হাত ধোয়া, পরিষ্কার বোতলে জল রাখা এবং নিরাপদ স্যানিটেশন বজায় রাখা জলবাহিত সংক্রমণ কমানোর সবচেয়ে সহজ উপায়। সামাজিক স্তরে হাসপাতালের বর্জ্য সঠিকভাবে পরিশোধন, কৃষিতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ এবং পুরসভা বা গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ ব্যবস্থার নিয়মিত পরীক্ষা, আমাদের সুষ্ঠু ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এই মুহূর্ত থেকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নইলে ভবিষ্যতে বড়সড় বিপদ অপেক্ষা করছে। সামান্য চেষ্টাতেই যখন এই সমস্যা মেটানো যায় তখন সেই চেষ্টা না করার কোনও মানে হয় না।

আজকের দিনে 'অবাক জলপান'-এর ছন্দ শুধু মজা নয়, পানীয় জল যে কখনোই অবহেলার বিষয় নয় তা আমাদের সতর্ক করে। পরিস্রুত জল মানে শুধু রোগ প্রতিরোধই নয়, বরং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স-এর মতো নীরব মহামারির বিরুদ্ধে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা ও ভবিষ্যতে মহাসংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার কবচ।

(লেখক পিএইচই'র কোচবিহার প্রাণধারা ওয়াটার প্ল্যান্টের ব্যাকটিরিওলজিস্ট)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩০৫

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। দাঁতের শোভা, ব্যাঙ্গার্থে হাসি ৩। গোরুর বাছুর, পশুশাবক ৫। সাদা তুষারে আবৃত বলে কৈলাস পর্বতের যে নাম ৭। ভারতীয় পল্লীসংগীতবিশেষ বা তার সুর ৯। ধমক দেওয়া, ভর্ৎসনাকরা ১১।ভাটা ১৪।তানপুরা-এরআরেকনাম ১৫। প্রাচীন লঙ্কাদ্বীপ, শ্রীলঙ্কার পূর্বতন নাম।

উপর-নীচ : ১। ঘোড়ার মুখে যে দড়ি লাগানো হয় ২। তীব্র বিদ্যুৎ, তীব্র চিৎকার ৩। কাজের ফরমাশ, ভাগ্য ৪। মর্তমান কলার দেশি নাম ৬। শিয়াল ৮। বাতাবি লেবুর আঞ্চলিক নাম ১০। নিমফল, নিমগাছ ১১। সাহায্য, উৎসাহ ১২। খাতির ১৩। ডাল, ময়দা প্রভৃতির মণ্ডবিশেষ, দুধ বা দই থেকে তৈরি ঘোল।

সমাধান ■ ৪৩০৪

পাশাপাশি : ১। মিরাশ ৩। বাঘ ৫। শঙ্কু ৬। আকর ৮। মন্দার ১০। জমক ১২। মাকড় ১৪। কার ১৫। জরু ১৬। তবিল।

উপর-নীচ : ১। মিজোরাম ২। শশধর ৪। ঘনক ৭। রম্ভা ৯। রামা ১০। জহরত ১১। করপাল ১৩। কনৌজ।

বিন্দুবিসর্গ

KOSMODEN
Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

বাড়তি সময় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ

রাতে কুয়াশায় দুর্ঘটনা রুখতে উদ্যোগী পুলিশ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : শীতের রাতে কুয়াশায় ঢাকা পড়ে শহর, কমে যায় দৃশ্যমানতা। যার ফলে এসময়ে বেড়ে যায় পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা। এমন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে রাতে বাড়তি সময় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া হলেও এমন পরিষেবার ক্ষেত্রে কয়েকটি দল গঠন করার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শুক্রবার বাণেশ্বর মোড়ে আশিঘর সাব-ট্রাফিক গার্ড অফিসের উদ্বোধনে নতুন ভাবনার কথা বলেছেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। তিনি বলেন, 'শীতের সময় রাতে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ে। এমন ঘটনা কমাতে বাড়তি সময় ট্রাফিক পরিষেবা দেওয়ার বিষয়ে এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া না হলেও আলোচনা চলছে।' শিলিগুড়িতে সাধারণত দিনে সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পুলিশি ট্রাফিক ব্যবস্থা কার্যকর থাকে।

ইস্টার্ন বাইপাসে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে। ট্রাফিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অতিরিক্ত দ্রুতগতিতে চলার জন্য যানবাহনগুলি দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে বলে পুলিশের বক্তব্য। আশিঘর মোড়ে ট্রাফিক গার্ড

আশিঘর সাব-ট্রাফিক গার্ড অফিসের উদ্বোধনে পুলিশকর্তারা।

থাকলেও, ট্রাফিক পুলিশের সামনেই দ্রুতগতিতে ছুটে দেখা যায় দুই চাকা, চার চাকার গাড়ি। যে কারণে ট্রাফিক গার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাণেশ্বর মোড়ে আশিঘর সাব-ট্রাফিক গার্ড অফিস তৈরি পুলিশের। অফিসটি উদ্বোধনের পর পুলিশ কমিশনার সুধাকর বলেন, 'আমরা শেষ দুই বছরের একটা ডেটা তৈরি করেছি। তাতে দেখা গিয়েছে বাইপাসে গাড়িগুলির দ্রুতগতির কারণে প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটেছে। আশা করছি নতুন ট্রাফিক গার্ডের ফলে দুর্ঘটনার রাশ টানা যাবে।' এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিসিপি ট্রাফিক কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ।

নতুন ট্রাফিক গার্ড উদ্বোধন হওয়ায় দুর্ঘটনা কমবে বলে মনে করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি আশপাশের মানুষ। স্থানীয় ব্যবসায়ী সুধীরকুমার রায় বলেন, 'আশিঘরেও ট্রাফিক গার্ড

> আমরা শেষ দুই বছরের একটা ডেটা তৈরি করেছি। তাতে দেখা গিয়েছে বাইপাসে গাড়িগুলির দ্রুতগতির কারণে প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটেছে। আশা করছি নতুন ট্রাফিক গার্ডের ফলে দুর্ঘটনার রাশ টানা যাবে।
>
> **সি সুধাকর** *পুলিশ কমিশনার*

রয়েছে। তবে সেখান থেকে তেমন নজরদারি হয় না। নতুন অফিস উদ্বোধন হওয়ায় পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে মানুষ উপকৃত হবে।' বাণেশ্বর মোড়ের বাসিন্দা অমল সাহা বললেন, 'যেভাবে এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলে, তাতে আমরাও রাস্তায় চলার সময় ভয়ে থাকি। ট্রাফিক গার্ডের অফিস হওয়ায় আশা করি এবার দুর্ঘটনা কমবে।'

শিলিগুড়ি কলেজের নবীনবরণ উৎসবে সংগীত পরিবেশন করছেন শিল্পী ইমন চক্রবর্তী। শুক্রবার।

আজ শহরে

■ শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্য সংস্থার আয়োজনে পূর্ণদৈর্ঘ্যের নাটক 'অনপেক্ষিত'। দীনবন্ধু মঞ্চে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেওয়ার চক্র ফাঁস, ধৃত ৩

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : ফের শহরে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেওয়ার চক্র ফাঁস হল। পেশায় টোটোচালক হায়দরপাড়ার মিঠুন দাস বলেন, 'গত ২৫ তারিখ দুপুরের দিকে কৃষ্ণ বর্মন আমার বাড়িতে এসে জানায়, আয়ের রাস্তা রয়েছে তার কাছে। প্রশ্ন করতেই সে আমাকে নতুন সিম কার্ড ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে বলে দশরথপল্লির একটি দোকানে নিয়ে যায়। সেখানে ছিল বিবেক ও শমীক। সেখানেই একটি মেশিনে আমার হাতের ছাপ দিয়ে সিম নেওয়া হয়। এরপর সেবক রোডে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে আমার নামে অ্যাকাউন্ট তৈরি করানো হয়।' পরে সেই মোবাইল চুরি যায়। মোবাইল চুরি সহ যাবতীয় অভিযোগ লিখিত আকারে দায়ের করতেই তদন্তে নামে পুলিশ।

অভিযুক্তদের পাকড়াও করতে ফন্দি আঁটে পুলিশ। সেই ফন্দিমতো মিঠুন বৃহস্পতিবার রাতে কৃষ্ণকে ফোন করে জানান, সিম ও অ্যাকাউন্টের পাসবুক দিতে তিনি রাজি। এরপর তিনজন আসতেই পাকড়াও করে পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়েছিল। কৃষ্ণকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। বিবেক ও শমীককে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা ঢুকেছিল কি না, সেটাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

শহরে টোটো বিক্রির অনুমতি ঘিরেই প্রশ্ন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : শহরে টোটোর ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি নিয়ে একাধিক কথা শোনা যায়। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াতেও বিষয়টি বেশ চর্চিত। নেটনাগরিকরা তো শিলিগুড়িতে 'টোটোর শহর' আখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার একধাপ ওপরে উঠে শিলিগুড়িকে 'টোটোগুড়ি' বলে থাকেন। তবে সেই সব মজার নাম যেন শহরের জন্য বাস্তব হতে চলেছে। কিন্তু কেন?

সরকারি হিসেব অনুযায়ী, শহরে এই মুহূর্তে প্রায় কুড়ি হাজার রেজিস্টার্ড এবং আনরেজিস্টার্ড টোটো রয়েছে। এরই মধ্যে টোটো ডিলারদের আরও পাঁচ বছর টোটো বিক্রির অনুমতি দিয়েছে রাজ্য সরকার। অর্থাৎ আরও পাঁচ বছর সরকার অনুমোদিত সংস্থাগুলি টোটো বিক্রি করতে পারবে। আর এতেই মাথায় হাত পড়েছে পরিবহণ দপ্তর এবং ট্রাফিক পুলিশের। এ নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ কোনও মন্তব্য না করলেও, আরও টোটো শহরের রাস্তায় নামলে পরবর্তী পরিস্থিতি কী হবে তা নিয়ে শঙ্কিত সকলে। অবিলম্বে শহরে বিকল্প রাস্তা তৈরি না হলে টোটোর চাপে ট্রাফিক ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়বে বলে মনে করছেন ট্রাফিক আধিকারিকরা।

সরকারি হিসেব মতো এখনও পর্যন্ত শহরে ৫৩৩৯টি রেজিস্টার্ড টোটো চলাচল করছে। বাকিদের রেজিস্ট্রেশনের কাজ চলছে। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সময় থাকলেও পরবর্তীতে তা বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর করা হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন এই সময়কালে আরও অন্তত দশ হাজার টোটোর রেজিস্ট্রেশন হবে। অর্থাৎ রেজিস্টার্ড টোটোর সংখ্যা ১৫ হাজার পেরিয়ে যাবে। এমনকি সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে। এরইমধ্যে রাজ্য সরকার লাইসেন্সপ্রাপ্ত টোটো ডিলারদের

> **শিলিগুড়িতে টোটো ডিলারদের আরও পাঁচ বছর টোটো বিক্রির অনুমতি দিয়েছে রাজ্য সরকার**

আরও পাঁচ বছর টোটো বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছে। এই পাঁচ বছরে আরও অন্তত দশ হাজার টোটো বিক্রি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাছাড়া সব টোটোই রেজিস্টার্ড টোটো। এই পরিস্থিতিতে শহরে বিকল্প রাস্তা তৈরি না হলে আগামীদিনে শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়বে বলে মনে করছেন ট্রাফিকের পদস্থ কর্তারা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পরিবহণ দপ্তরের এক কর্তার বক্তব্য, 'আমাদের টার্গেট দিয়ে দিয়েছে, আমরা রেজিস্ট্রেশন করে দিচ্ছি। এরপর আরও পাঁচ বছর টোটো বিক্রি হবে। আগের টোটোগুলিও থেকে যাবে। ফলে শহরে রেজিস্টার্ড টোটোর সংখ্যা কমপক্ষে পঁচিশ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে যাবে। এছাড়াও আনরেজিস্টার্ড টোটো তো কিছু থাকবেই। অর্থাৎ শহরে টোটোর সংখ্যা ৩০ থেকে ৩৫ হাজারে গিয়ে ঠেকতে পারে। সেই সময় শহরের ট্রাফিক পরিস্থিতি কী হবে ভেবেই ভয় হচ্ছে।'

এদিকে যে সমস্ত টোটো শোরুমে রেজিস্ট্রেশনের জন্যে বাড়তি টাকা নেওয়া হচ্ছিল সেগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োজনে এফআইআর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গ্রাহককে হেনস্তা করলে কিংবা অভিযোগ তুলে নিতে ভয় দেখালেও এফআইআর করা হবে বলে শিলিগুড়ির অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

এ নিয়ে শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে ডিসিপি ট্রাফিক, এআরটিও-র সঙ্গে বৈঠক করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য, 'টোটোর রুট নির্ধারণ করবে ট্রাফিক। যাঁরা বাড়তি টাকা রেজিস্ট্রেশনের নামে নিচ্ছে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কাউকে রেয়াত করা হবে না।'

Institute of Neurosciences Kolkata
OPD CLINIC, Siliguri Branch
North Bengal Movement Disoder and Botox Clinic
Prof Dr. Hrishikesh Kumar
MD DM (Neurology), DCN (UCL, London), D Litt, Post doctoral Fellowship in Movement Disorders (UWO, Canada), Fellow of MDSI.
7TH DECEMBER 2025
8420276222
8207220666
3A VYOM SACHITRA BUILDING PRANAMI MANDIR ROAD, OPPOSITE BANK OF INDIA, SILIGURI

বালি পাচার নিয়ে কমিশনারের মন্তব্যে বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : শুক্রবার বাণেশ্বর মোড়ে ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের আউটপোস্ট উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আসেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। এই অনুষ্ঠানে পুলিশ কমিশনারকে শহরের বিভিন্ন ঘাটে চলা বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তিনি বলেন, 'বালি চুরির বিষয়টি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের (বিএলএলআরও) এক্তিয়ারভুক্ত।' এরপর দিনদুপুরে বালি পাচারের ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে কমিশনার পালটা প্রশ্ন করেন, 'এটা কে দেখবে? লাইসেন্সের ব্যাপারটা কে দেখে? লাইসেন্সের বিষয়টি পুলিশের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না।'

এই বক্তব্যের পর কমিশনার নিজের দায় এড়িয়ে গিয়েছেন বলে গুঞ্জন উঠলেও, কমিশনারের বক্তব্যকে সমর্থন করেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'বালি পাচার রোধে পুলিশের অবশ্যই একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। সেক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনারের এভাবে দায় এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টা সত্যিই হতাশাজনক। আমরা সাংগঠনিকভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি করব।' সিপিএম নেতা শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, 'যাবতীয় পাচারের বিরুদ্ধে শাসকদলের মদত রয়েছে। সেকারণেই পুলিশ কমিশনারের এধরনের দায়সারা মন্তব্য।' শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় সারাদিন ধরেই বালি পাচার চলে বলে অভিযোগ। বালাসনের চর থেকে অবৈধ বালি পাচার মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসায় তিনি প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

গাঁজা সহ ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালিয়ে ২৯ কেজি গাঁজা সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত দুই ব্যক্তি হরেন্দর যাদব ও অভিষেক রাজভর বিহারের বক্সারের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাতে ফুলবাড়ির মার্ডার মোড় এলাকায় নাকা তল্লাশি চালানোর সময় একটি গাড়ি দেখে সন্দেহ হয় এনজেপি থানার পুলিশের। গাড়িটিকে আটকায় তারা। এরপর তল্লাশি চালানোর সময় গোপন চেম্বার থেকে ২৯ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। ধৃতরা জেরায় জানিয়েছে, ওই পরিমাণ গাঁজা কোচবিহার থেকে বিহারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। ধৃতদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

এখন প্রতিকার চেয়ে অপেক্ষা করার দিন ফুরিয়েছে। এখন চাই চটজলদি সমাধান। তাই অফিসের কমপ্লেইন বক্সে এখন অভিযোগ জমা পড়ে না। অভিযোগ সরাসরি পৌঁছে যায় অনলাইনে অফিসের পোর্টালে, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

অফিসে উধাও নালিশ বক্স

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : মানুষের অভিযোগ জানানোর এখন ধরন বদলেছে। তাই সাবেকি নালিশ বাক্সর আর দেখা মেলে না। ধীরে ধীরে অফিস, স্কুল, পোস্ট অফিস, সরকারি কার্যালয় সব জায়গা থেকেই পাততাড়ি গুটিয়েছে 'কমপ্লেইন বক্স'। কোথাও কোথাও আবার বাক্সটি দেখা গেলেও সেখানে অভিযোগপত্র জমা পড়েনি বছর বছর ধরে।

এটা শুধু কি যুগের দোষ? অনেকেই বলছেন মানুষের হাতে সময় কোথায়। একখানা কাগজে অভিযোগ লিখে জমা দাও। তারপর তা এই অফিস থেকে সেই অফিস। নানা জায়গায় হাতবদল হয়ে জবাব কবে আসবে কে জানে। এত অপেক্ষার সময় কোথায়? জায়গা মতো অভিযোগ পৌঁছোবে কিনা তাও বোঝা দায়। তাই ইন্টারনেটে ওই অফিসের সাইটে গিয়ে অভিযোগ জানিয়ে দাও। এতে নাকি 'রিপ্লাই' পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি।

শিলিগুড়ি পুরনিগম, পোস্ট অফিস, ইলেক্ট্রিক অফিস, বিভিন্ন স্কুল, লাইব্রেরি প্রায় সব জায়গা থেকেই উঠে গিয়েছে কমপ্লেইন বক্স। মহকুমা পরিষদ, কিছু ব্যাংকে এখন একটি বাক্স থাকলেও কত বছর ধরে যে সেখানে অভিযোগ জমা পড়েনি তা মনে করে বলতে পারছেন না আধিকারিকরাও।

শিলিগুড়ি হেড পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার বাবলুকুমার রাম বলছিলেন, 'অনলাইন পোর্টালে এখন সমস্ত কমপ্লেইন জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে তাই কমপ্লেইন বক্সের আর প্রয়োজন হয় না। সফটওয়্যার দিয়ে যখন থেকে কাজ শুরু হয়েছে তখন থেকেই এই বক্সের প্রয়োজনীয়তা কমে গিয়েছে।' তিনি বলেন, 'হাতে লিখে বক্সে কমপ্লেইন জমা দিলে তার সমাধান হতে অনেকদিন সময় লেগে যেত। তবে অনলাইন পোর্টাল হওয়ায় একবারেই সবাই অভিযোগটা দেখতে পাচ্ছে। তাই সমাধানও দ্রুত হচ্ছে। হাতবদল হতে হতে টেবিলে গিয়ে আর অভিযোগপত্র পড়ে থাকছে না।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছিলেন, 'এখন প্রযুক্তি এত উন্নত। তাহলে সময় নষ্ট করে কী লাভ। অনলাইনেই অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা রয়েছে। তাই বহু বছর আগেই পুরনিগম থেকে কমপ্লেইন বক্স উঠে গিয়েছে।'

একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা অনুলেখা রায়ের কথায়, 'স্কুলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে। যে কোনও অভিযোগ, অসুবিধা সেই গ্রুপেই অভিভাবকরা জানাচ্ছেন। আর তৎক্ষণাৎ তার সমাধানেরও চেষ্টা করা হচ্ছে। খুব বেশি অসুবিধা হলে অভিভাবকরা এসে কথা বললেই সমস্তটা

গুরুত্ব দিয়ে শোনা হয়। সত্যি বলতে কমপ্লেইন বক্সে কেউ আর কমপ্লেইন জমা দেয় না।'

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'লেটার বক্স রয়েছে। সেটায় চিঠি আসে। তবে কমপ্লেইন সেভাবে আসে না। প্রয়োজনে অভিযোগ চিঠি আকারে লিখে অফিসে দিয়ে যায়। আর অনলাইনে অভিযোগ জানানোর সুবিধা তো রয়েছেই।

একটি সরকারি ব্যাংকের কোর্ট মোড় শাখার চিফ ম্যানেজার অভিরূপ পাল বলেন, 'হেল্পলাইন নম্বর রয়েছে। এছাড়াও অনলাইনে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি রয়েছে। তাই ব্যাংকে কমপ্লেইন বক্স থাকলেও তাতে কমপ্লেইন জমা পড়েনি বহুবছর হল। আগে ব্রাঞ্চে অভিযোগের পর অভিযোগ জমা পড়ে থাকত। কারণ সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে সমাধান করাটা চটজলদির কাজ ছিল না। অনলাইনে অভিযোগ জানানোর পর স্বচ্ছতাটাও এসেছে।' তিনি বলেন, 'আগে হয়তো অনেক অভিযোগ ঠিক জায়গায় পৌঁছোতোই না। এখন অনলাইনে অভিযোগ জানালেই কেস আইডি পেয়ে যাবেন উপভোক্তারা। যতক্ষণ না তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন ততক্ষণ কেস আইডি বন্ধ হবে না।'

প্রযুক্তির অগ্রগতিতে যেমন কিছু সুবিধে হয়েছে তেমন আবার একেবারেই অভ্যাসের বাইরে থাকায় মানুষ অভিযোগপত্র লেখার ধরনটাও ভুলেছে। রবীন্দ্রনগরের আশিস হালদার বলছিলেন, 'কত বছর হল অভিযোগপত্র লিখি না। চিঠির মতো এটা লেখাও শেষ হয়ে গেল। এখন লিখতে হলে ভুলেই যাব যে কোথায় কী লিখতে হবে।'

কলেজপাড়ার সায়ন চৌধুরী বলছিলেন, 'এখন তো প্রয়োজনই পড়ে না। হাতের যন্ত্রটাতেই কাজ হয়ে যায়। একদিকে ভালোই হয়েছে। আবার এর ফলে অনেক কিছুই ভুলে যাচ্ছি। অনেক কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে।'

মিলনপল্লির পঞ্চাশোর্ধ্ব সাধন সরকার বলছিলেন, 'এখন তো কমপ্লেইন বক্স থাকে না। তাই জমা দিতে পারি না। বহু বছর আগে আমাদের এলাকায় প্রায় প্রতিদিন দুপুরের পর কয়েক ঘণ্টা করে আলো চলে যাচ্ছিল। বিদ্যুতের অফিসে অভিযোগ জানিয়ে যে লাভ হয়নি সেটাই কমপ্লেইন বক্সে লিখে পাঠিয়েছিলাম। কোনওদিনও অফিস থেকে ফোন আসেনি। তবে কয়েকদিন পর সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

প্রযুক্তি যতই এগোক, একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। দেশে সাক্ষরতার যে হার রয়েছে তাতে কি সবাই আদৌ অসুবিধায় পড়লে নিজেরাই অনলাইনে অভিযোগ জানাতে পারবেন?

চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকা পরিণত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : রাস্তার ধার যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড। যে যেমন পারছেন, আবর্জনা ফেলে যাচ্ছেন। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন এলিভেটেড হাইওয়ে নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত কর্মী এবং শালুগাড়া ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা।

এলিভেটেড হাইওয়ে তৈরির জন্য একেই ধুলোয় পথচলা দায়, তার মধ্যে আবর্জনার স্তূপে দুর্গন্ধ। পথচারীরা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চলতে পারলেও, রাস্তা তৈরির কাজে যুক্ত কর্মী ও ট্রাফিক গার্ডের কর্মীদের সে উপায় নেই। যে কারণে তাঁদের মধ্যে রয়েছে চরম ক্ষোভ।

স্থানীয় ৪২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা বলেন, 'আশপাশের পঞ্চায়েত এলাকায় বেশকিছু আবাসন তৈরি হয়েছে। সেখানকার আবাসিকদের অনেকে আবর্জনা এখানে ফেলছেন। পাহাড় থেকে নামা গাড়িগুলিও আবর্জনা ফেলে দিচ্ছে। আমরা যেদিন আবর্জনা ফেলতে দেখব, সেদিন তাঁকে ধরে সোজা ভক্তিনগর থানায় নিয়ে যাব।'

রংদার রোব্বার

পরিযায়ী

দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গিয়ে জীবনের খোঁজ করাটা আজকের প্রবণতা নয়, বহুদিনের। পাখি, পশু তো বটেই এভাবে যাযাবরবৃত্তিতে মানুষও পিছিয়ে নেই। আর এই সুবাদে জীবনে জুড়ে গিয়েছে হাজার হাজার গল্প, সুখ আর দুঃখের নানা স্মৃতি। তবে পরিযায়ীদের কল্যাণে আমাদের অর্থনীতি বহুলাংশে পুষ্ট হলেও সেই খবর অজানাই থেকে যায়।

প্রচ্ছদ কাহিনি বিমল দেবনাথ, অম্বরীশ ঘোষ ও নবনীতা সরকার
ছোটগল্প : সুজিতা চক্রবর্তী
অণুগল্প : অনিন্দিতা ভৌমিক ও মনোমিতা চক্রবর্তী
ট্রাভেল ব্লগ বিকাশরঞ্জন দেব
কবিতা মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, অভিজিৎ পাল, সুজিত দাস রায়, চন্দ্রানী চৌধুরী ও অনন্ত রায়

সত্যজিৎনগরে আতঙ্কিত মহিলারা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : সন্ধ্যা থেকে রাত, রেললাইনের ধার ঘেঁষে নেশাসক্তদের একের পর এক আসর। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি তো রয়েইছে, দূর থেকেও শোনা যায় গালাগাল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে অতিষ্ঠ পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের সত্যজিৎনগরের বাসিন্দারা। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় এলাকার মহিলারা। প্রায় সময় নেশাগ্রস্তদের কটূক্তি ও অশ্লীল আচরণের মুখে পড়তে হওয়ায় এখন সন্ধ্যার পর তেমন কোনও মেয়েই আর বাড়ির বাইরে পা রাখতে চান না। নেশাগ্রস্তদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামার ব্যাপারেও এলাকার মহিলারা জোট বাঁধতে শুরু করেছেন।

রেললাইন লাগোয়া সত্যজিৎনগর। দিনেরবেলায় পরিবেশ কিছুটা স্বাভাবিক থাকলেও সন্ধের পর রেললাইন হয়ে ওঠে নেশাগ্রস্তদের আড্ডাস্থল। স্থানীয়দের ভিড় তো রয়েইছে, নেশার টানে এলাকায় চলে আসে বহিরাগতরাও। সমস্যায় পড়ে লাইনের ধারে থাকা পরিবারগুলি। স্থানীয় বাসিন্দা রিঙ্কু সাহানি বলছিলেন, 'টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার সময় আমার মেয়ে

> **রেললাইনের ধারে নেশার আসর**

বিরক্ত হয়ে ওঠে। কোনওভাবে ঘরে ঢোকার পর আর বাড়ির বাইরে বের হতে চায় না। প্রয়োজনেও বাইরে বের হতে পারি না।' কিছুদিন আগে এক বান্ধবীর বাড়ি থেকে রাত ৮টার সময় নিজের বাড়ি ফেরার সময় তাঁকে কটূক্তির শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ করলেন স্থানীয় মিতা পাসোয়ান।

এলাকারই দেবী রায় বলেন, 'আমরা বয়স্ক মহিলারাই রাতে বের হতে ভয় পাই। মেয়েরা আর বের হবে কোন সাহসে? স্থানীয় বাসিন্দা রাকেশ শা বলেন, 'আগে পরিস্থিতি এতটা খারাপ ছিল না। কয়েকমাস ধরে সমস্যা বাড়ছে। এলাকার অনেক ছেলেও অসামাজিক এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত। ফলে কিছু বললে ঝামেলার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় ছেলেদের মদত না থাকলে বহিরাগতরা কি বাড়াবাড়ি করতে পারত?'

ওয়ার্ড কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন বলছেন, 'বিষয়টি নিয়ে এখনও আমি অবগত নই। এলাকার মানুষ আমাকে কিছু জানাননি। তবে বিষয়টি পুলিশকে জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। মানুষকেও সচেতন হতে হবে। সমাধান চাইলে আগে সমস্যার কথা জানাতে হবে।'

অত্যন্ত সংকটজনক খালেদা

ঢাকা, ২৮ নভেম্বর : বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা 'অত্যন্ত সংকটজনক'। শুক্রবার তাঁর দল বিএনপির তরফে একথা জানানো হয়েছে। ৮০ বছর বয়সি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গত রবিবার রাতে ফুসফুসে সংক্রমণ নিয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি হন। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'গত রাতে চিকিৎসকরা বলেছেন যে তাঁর (খালেদা জিয়া) শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।' দলনেত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বিএনপি শুক্রবার জুম্মার নমাজের পর বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করেছিল।

ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'আমরা বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য জুম্মার নমাজের পর দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছি। আমরা প্রার্থনা করি যাতে তিনি সুস্থ হয়ে দ্রুত জনগণের মধ্যে ফিরে আসেন এবং দেশের জন্য কাজ করার সুযোগ পান।' খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে একাধিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটিলতায় ভুগছেন। এর মধ্যে রয়েছে লিভার ও কিডনির সমস্যা, ডায়াবিটিস, আর্থ্রাইটিস এবং চোখের রোগ।

২০২৪-এর ৫ অগাস্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগ সরকারের পতন হওয়ার পর বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিএনপি প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে উঠে এসেছে। খালেদা জিয়া এবছর উন্নত চিকিৎসার জন্য চার মাস লন্ডনে কাটিয়ে গত ৬ মে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর ছেলে তথা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ২০০৮ থেকে লন্ডনে বসবাস করছেন।

তৃতীয় বিশ্ব থেকে অভিবাসন বন্ধের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৮ নভেম্বর : হোয়াইট হাউস থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বুধবার এক আফগান নাগরিকের গুলিতে গুরুতর আহত হন দুই ন্যাশনাল গার্ড। শুক্রবার তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। সারা বেকস্টর্ম নামে ওই মহিলা রক্ষীর মাথায় ও বুকে গুলি লেগেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরেই অভিবাসন ইস্যুতে নজিরবিহীন কঠোর পদক্ষেপ করলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১৯টি দেশ থেকে আসা প্রত্যেক অভিবাসীর গ্রিনকার্ড প্রাপ্তির যোগ্যতা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কার্যত গোটা তৃতীয় বিশ্বের জন্য আমেরিকার দরজা বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমেরিকার প্রশাসনিক কাঠামোকে পুরোপুরিভাবে সচল করতে আমি তৃতীয় বিশ্ব থেকে অভিবাসন পুরোপুরি স্থগিত করব। ঘুমিয়ে থাকা জো বাইডেনের অটোপেন যে লক্ষ লক্ষ অবৈধ অভিবাসনকে বৈধতা দিয়েছিল তা বাতিল করব। যাঁরা মূলগতভাবে আমেরিকার সম্পদ নন, আমাদের দেশকে পছন্দ করেন না, তাঁদের সবাইকে বিতাড়িত করব। অভিবাসীদের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেব। দেশের শান্তি নষ্ট করা অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করা হবে। মার্কিনিদের নিরাপত্তার পক্ষে যুক্তি বা পশ্চিমী ভাবধারার সঙ্গে খাপ খান না এমন প্রত্যেক অভিবাসীকে নির্বাসনে পাঠানো হবে।'

ট্রাম্পের গ্রিনকার্ড খতিয়ে দেখার তালিকায় রয়েছে আফগানিস্তান, মায়ানমার, চাদ, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, গায়ানা, ইরিত্রিয়া,

১৯ দেশের নাগরিকদের গ্রিন কার্ড পর্যালোচনা

> আমেরিকার প্রশাসনিক কাঠামোকে পুরোপুরিভাবে সচল করতে আমি তৃতীয় বিশ্ব থেকে অভিবাসন পুরোপুরি স্থগিত করব। ঘুমিয়ে থাকা জো বাইডেনের অটোপেন যে লক্ষ লক্ষ অবৈধ অভিবাসনকে বৈধতা দিয়েছিল তা বাতিল করব।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**
> *প্রেসিডেন্ট, আমেরিকা*

হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান, ইয়েমেন, বুরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরা লিয়ন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান এবং ভেনেজুয়েলা। আমেরিকার নাগরিকত্ব এবং অভিবাসন সংস্থার প্রধান জোসেফ এডোলো বলেন, 'যেসব দেশ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে প্রেসিডেন্টের নির্দেশে সেখান থেকে আসা প্রত্যেকের গ্রিনকার্ড বিস্তারিত ও কঠোরভাবে পর্যালোচনা করা হবে।'

মার্কিন আইন অনুযায়ী অভিবাসীদের আমেরিকার পূর্ণাঙ্গ নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রথম ধাপ হল গ্রিনকার্ড। সাধারণত দীর্ঘদিন আমেরিকায় বসবাস করার পর একজন অভিবাসী গ্রিনকার্ডের অধিকারী হন। গ্রিনকার্ডধারীদের কার্যত গণহারে আতশকাচের তলায় আনার ঘটনা নজিরবিহীন। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে যাওয়া অভিবাসীদের সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। গ্রিনকার্ড লটারি থেকে আগেই বাদ পড়েছে ভারত। ট্রাম্প দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অবৈধ অভিবাসনের অভিযোগে শয়ে শয়ে ভারতীয়কে আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তবে গত ৭২ ঘণ্টায় অবস্থার যেন আরও অবনতি ঘটেছে। আমেরিকার নানা জায়গা থেকে অভিবাসীদের ধরপাকড়ের খবর আসছে। এমনকি গ্রিনকার্ডের জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাওয়া অভিবাসীদের গ্রেপ্তারির মতো ঘটনাও ঘটেছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, গত দু-সপ্তাহ ধরে এ ধরনের ঘটনা সামনে আসছে। গ্রেপ্তারির সংখ্যায় শীর্ষে সান ডিয়াগো। গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদনকারীদের বেশিরভাগের স্বামী বা স্ত্রী মার্কিন নাগরিক। সব নিয়ম মেনে গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন জানিয়েছেন তাঁদের স্ত্রী বা স্বামীরা। প্রক্রিয়াকরণের একেবারে শেষ ধাপে এসে ইন্টারভিউয়ের আগে-পরে ফেডারাল এজেন্টরা ওই অভিবাসীদের অনেককে গ্রেপ্তার করেছেন বলে অভিযোগ।

তাপি নদীর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে গাংচিল। শুক্রবার সুরাটে।

বাবা কি বেঁচে প্রমাণ চান ইমরান-পুত্র

ইসলামাবাদ, ২৮ নভেম্বর : জেল কর্তৃপক্ষ যতই অস্বীকার করুন, কারাবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মৃত্যুরহস্য কিছুতেই কাটছে না। এবার ইমরানের ছেলে কাশিম খান জানতে চেয়েছেন, তাঁর বাবা বেঁচে রয়েছেন কি না তার প্রমাণ দিতে হবে পাকিস্তানের সরকারকে। সেই সঙ্গে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলের অমানবিক অবস্থা থেকে বাবাকে মুক্তির দাবিও তুলেছেন ইমরান ও তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী জেমাইমা গোল্ডস্মিথের ছোট ছেলে কাশিম খান। তিনি বলেছেন, 'আমার বাবা যে জীবিত রয়েছেন তার প্রমাণ দিতে হবে। পাশাপাশি আদালতের নির্দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে তাঁকে যে অমানবিক নিঃসঙ্গতার মধ্যে রাখা হয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে অবিলম্বে পাকিস্তানের সবথেকে জনপ্রিয় নেতাকে মুক্তি দিতে হবে।' কাশিমের অভিযোগ, শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই ইমরান খানকে কারাবন্দি করে রাখা হয়েছে।

সম্প্রতি আফগানিস্তানের একটি সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল, ইমরান খানকে জেলের মধ্যেই মেরে ফেলা হয়েছে। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলের বাইরে ইমরানের দল পিটিআইয়ের অগুনতি সমর্থকের বিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়ে। তাতে শামিল হন পাকিস্তানের একমাত্র বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেট অধিনায়কের তিন বোনও। কাশিম খান এক্সে লিখেছেন, 'আমার বাবা জেলবন্দি রয়েছেন গত ৮৪৫ দিন ধরে। গত ছয় সপ্তাহ যাবৎ তাঁকে মৃত্যু কুঠুরিতে রাখা হয়েছে। সেখানে পরিবারের কারও সঙ্গে কোনওপ্রকার যোগাযোগ করতে পারছেন না তিনি। আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে বোনেদেরও দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। কোনও ফোন কল নেই। কোনও দেখাসাক্ষাৎ নেই। তিনি ভালো আছেন কি না তারও কোনও সংবাদ নেই। আমি ও আমার ভাই কোনওভাবেই আমার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না।' ইমরান খানের ব্যাপারে পাকিস্তানের সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানোর দাবিও তুলেছেন কাশিম। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'খুব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছি, আমার বাবার সুরক্ষার সমস্ত আইনি, নৈতিক ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব নিতে হবে পাকিস্তান সরকার ও তার প্রভুদের। তাঁকে যে অমানবিক নিঃসঙ্গ কারাবাস করতে হচ্ছে তার ফল ভোগ করতে হবে তাদের।' এই পরিস্থিতিতে ইমরানের সর্বশেষ এক্স বার্তায় যেভাবে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের দিকে আঙুল তুলেছিলেন সেটি ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ৫ নভেম্বর তিনি আসিম মুনিরকেই নিশানা করেছিলেন।

'রক্ত লেগে আছে জ্ঞানেশ কুমারের হাতে'

তৃণমূল-কমিশন দ্বৈরথ চরমে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর এবং বিএলও-দের মৃত্যুমিছিলের মধ্যেই শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করল তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল। তাদের সাফ কথা, এসআইআরের চাপ, আতঙ্ক এবং অমানবিক বাস্তবায়নের জেরে অন্তত ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে। এই মৃত্যুর দায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের। তাঁর হাতেই রক্ত লেগে রয়েছে।

তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের অভিযোগের তালিকা একে একে খণ্ডন করল নির্বাচন কমিশন। ইসিআইয়ের দাবি, ওই অভিযোগগুলির কোনওটাই তথ্যনির্ভর নয় এবং প্রক্রিয়াগতভাবে কোথাও কোনও ব্যতিক্রম হয়নি।

তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন-এর নেতৃত্বাধীন ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন লোকসভার সাংসদ মহুয়া মৈত্র, শতাব্দী রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা মণ্ডল, সাজদা আহমেদ এবং রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন, মমতা ঠাকুর, সাকেত গোখলে ও প্রকাশ চিক বরাইক। কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে তাঁদের প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে বৈঠকে পাঁচটি প্রশ্নবাণ ছুড়লেও একটিরও উত্তর পাননি বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের সাংসদরা।

কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের পর তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের সাংবাদিক সম্মেলন।

কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এসআইআরের অংশ হিসেবে ৯ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর দাবি বা আপত্তি জানানোর সুযোগ রয়েছে। তার আগে ব্লক লেভেলের কোনও আধিকারিকের কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ চলবে না। এই প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের ডিজিপি ও কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে আলাদা চিঠি পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছে, বিএলওদের উপর কোনও রাজনৈতিক চাপ, ভয় ভীতি বা প্রভাব খাটানোর ঘটনা যাতে না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে হবে। মাঠপর্যায়ের কর্মীদের স্বাধীন ও নিরাপদে কাজ করার পরিবেশ তৈরি করাই এখন অগ্রাধিকার বলে জানিয়েছে কমিশন।

কমিশনের জবাব শুনে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশন আজ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলের তোলা প্রশ্নগুলির পয়েন্ট -ধরে জবাব দিয়েছে, এই দাবি প্রমাণ করার জন্য বেছে বেছে কিছু তথ্য লিক করছে, যা সম্পূর্ণভাবে ভুল, বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আসলে এগুলো সরাসরি মিথ্যে ছাড়া কিছুই নয়।'

অভিষেকের দাবি, যদি নির্বাচন কমিশনের সত্যিই কিছু লুকোনোর না থাকে, যদি তারা স্বচ্ছতায় বিশ্বাস করে, তাহলে এইভাবে 'মোটিভেটেড লিক'-এর আড়ালে লুকিয়ে না থেকে সম্পূর্ণ সিসিটিভি ফুটেজ এবং তাদের হাতে থাকা প্রত্যেকটি প্রমাণ অবিলম্বে প্রকাশ্যে আনতে হবে।'

কমিশনের কাছে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে বিএলও সহ মৃত ৪০ জনের তালিকা তুলে দেওয়া হয়েছে এদিন। ডেরেক বলেন, 'মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের হাতে রক্ত লেগে আছে।' শতাব্দী রায় বলেন, 'যদি বর্তমান ভোটার তালিকাই ভুল, তাহলে গত দশকের নির্বাচনগুলির বৈধতা কই? এই তালিকা যদি ভুয়ো হয়, তাহলে এই তালিকায় নির্বাচিত মোদি সরকারের বৈধতা কোথায়? আমরা সাংসদরা কীভাবে বৈধ থাকি? দু-ঘণ্টা ধরে বৈঠক হল। জ্ঞানেশ কুমার একঘণ্টা গল্প করলেন। কিন্তু যে পাঁচটি প্রশ্ন রেখেছিলাম, একটিরও উত্তর নেই।' ডেরেক ও'ব্রায়েনের কথায়, 'আমরা এসআইআরের ধারণার বিরোধী নই। কিন্তু যে অগোছালো, অমানবিক পদ্ধতিতে এটা বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার আমরা কঠোর বিরোধী।'

কমিশনের কাছে তৃণমূলের এহেন দরবারের মধ্যেই জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বাংলায় এসআইআর পরিচালনা করা যাবে না। জ্ঞানেশ কুমারকে পশ্চিমবঙ্গে আসতে হবে। দিল্লিতে বসে শুধু জ্ঞানগর্ভ কথা বললেই হবে না। বিএলওদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কমিশনের। দিল্লি থেকে শুধু অফিসার পাঠালেই হবে না।'

দিল্লির দূষণে চুপ কেন মোদি : রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : রাজধানীর দূষণ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এহেন একটি জাতীয় বিপর্যয় সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর সরকার কেন হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি সংসদে অবিলম্বে বায়ুদূষণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার দাবিও তুলেছেন তিনি। বায়ুদূষণকে হেলথ ইমার্জেন্সি বলে আখ্যা দিয়ে তার মোকাবিলায় একটি কঠোর, নিশানা করেন রাহুল। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'শিশুদের যন্ত্রণা মায়েদের হৃদয়ে সবথেকে গভীর চোট হিসেবে লাগে। দিল্লিতে দূষণের বিরুদ্ধে যে মায়েরা লড়াই করছেন, তাঁরা শুধু নিজেদের সন্তানদের জন্যই নয়, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়েও ভীত। বিষাক্ত হাওয়ায় ছোট ছোট শিশুরা ফুসফুস, হৃদয় ও মানসিক অসুস্থতার শিকার হচ্ছে। কিন্তু এত ভয়াবহ জাতীয় বিপর্যয় সত্ত্বেও মোদি সরকার হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। অথচ সময় দ্রুত আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।'

বৈঠকে রাহুল গান্ধি। নয়াদিল্লিতে শুক্রবার।

বলবৎযোগ্য অ্যাকশন প্ল্যানেরও প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান রাহুল।

প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'মোদিজি, ভারতের শিশুরা আমাদের সামনে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আপনি কীভাবে চুপ থাকতে পারেন? কেন আপনার সরকার কোনওপ্রকার দ্রুততা, পরিকল্পনা বা দায়বদ্ধতা দেখাচ্ছে না?' সম্প্রতি দূষণ মোকাবিলায় ব্যর্থতার অভিযোগে দিল্লি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া গেটে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন দিল্লির বাসিন্দারা। সেই বিক্ষোভ কড়া হাতে দমন করেছিল দিল্লি পুলিশ। ওই বিক্ষোভে মাওবাদী স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে দূষণের জেরে শিশুসন্তানদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন একাধিক মায়ের সঙ্গে শুক্রবার দেখা করেন রাহুল গান্ধি। দিল্লির দূষণ শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কীভাবে অবনতি ঘটাচ্ছে, সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেন তিনি। তারপরই দিল্লির বিষাক্ত আবহাওয়া নিয়ে মোদি সরকারকে

রাহুলের দাবি, 'দিল্লির দূষণ নিয়ে ভারত অবিলম্বে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও নির্ণায়ক পদক্ষেপ চাইছে, যাতে আমাদের শিশুদের স্বচ্ছ হাওয়ার জন্য সংঘর্ষ করতে না

> মোদিজি, ভারতের শিশুরা আমাদের সামনে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আপনি কীভাবে চুপ থাকতে পারেন? কেন আপনার সরকার কোনওপ্রকার দ্রুততা, পরিকল্পনা বা দায়বদ্ধতা দেখাচ্ছে না?
>
> **রাহুল গান্ধি**

হয়। বরং তারা এমন এক ভারতে বড় হোক যেখানে তাদের স্বাস্থ্যকর, সুরক্ষিত হাওয়া পেতে কোনও অসুবিধা না হয়।' দিল্লিতে এদিনও আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ ছিল। রাজধানীর বর্তমান অবস্থার সঙ্গে করোনা পরিস্থিতির কথা টানেন বিজেপি নেত্রী ও দিল্লির প্রাক্তন পুলিশকর্ত্রী কিরণ বেদি।

বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা, সাহায্যের হাত বাড়াল ভারত

নয়াদিল্লি ও কলম্বো, ২৮ নভেম্বর : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়া'-র তাণ্ডব এবং তার জেরে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা। একটানা ভারী বৃষ্টির কারণে হওয়া এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দ্বীপদেশে মৃতের সংখ্যা ৫৬-তে পৌঁছে গিয়েছে। ২১ জন এখনও নিখোঁজ। রাজধানী কলম্বো সহ দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। ভূমিধসে বাদুল্লা ও নুওয়ারা এলিয়ার মতো পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এই মানবিক বিপর্যয়ের কারণে শ্রীলঙ্কা সরকার জরুরি পরিষেবা ছাড়া সব সরকারি অফিস ও স্কুল বন্ধের কথা ঘোষণা করেছে। সড়ক বন্ধ এবং ট্রেন পরিষেবাও স্থগিত রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ৪৩,৯৯১ জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রায় ২,০০০ মানুষকে বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে শ্রীলঙ্কার সেনা ও নৌসেনা পুরোদমে কাজ করছে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এই ভয়াবহ সংকটে ভারত মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। শ্রীলঙ্কার প্রতি সংহতি জানিয়ে ভারত সরকার 'অপারেশন সাগর বন্ধু' নামে একটি বিশেষ ত্রাণ অভিযান শুরু করেছে। এই অভিযানের অধীনে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিক্রান্ত এবং আইএনএস উদয়গিরি জরুরি ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানান,

জাহাজ দুটি কলম্বোয় ত্রাণসামগ্রী নিয়ে পৌঁছে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছেন, এটি ভারতের প্রতিবেশী প্রথম নীতি এবং ভিসন মহাসাগর-এর প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। মোদি বলেন, 'শ্রীলঙ্কার প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়াতে তৈরি ভারত।' ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া শ্রীলঙ্কার উপকূল পেরিয়ে এখন উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে ভারতের তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ৩০ নভেম্বর ভোরের দিকে ঘূর্ণিঝড়টি ভারতীয় উপকূলে আঘাত হানতে পারে বলে সতর্কতা জারি হয়েছে।

শিবকুমারের সোনিয়া অস্ত্র

বেঙ্গালুরু, ২৮ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার সঙ্গে কর্ণাটকের কুর্সি নিয়ে দড়ি টানাটানিতে সোনিয়া গান্ধিই ভরসা উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের। শুক্রবার একটি অনুষ্ঠানে তিনি সোনিয়ার প্রসঙ্গ টেনে জানান, ২০০৪ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ ছেড়ে দিয়েছিলেন সোনিয়া গান্ধি। উলটে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড.মনমোহন সিংকে বেছে নিয়েছিলেন। সোনিয়ার কথা বলে ডিকেএস যে সিদ্দারামাইয়াকেই নিশানা করেছেন সেটা পরিষ্কার। সিদ্দারামাইয়া ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি পুরো পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকবেন। এদিকে কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে সাক্ষাত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই দিল্লিতে যাব। এটা আমাদের কাছে মন্দিরের মতো। কংগ্রেসের লম্বা ইতিহাস আছে। দিল্লি সবসময়ই আমাদের দিশা দেখায়। ওঁরা আমাদের যখনই ডাকবেন, আমরা যাব।'

হংকংয়ে মৃত বেড়ে ১৩০, নিখোঁজ ২০০

হংকং, ২৮ নভেম্বর : সম্বল বলতে কম্বল আর সামান্য কিছু খাবারদাবার। এই নিয়েই শপিং মলে মাদুর-চাদর পেতে রাত কাটাচ্ছেন হংকংয়ের বহুতলের অগ্নিকাণ্ড থেকে বেঁচে ফেরা গৃহহীন বাসিন্দারা। সেখানে তাঁদের বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে। কেউই সরকারি ত্রাণশিবিরে যেতে চাইছেন না। তাঁদের বক্তব্য, যাঁরা আরও বেশি অসহায়, ত্রাণশিবিরে তাঁদেরই রাখা হোক।

হংকং-এর বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শুক্রবার পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩০। এখনও নিখোঁজ অন্তত শ'দুয়েক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা হংকংয়ের নিরাপত্তা প্রধান ক্রিস ট্যাংয়ের। ব্যাপক প্রাণহানির জেরে সরকারের ওপর ক্ষোভে ফুঁসছেন শহরের সাধারণ মানুষ।

বুধবার দুপুরে ওয়াং ফুক কোর্ট কমপ্লেক্সের আটটি ভবনের একটিতে আগুন লাগে। সংস্কার কাজের জন্য লাগানো বাঁশের মাচায় আগুন লাগার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই তা কমপ্লেক্সের সাতটি ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। ঘনবসতিপূর্ণ ওই কমপ্লেক্সে প্রায় ৪,৮০০ বাসিন্দা ছিলেন। প্রায় দু'দিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও শুক্রবার সকালেও চারদিক থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা গিয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন হংকংয়ের প্রধান জন লি। তিনি বলেন, এবার থেকে বাঁশের বদলে ধাতব মাচা ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষের অভিযোগ, সরকার বাঁশের মাচার প্রসঙ্গ তুলে আসলে নির্মাণ সংস্থার গাফিলতি ঢাকতে চাইছে। যদিও ইতিমধ্যে নির্মাণ সংস্থার তিন কর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত কয়েক মাস ধরেই নির্মাণকাজের মান নিয়ে সংস্থার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জানানো হয়েছিল।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারতে পুতিন

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : অবশেষে নিশ্চিত হল দিনক্ষণ। আগামী ৪ ও ৫ ডিসেম্বর ভারত সফরে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই সফরে তিনি ২৩ তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। শুক্রবার এই খবর নিশ্চিত করেছে ক্রেমলিন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে পুতিন ভারত সফরে আসছেন। তিনি মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন। এছাড়া রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি ভবনে রুশ নেতাকে স্বাগত জানাবেন এবং তাঁর সম্মানে আয়োজন করবেন নৈশভোজের। শীর্ষ সম্মেলনে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন ভারত ও রাশিয়ার নেতৃত্ব। কেন্দ্র জানিয়েছে, এই সফরের মূল লক্ষ্য, দু'দেশের 'বিশেষ এবং সুবিধাপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্ব' আরও জোরদার করার পরিকল্পনা তৈরি করা এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করা।

বাড়ি ভাঙল সরকার, জমি দিলেন প্রতিবেশী

জম্মু, ২৮ নভেম্বর : রাখে পড়শি মারে কে!

প্রশাসনের বুলডোজারে বাড়ি ভাঙা পড়েছিল এক মুসলিম সাংবাদিকের। কিন্তু 'লাভ দাই নেবার' প্রবাদ স্মরণ করে এগিয়ে এলেন এক হিন্দু প্রতিবেশী। সহমর্মিতার অভূতপূর্ব নজির গড়ে তিনি নিজের জমি দান করলেন সেই সাংবাদিককে।

সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন সাংবাদিক আরফাজ আহমেদ ডেংয়ের বাড়িটিকে 'জবরদখল' তকমা দিয়ে ভেঙে দেয়। আরফাজের দাবি, তাঁর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সূত্রে প্রতিহিংসাবশতই এই পদক্ষেপ করা হয়। আচমকা গৃহহীন হয়ে পড়ায় বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী এবং তিন সন্তান সহ রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয় আরফাজের পরিবারকে।

আরফাজের বাবা সৈয়দ হাবিবুল্লাহ সংবাদমাধ্যমকে জানান, ওই জমিটি তাঁদের ৪২ বছরের পুরোনো সম্পত্তি। প্রশাসন তাঁদের জমি জবরদখল বলে আখ্যা দিলেও তাঁরা এর বৈধতা প্রমাণ করার জন্য আদালতে যাবেন।

সম্প্রীতির নজির... আরফাজ আহমেদ ডেংয়ের পরিবারকে জমি হস্তান্তর হিন্দু পরিবারের। জম্মুতে।

এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে স্থির থাকতে পারেননি আরফাজের পড়শি কুলদীপ শর্মা। বুলডোজারের ধাক্কায় বাড়ি ভাঙার দৃশ্য দেখে তিনি গভীর ব্যথিত হন এবং তাৎক্ষণিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ডেং পরিবারের দিকে। তিনি তাঁর নিজের জমি থেকে পাঁচ মার্লা জমি দান করেন আরফাজের পরিবারকে। এই সহমর্মিতার নজির শুধু জমিদানেই শেষ হয়নি, কুলদীপ পাঁচ মার্লার সেই জমিটি ডেং পরিবারের নামে যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিও করে দেন।

কুলদীপ বলেন, 'ডেং পরিবার আমার আত্মীয়, আরফাজ আমার ভাই। আমার চোখের সামনে আমার ভাই আর তার পরিবার পথে বসবে, তা হয় না। শুধু জমি নয়, বাড়িটাও তৈরি করে দেব।' তারপর একটু থেমে তাঁর স্বগতোক্তি, 'আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে, এমন শক্তি কোনও বুলডোজারের হবে না।'

নভেম্বর মাসের বিষয় : বর্ণহীন ক্যানভাস

নীরবে নিভৃতে

প্রথম : দিলীপ দে সরকার
(শিবমন্দির, শিলিগুড়ি) নিকন জেড৭

ক্রেতা ও বিক্রেতা

দ্বিতীয় : সায়নী চন্দ
(শিল্পসমিতিপাড়া, জলপাইগুড়ি) প্যানাসনিক লুমিক্স এস৫

প্রিয় পুকুরে

তৃতীয় : সুমন চক্রবর্তী
(আনন্দপাড়া, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫৫০ডি

মন্দারমণির সুখস্মৃতি

চতুর্থ : অমিতাভ সাহা
(দেবীবাড়ি, কোচবিহার) নিকন ডি৩১০০

অন্য উদযাপন

পঞ্চম : অভিজিৎ দাস
(নারায়ণপুর, বালুরঘাট) আইফোন ১১

নিজের সঙ্গে

ষষ্ঠ : ডাঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭১০০

অন্তহীন পথ

সপ্তম : সাত্যকি চক্রবর্তী
(সাউথ পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন ডি৩৫০০

বিভ্রম বটে

অষ্টম : অরজিৎ ভদ্র
(ধলদিঘি উত্তরপাড়, গঙ্গারামপুর) ক্যানন ইওএস ৬০০ডি

হাসিমুখে সপরিবার

নবম : জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
(আমবাড়ি-ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৭৭ডি

সেদিন দুজনে

দ্বাদশ : সহিষ্ণু সাহা
(বেলবাড়ি, গঙ্গারামপুর) নিকন ডি৫৬০০

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আলো-ছায়ায়

একাদশ : ডঃ ময়ূখ দেব
(রাজা রামমোহনপুর, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৮৫০

পারের আশায়

দশম : সৌরভ রক্ষিত
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) নিকন ডি৫৬০০

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

অয়ন দাস, কোহিনুর কর, দেবাদৃতা সাহা, শতাব্দী চৌধুরী, প্রতিমা পণ্ডিত কর্মকার, রাজদীপ সাহা, অভিষেক পাল, সাত্যকি চক্রবর্তী, অরিজিৎ সরকার, রাজনন্দিনী সরকার, সৌগত ঘোষ, কৌশিক মালাকার, অভিজ্যোতি পাল, বনশ্রী বাড়ই, সুরজ কিরণ, জয় মণ্ডল, জীবনজ্যোতি রায়, বিশ্বরূপ সরকার, জয়াশিস বণিক, শুভ্রদীপ সাহা, কৌশিক দাম, দুর্জয় রায়, শৌভিক রায়, ডঃ উদয়ন মজুমদার, অনির্বাণ দাস, অঙ্কুর রায়, ফাহাদ আহমেদ, চয়ন ভদ্র, চন্দন দাস, অভিরূপ ভট্টাচার্য, দীপাঞ্জয় ঘোষ, দীপক অধিকারী, শৌভিক মৃধা, গৌরব বিশ্বাস, প্রদীপ্ত ভৌমিক, মিঠুন হোড়ো, অর্ণব দত্ত, মৃণাল সাহা, গতিসত্তম সাহা, নবনীতা মিত্র, অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপম চৌধুরী, পার্থপ্রতিম দাস, রত্নদীপ দাস ও অভিজিৎ পাল।

সিপিএমের নয়া যাত্রা

পঞ্চানন ও আব্বাসউদ্দিনকে স্মরণ করে শুরু

বিশ্বজিৎ সাহা ও তুষার দেব

মাথাভাঙ্গা ও দেওয়ানহাট, ২৮ নভেম্বর : রাজপাট গিয়েছে দেড় দশক আগে। একের পর নির্বাচনে ভরাডুবি। এক সময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএমের এখন এমন দশা, পার্টি অফিস খোলার লোক নেই। এদিকে, বছর ঘুরলেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের দামামা বাজবে। তার আগে নিজেদের হারানো রাজনৈতিক জমি ফিরে পেতে ২৯ নভেম্বর থেকে বাংলা বাঁচাও যাত্রা কর্মসূচির ডাক দিয়েছে সিপিএম। শনিবার তুফানগঞ্জে প্রকাশ্য জনসভার মধ্যে দিয়ে যার সূচনা হবে। তার আগে এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার কোচবিহারের দুই কৃতী সন্তান মনীষী পঞ্চানন বর্মা ও আব্বাসউদ্দিন আহমেদকে স্মরণ করল সিপিএম নেতৃত্ব। এদিন খলিসামারিতে মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মভিটা সংলগ্ন এলাকায় শ্রদ্ধার্ঘ্য কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল থেকে তুফানগঞ্জের বলরামপুরে আব্বাসউদ্দিন আহমেদের জন্মভিটায় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে সিপিএম নেতৃত্ব। সেখানে শিল্পীকে নিয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

এদিন খলিসামারির কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আগে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় পঞ্চানন মোড়ে পঞ্চানন বর্মার ব্রোঞ্জ মূর্তিতে মাল্যদান করেন।

পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান সেলিমের। শুক্রবার মাথাভাঙ্গায়।

পরবর্তীতে তাঁর জন্মভিটা পরিদর্শন করে উত্তরসূরিদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। পঞ্চাননের জন্মভিটায় দাঁড়িয়ে মীনাক্ষী বলেন, 'জাতপাতের শোষণ, বঞ্চনা ও প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পঞ্চানন বর্মা যে ঐক্যের বার্তা দিয়েছিলেন, তা আজও ভীষণ প্রাসঙ্গিক।' তাঁর আরও সংযোজন, বাংলার বহু স্কুলে শিক্ষক নেই, ক্লাসরুম পরিত্যক্ত, শিশুদের বড় অংশ অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ শূন্য, লাইব্রেরির অভাব ও সংগ্রহশালার অবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করেন তিনি।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের কথায়, 'আজ দেশের শিল্প-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক অধিকার সবই ক্ষমতাসীনদের জুয়ার বাজি-তে পর্যবসিত। স্কুল, মাদ্রাসা উভয়ক্ষেত্রে দুর্নীতি, ধর্মীয় বিভাজন, ছাত্র-যুবদের ওপর পুলিশি দমন- সবই মানুষের প্রকৃত সমস্যা আড়ালের গভীর চক্রান্ত।' রামমোহন, বিদ্যাসাগরের ঐতিহ্য এবং পঞ্চানন বর্মার সমাজ সংস্কারের আদর্শ তুলে ধরেন সেলিম।

মন দিয়ে... *আলিপুরদুয়ারের কোর্ট এলাকায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি। -শুক্রবার।*

এনজেপি-তে সাংসদ

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের কাজ পরিদর্শন করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। শুক্রবার স্থানীয় বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় কাজ পরিদর্শনে যান সাংসদ। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখার পর আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। আলোচনার শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'বিল্ডিংয়ের কাজ খুব ভালোভাবেই হচ্ছে। ডিএইচআর-এর জন্য এখানে পৃথক বিল্ডিং তৈরি করা হচ্ছে। আমি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। আধিকারিকদের বলেছি, স্টেশনের উন্নয়নের পাশাপাশি আশপাশের এলাকার রাস্তাঘাটও দ্রুত মেরামত করে দিতে হবে।'

গ্রিন জোন

প্রথম পাতার পর

তবে এলাকাটি গ্রিন জোনের আওতামুক্ত হলেই সমস্ত কাজ পেয়ে যাব বলে বলা হয়েছে।' এতেই পরিষ্কার, আদালতের নির্দেশ শিথিল করার জন্য এখানে একটি চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

কলাবাড়ি, পলাশ, চামটা, বানিয়াখাড়িতেও একই ছবি দেখা যাচ্ছে। কলাবাড়িতে নদীর চর এলাকাও কার্যত বাদ যাচ্ছে না। নদীর চর এলাকা দখল করে একের পর এক নির্মাণকাজ হচ্ছে। চরের আশপাশের এলাকায় কার্যত বিলাসবহুল নির্মাণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। পাহাড় থেকে অনেকে এসে এখানে নির্মাণকাজ করছেন। সিকিম থেকে এসে ছিরিং ভুটিয়া কলাবাড়ির গ্রিন জোন এলাকায় দামি বাড়ি বানিয়েছেন। প্রশ্ন করায় বললেন, 'এলাকার কিছু ব্যক্তিকে তিন লাখ টাকা দিয়ে জমি কিনেছি। তারপর এখানে বাড়ি বানিয়েছি। কেউ বাধা দেয়নি। এলাকাটি গ্রিন জোনে আছে বলেও জানায়নি।'

চম্পাসারি ও পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে থাকা গ্রিন জোনের আওতার ১৩টি এলাকায় পৃথকভাবে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট চক্র সক্রিয় হয়েছে। পাহাড় থেকে আসা মানুষজনকে টার্গেট করে প্রোমোটিং চলছে। গড়ে ১৫ লক্ষ টাকার প্যাকেজ দেওয়া হচ্ছে। এই টাকায় জমি কিনে দেওয়ার পাশাপাশি বাড়ি তৈরি করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য টাকার পরিমাণ অনেকটাই বেশি।

অন্যদিকে, এলাকায় গ্রিন জোন নিয়েও প্রশ্ন আছে। পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ সাহিদ বললেন, 'দু'বছর হয়ে গেল আমার এলাকার চারটে মৌজায় গ্রিন জোন ঘোষণা করা হয়েছে। এর জেরে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ক্ষতি অনেকটাই হয়েছে। নইলে ওখানে নির্মাণগুলো থেকে আমরা কর পেতাম।' নির্মাণকাজ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'হয়তো আগে থেকেই এগুলির প্ল্যান পাশ করা ছিল।' চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহার বক্তব্য, 'নির্মাণকাজ তো চলছেই। তাহলে গ্রিন জোন রাখার কী দরকার!'

ছাপিয়ে গেল

প্রথম পাতার পর

নির্মাণ এবং পেশাদার পরিষেবা সংক্রান্ত সংস্থাগুলি। এক্ষেত্রে ১০.২ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। যদিও কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে কৃষিক্ষেত্র। কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মাত্র ৩.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ষাণ্মাসিকে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৮ শতাংশ। এটি আগের অর্থবর্ষের প্রথমার্ধের ৬.১ শতাংশের চেয়ে বেশি।

অর্থনীতিবিদ উপাসনা ভরদ্বাজের মতে, জিডিপির হার বৃদ্ধির সমান্তরালে মুদ্রাস্ফীতির হারও যথেষ্ট স্বস্তিজনক। এই সুযোগে রিজার্ভ ব্যাংক রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট পর্যন্ত কমাতে পারে। অর্থনীতিবিদ রাধিকা রাও বলেন, 'জিডিপির চড়া হার এবং নিম্নমুখী মুদ্রাস্ফীতি আর্থিক সংস্কারে গতি আনার সুযোগ করে দিয়েছে। এটি সুদের হার আরও কমানোর পথ প্রশস্ত করেছে। সেক্ষেত্রে বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল অর্থনীতি হিসাবে আরও পোক্ত হবে ভারতের অবস্থান।

পৃথিবীর পাঠশালা

অস্ত্রোপচার ছাড়াই ক্যানসার ধ্বংস

সিডনির একটি হাসপাতালে এমআরআই-নির্দেশিত ক্রায়োঅ্যাবলেশন নামের একটি নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি চালু হয়েছে। এই প্রযুক্তিতে কোনও অস্ত্রোপচার ছাড়াই টিউমারকে অত্যন্ত ঠান্ডা তাপমাত্রায় জমিয়ে ধ্বংস করা হয়। এটি একটি নির্ভুল চৌম্বকীয় ইমেজিং প্রযুক্তি, যা ক্যানসার কোষকে মেরে ফেলে। কিন্তু আশপাশের সুস্থ টিস্যুকে রক্ষা করে। এই চিকিৎসায় রোগীরা জেগে থাকেন, ব্যথা খুবই কম হয় এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি আছে এমন রোগীদের জন্য এটি জীবন বাঁচানোর বিকল্প। রিয়েল-টাইম এমআরআই-এর মাধ্যমে ডাক্তাররা টিউমারকে ভিতর থেকে জমতে দেখতে পান, যা নিশ্চিত করে যে এটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে।

সূর্যমুখী খোসার ইতালীয় রাস্তা

ইতালীয় শহরগুলি তাদের ঐতিহাসিক রাস্তার পাথর বদলে ফেলছে। সেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে সূর্যমুখী খোসা থেকে তৈরি পরিবেশবান্ধব টালি। এটা খাদ্যশিল্পের একটি বর্জ্যপণ্য। এই টালিগুলি পিচ্ছিল নয়। হাঁটার জন্য আরামদায়ক এবং সম্পূর্ণ পচনশীল। দিনের বেলা এগুলি তাপ ধরে রাখে এবং রাতে ধীরে ধীরে তা ছেড়ে দেয়, যা শীতকালে রাস্তাগুলিকে উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে। কৃষি বর্জ্যকে টেকসই নির্মাণসামগ্রীতে রূপান্তরিত করে ইতালি প্রমাণ করেছে, উদ্ভাবন পুরোনো ঐতিহ্যকে বজায় রেখেও পরিবেশবান্ধব হতে পারে।

গৃহহীন মানুষের আশ্রয় বাস

কানাডায় পাবলিক বাসগুলিকে গৃহহীন মানুষের জন্য উষ্ণ এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থলে বদলে ফেলা হচ্ছে। এই ভ্রাম্যমাণ আশ্রয়গুলিতে বিছানা, কম্বল এবং মন ভালো করা থেরাপি লাইট লাগানো হয়েছে, যা সূর্যের আলোর মতো। শীতকালে যখন তাপমাত্রা প্রাণঘাতী হতে পারে, তখন এই বাসগুলি সুরক্ষা দেয়। ভিতরে যাত্রীদের গরম পানীয়, সামাজিক সেবার তথ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের ঠিকানা দেওয়া হয়। এই উদ্ভাবনী পদক্ষেপ থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, সহানুভূতির সঙ্গে নতুন ধারণা মেশালে শহরে যত্নের এক নতুন মডেল তৈরি হতে পারে।

শুধু বিদ্যুৎ আর বাতাসে বিমান

সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা প্লাজমা জেট প্রযুক্তি নিয়ে পরীক্ষা করছেন, যা ভবিষ্যতের বিমান চলাচলকে বদলে দিতে পারে। এই ইঞ্জিনগুলো জ্বালানি পোড়ানোর বদলে বাতাসকে সংকুচিত করে আয়নিত প্লাজমায় রূপান্তরিত করে, যা উচ্চগতিতে নির্গত হয়ে বিমানকে ওড়ার শক্তি দেয়। এই প্রযুক্তি পুরোপুরি বিদ্যুৎ ও বাতাস নির্ভর, যার অর্থ হল, যতক্ষণ শক্তি সরবরাহ থাকবে, বিমান ততক্ষণ আকাশে উড়তে পারবে। কোনও জ্বালানি ট্যাংকার নেই, কোনও রিফুয়েলিং নেই, কোনও দূষণ নেই। এই ধারণা বিমানের মূল ভিত্তিকেই চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। একসময় যা ছিল স্রেফ বিজ্ঞান কল্পকাহিনী, এখন তা বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভব মনে হচ্ছে।

স্থায়ী অধ্যক্ষ

চোপড়া, ২৮ নভেম্বর : চোপড়া কমলাপাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয় প্রায় আট বছর পর স্থায়ী অধ্যক্ষ পেল। ডঃ মধুসূদন কর্মকার শুক্রবার এই কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আগে তিনি ময়নাগুড়ি কলেজে অধ্যাপক ছিলেন।

সাজা

কিশনগঞ্জ, ২৮ নভেম্বর : বিবাহিতা এক মহিলাকে ধর্ষণের সাজা হিসেবে মহম্মদ সরফরাজ আলম নামে এক ব্যক্তিকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হল। কিশনগঞ্জ জেলা আদালতের অতিরিক্ত জেলা জজ (১) ও বিশেষ বিচারপতি সুরেশ কুমার এই রায় দিয়েছেন।

গয়না ছিনতাই

কিশনগঞ্জ, ২৮ নভেম্বর : কিশনগঞ্জ শহরের বাজারে একটি মলের কাছে শুক্রবার বিকেলে দুই দুষ্কৃতী গীতাদেবী নামে এক মহিলাকে বেহুঁশ করে তাঁর বেশকিছু গয়না নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। গীতা দেবী নামে ওই মহিলা এই নিয়ে সদর থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

খুনের পর

প্রথম পাতার পর

হতেই পুণ্ডিবাড়িতে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। একাধিক জমি কেনাবেচাতেও গোবিন্দর নাম উঠে আসছে। গোবিন্দর নামে কোথাও প্রশান্ত এবং সজল আর্থিক বিনিয়োগ করতে পারেন বলেও আশঙ্কা করছেন গোয়েন্দারা। নামে বা বেনামে থাকা গোবিন্দর সম্পত্তির খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন তাঁরা। পুলিশ সূত্রের খবর, স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দেহ মিলতেই প্রশান্ত বাদে ঘটনার দিন আবাসনে থাকা প্রত্যেকেরই কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তারমধ্যেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হবে বলেই আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রশান্ত ও সজল। দলের নেতাদের মদত না পেয়ে দলবল নিয়ে সজল অসমে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তার আগেই সোনাই, গোবিন্দ সহ কয়েকজনকে অসমের গোপন ডেরায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যেদিন সোনাই ধরা পড়ে সেদিন গোবিন্দও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি পালিয়ে যান এবং ফোন বন্ধ করে রাখেন। অন্য ধৃতদের জেরা করে পাওয়া ঠিকানায় হানা দিয়েও গোবিন্দকে ধরতে পারেনি পুলিশ। বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বিষ্ণুপুরের একটি বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করে পুলিশ।

গোবিন্দর গ্রেপ্তারির পর এদিনও ঘুরেফিরে এসেছে প্রশান্তর জামিনের প্রসঙ্গ। এফআইআরে নাম না থাকা পাঁচ অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হলেও কেন বিডিওকে ছাড় দিয়ে আগাম জামিনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। বড় কোনও প্রভাবশালীর চাপেই প্রশান্তর ক্ষেত্রে পুলিশ নমনীয় কি না সেটাই এখন পাড়ার চায়ের ঠেক থেকে কাছারি চত্বরের অন্যতম আলোচনার বিষয়।

ফের মৃত্যু বিএলও'র

বহরমপুর, ২৮ নভেম্বর : নদিয়ার চাপড়ার রিংকু তরফদার, বর্ধমানের নমিতা হাঁসদা'র পর মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের জাকির হোসেনের (৫৬)। কান্দি মহকুমার খড়গ্রামের বাসিন্দা জাকিরও স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের (এসআইআর) বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) ছিলেন। পরিবারের দাবি, কয়েকদিন ধরে রাত জাগার পাশাপাশি এনুমারেশন ফর্ম আপলোডের কাজ শেষ করতে না পারায় মানসিক যন্ত্রণায় ছিলেন তিনি। যে কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ায় মারা যান। ফের একজন বিএলও'র মৃত্যুর ঘটনায় নতুন করে শোরগোল ফেলেছে রাজ্য রাজনীতিতে। শুক্রবার পরিবারটিকে সমবেদনা জানানোর ফাঁকে ঘটনার জন্য কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তোলেন খড়গ্রামের বিধায়ক তথা মুর্শিদাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান তৃণমূল নেতা আশিস মার্জিত। তাঁর অভিযোগ, 'নির্বাচন কমিশনের নানান নির্বুদ্ধিতার জন্য জাকিরের মৃত্যু হয়েছে। বিজেপির কথায় কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। যার জন্য এমন ভদ্র, শিক্ষিত ব্যক্তিরা অকালে ঝরে যাচ্ছেন।'

আরও এক বিএলও'র মৃত্যুর ঘটনা ঘটল রাজ্যে। মৃত প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন জাকির। বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। শুক্রবার ময়নাতদন্তের পর জাকিরের দেহ কফিনবন্দি অবস্থায় বাড়ি নিয়ে আসা হয়। খড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের ঝিল্লি গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘা এলাকার ১৪ নম্বর বুথের বিএলও জাকির নোনাডাঙ্গার ২৩ নম্বর দিঘা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর পরিবারের দাবি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব এনুমারেশন ফর্ম জমা করা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন তিনি। কয়েকদিন ধরে রাত জেগে ফর্ম আপলোড করছিলেন। রাত জেগে কাজ করার জন্য তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। এমনকি চরম মানসিক যন্ত্রণায় দিন কাটছিল তাঁর। প্রায় ৮০০ ভোটারের মধ্যে ৬৩৯টি ফর্মের কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকদিন নির্বাচন কমিশনের তরফে চাপ আসছিল। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে অনলাইনে আপলোডের কাজ করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।

জঙ্গলে চিতাবাঘ শুমারি

প্রথম পাতার পর

এমন মর্মান্তিক ঘটনার শিকার হয় আড়াই বছরের এক শিশু। আলিপুরদুয়ার জেলার জটেশ্বরে ২০২৪ সালের অক্টোবরে এক মহিলাকে চিতাবাঘের তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপালের কথায় অবশ্য এর সঙ্গে চিতাবাঘের মানুষখেকো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। ভাস্কর জেভি বলেন, 'ওইসব স্থানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘগুলির দৃষ্টিশক্তির সমস্যাই মূলত উঠেছিল লোকালয়ে চলে আসার পিছনে। নিজের থেকে ছোট আকারের শিশুদের ভুল করে শিকার ভেবে ওরা হামলা করেছে। মানুষ কখনোই চিতাবাঘের স্বাভাবিক শিকার নয়।' চিতাবাঘের সংখ্যা কী হারে বেড়েছে, তার উদাহরণ আগের দুটি শুমারি। ২০১৮ সালের গণনায় ৮৩টি চিতাবাঘের অস্তিত্ব মিলেছিল উত্তরবঙ্গে। ২০২২ সালের শেষ গণনায় ২৩৩টি চিতাবাঘের সন্ধান মিলেছিল। তখনও অবশ্য গণনা হয় শুধু জঙ্গলে। এবারে সংখ্যা যে অনেক বাড়বে, তা নিয়ে সংশয় নেই বনকর্তাদের। বন দপ্তর জানিয়েছে, শুধু চিতাবাঘ নয়, বাঘ গণনাও হতে চলেছে।

গণনার প্রশিক্ষণের জন্য বিভাগীয় বনাধিকারিক, রেঞ্জ অফিসার প্রমুখ ১২ জনের একটি দলকে অসমের শোনিতপুর জেলায় নামেরি ব্যাঘ্র সংরক্ষণকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। তারা ফিরে এসে উত্তরবঙ্গের বনকর্মীদের প্রশিক্ষিত করবে। এতে যুক্ত করা হচ্ছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে। ট্র্যাপ ক্যামেরায় বন্দি সমস্ত ছবি ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে বিশেষ সফটওয়্যারে যাচাই করতে দেরাদুনের 'ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া'য় পাঠানো হবে। বনকর্তাদের বক্তব্য, চিতাবাঘ সাধারণত ২০ থেকে ২২ কিলোমিটার এলাকায় ঘোরাফেরা করে। তবে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় ওই দূরত্বকে টপকে যেতে দেখা গিয়েছে। এখন গ্রীষ্মকালেও মানুষের ওপর আক্রমণ করছে চিতাবাঘ। যা আগে বেশি ছিল শীতের সময়। কিছু চিতাবাঘ আবার চা বাগানের বাইরে বের হচ্ছে না বলে পর্যবেক্ষণ রয়েছে বন দপ্তরের। এতে একই পরিবারের মধ্যে প্রজনন ঘটায় জিনগত সমস্যা হচ্ছে কি না, সেটাও প্রশ্ন। যদিও বন দপ্তর যে গণনা করতে যাচ্ছে, তাতে এসব মূল্যায়নের সুযোগ আছে বলে কোনও খবর নেই।

জোড়া দেহ উদ্ধার, ধৃত ৩

কিশনগঞ্জ, ২৮ নভেম্বর : খুনের পর মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছিল দেহ। অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করে জেরার পর শুক্রবার ধনটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পিপলা-মুলাবাড়ি গ্রামের একটি শাল বাগানে মাটি খুঁড়ে মহম্মদ মহবুব আলমের (৪০) দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। তিনি দুই মাস ধরে নিখোঁজ ছিলেন। জমি কেনাবেচা সংক্রান্ত বিবাদে তাঁকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধৃত তিনজন মৃতের বন্ধুস্থানীয়।

অন্যদিকে, কিশনগঞ্জের পোয়াখালি থানার মিরভিত্তা গ্রাম সংলগ্ন এলাকা থেকে অশোক সাহা (৪০) নামে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতের ভাই আনন্দ সাহার অভিযোগ, তাঁর দাদাকে খুন করা হয়েছে। পোয়াখালি থানার আইসি অঙ্কিত সিং জানান, সমস্তদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুটি দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

প্রশ্নে রুষ্ট মন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, 'কালিম্পংয়ে পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে প্রচুর সুযোগ রয়েছে। পর্যটনস্থলগুলি নিয়ে প্রচারের পাশাপাশি নতুন নতুন পর্যটনস্থল তৈরিও হতে পারে। সেটা না হওয়ায় পর্যটকরা এখানে এক রাতের বেশি থাকেন না। ফলে ব্যবসা বাড়ে না।'

ব্যবসায়ী সংগঠন ফোসিনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস ইএসআই পরিষেবা নিয়ে সরব হন। বলেন, 'উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকরা ইএসআই খাতে নিয়মিত টাকা দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। নার্সিংহোমগুলো আগের মতো পরিষেবা দেয় না।' সিনার্জিতে উপস্থিত শ্রম দপ্তরের এক আধিকারিক তাঁকে তখন জানান, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। তিন মাসের মধ্যে ফুলবাড়ির ইএসআই হাসপাতাল চালু হবে।

ব্রিজকিশোর প্রসাদ নামে এক শিল্পপতির অভিযোগ ছিল, 'পাথরঘাটার ভেতরে বড় হোটেল তৈরি করেছি। সেখানে বেশ কয়েকটি নামী বেসরকারি স্কুলও রয়েছে। কিন্তু জাতীয় সড়ক থেকে ওই এলাকা পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা ভাঙাচোরা। দ্রুত মেরামতি প্রয়োজন।' তাঁর সংযোজন, 'মাটিগাড়ায় জাতীয় সড়কের পাশেই দ্বিতীয় হোটেল তৈরি করতে গিয়ে প্রশাসনিক টালবাহানার শিকার হচ্ছি। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও বন দপ্তর শংসাপত্র দিচ্ছে না।'

তৎক্ষণাৎ বিষয়টি দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন রাজেশ পান্ডে।

আসাদুল্লাহ-এনারুল বিবাদে ত্রস্ত কালিয়াচক

মালদা, ২৮ নভেম্বর : কালিয়াচক যেন পুরোনো কালিয়াচকে ফিরছে। গত তিনদিনে একের পর এক ঘটনা যেন সেটাই প্রমাণ করছে। গত তিনদিনে তিনটি ঘটনায় পাঁচজন খুন হয়েছেন। পাশাপাশি গোষ্ঠীকোন্দলে বৃষ্টির মতো বোমাবাজি, গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। আর প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এলাকার জাঁদরেল তৃণমূল নেতা আসাদুল্লাহ বিশ্বাস আর এনারুল শেখের নাম উঠে আসছে।

মোজমপুরের ঘটনা নিয়ে মালদা জেলা পুলিশ যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে তা চমকে ওঠার মতো। মোজমপুরের গোলাগুলি কাণ্ডে তাতে সরাসরি আসাদুল্লাহ বিশ্বাস ও এনারুল শেখের গোষ্ঠীকোন্দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, '২৭ নভেম্বর সকাল ৮টায়, কালিয়াচক থানার আওতাধীন মোজমপুর বালুগ্রাম থাকটলি এলাকায় গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখতে পায় যে, আসাদুল্লাহ বিশ্বাস গোষ্ঠী বনাম এনারুল গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। পুলিশকে দেখে দুর্বৃত্তরা কাছের লিচু ও আম বাগানের দিকে পালিয়ে যায়। ধাওয়া করে পুলিশ একজনকে আটক করতে সক্ষম হয় ...।' আসলে এই প্রথম পুলিশের তরফে দুই গোষ্ঠীর বিবাদের কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, কয়লা ব্যবসায়ীকে গুলি করে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ফিরোজ শেখ নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনায় আরও কয়েকজনের জড়িত থাকার ইঙ্গিতও মিলেছে। বেআইনি কারবারের তত্ত্বও উঠেছে।

তিনদিনে পাঁচ খুন

কালিয়াচক প্রসঙ্গে ফেরা যাক। আসাদুল্লাহ আর এনারুলের বিষয়ে তথ্য খতিয়ে দেখতে গিয়ে নানা তথ্য উঠে আসছে। আসাদুল্লাহ একসময় কালিয়াচকের ডন হিসাবে পরিচিত ছিলেন। বহুদিন আগে অর্থাৎ বাম জামানাতেও আসাদুল্লাহ কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় ছিলেন। বাম জামানার শেষদিকে তিনি সিপিএমের ছত্রছায়ায় চলে আসেন। ২০১১ সালে রাজ্যের পট পরিবর্তনের পর তিনি দল পরিবর্তন করে তৃণমূল কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় চলে আসেন। যদিও এই সময় তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি কমতে শুরু করে। গ্রেপ্তারও হন। দীর্ঘদিন হাজতবাসের পর সম্প্রতি ফের সক্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি।

কিন্তু হাজতবাস থেকে বের হয়ে এসে তিনি দেখতে পান, একসময়ের ডান হাত এনারুল আস্তে আস্তে তাঁর সাম্রাজ্যে থাবা বসিয়েছেন। তবে, পরিবর্তন করা হয়েছে সাম্রাজ্য বিস্তারের পদ্ধতি। কী সেই পদ্ধতি? খোঁজ দিতে গিয়ে জানা গেল, আসাদুল্লাহ মূলত জমিজমা কেনাবেচা নিয়েই গোটা কালিয়াচককে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। আর তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরই ডান হাত এনারুল মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। তাঁর সেই সাম্রাজ্য মালদা ছাড়িয়ে বিস্তার করেছে দিল্লি, মুম্বই থেকে মণিপুর, বাংলাদেশ পর্যন্ত।

বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমত, 'আসাদুল্লাহ কখনও কংগ্রেস, কখনও তৃণমূল, আবার কখনও সিপিএমের ছত্রছায়ায় থেকেছেন। আসলে এঁরা রাজনৈতিক নেতা নন, এঁরা কখনও জমি মাফিয়া, কখনও মাদক মাফিয়া। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি এঁদের নেতা করার চেষ্টা করে। আর ভোগান্তি হয় সাধারণ মানুষের।'

তামাশা ও ধাঁধার জালে সত্যের

প্রথম পাতার পর

তা দেশের আর কোথাও হয়নি।

কী আজব ধাঁধা রে ভাই, কী আজব ধাঁধা! এসএসসি'র নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় হাজার হাজার শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। সেই এসএসসি নাকি গঙ্গার মতো স্বচ্ছ! এর চেয়ে মহাতামাশা আর কী হতে পারে বলুন তো! এত এত লোকের চাকরির নিশ্চয়তা যে সংস্থা দিতে পারে না, তাকে কোটি কোটি টাকা খরচে পুষে কার কী লাভ কে জানে! টাকাটা সরকারের ঘরে থাকতে পারে, দিয়েছেন তো আপনি।

জনগণের সেই টাকায় পরীক্ষার নামে মোচ্ছব হয়েছে। আশার আলো জ্বালিয়ে উৎসব করা হয়েছে। সেই আলো ক্রমে নিভু নিভু। কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ আলো-আঁধারিতে ঘেরা। অথচ পরীক্ষা হল আদালতের নির্দেশ মেনে। শীর্ষ আদালতের বেঁধে দেওয়া নিয়মে। এখন যেসব অভিযোগে মামলা হচ্ছে, তা পরীক্ষা পর্বের আগেও উঠেছিল। যেমন অভিজ্ঞদের বাড়তি ১০ নম্বর দেওয়া কিংবা শূন্যপদ বাড়িয়ে দীর্ঘদিন যাঁরা শিক্ষকতা করলেন, তাঁদের সঙ্গে নতুন চাকরিপ্রার্থীদের এক বেঞ্চে বসিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ।

পরীক্ষা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে বলে আদালত তখন হস্তক্ষেপ করল না। এখন আদালত প্রশ্ন করছে, শূন্যপদ কেন বাড়ানো হল? নতুন ও পুরোনো চাকরিপ্রার্থী মিলিয়ে কেন মুড়ি-মুড়কি এক দর করা হল? এসব প্রশ্নে আগে হস্তক্ষেপ করলে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত নাও হতে পারত। মহামান্য আদালতের কথা শেষকথা। কিন্তু সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করা যায়, এই বিড়ম্বনা কি ঠেকানো যেত না?

তামাশা যেন চারদিকেই। যতদিনই ভারতে থাকুন না কেন, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে এসআইআর-এ আপনাকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। নিদেনপক্ষে বাপ-ঠাকুরদা অথবা মাতৃকুলের দাদু-দিদার ২০০২-এর 'লিংক' চাই। নাহলে কী হবে? ১১ নথির তালিকা দেওয়া আছে বটে। কিন্তু শুনানিতে কোন কোন ঠিকুজি-কোষ্ঠী নিয়ে হাজির হতে হবে, কোন নথিতে লিংক মিলবে ভেবে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন অনেকে।

আধার নিয়েও কত আঁধার! প্রথম বলা হল, ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আধার কার্ড কোনও গ্রাহ্য নথিই নয়। এই কার্ড দিয়ে নাগরিকত্বের প্রমাণ হবে না। সুপ্রিম কোর্ট শেষে বলল, আধার কার্ড অন্তত বিবেচনায় রাখুক নির্বাচন কমিশন। কিছুটা যেন অনিচ্ছায় রাজি হল কমিশন, কিন্তু শুধু ওটা প্রামাণ্য নথি নয় বলেও দিল। অথচ এখন বলা হচ্ছে, নতুন ভোটারদের তালিকায় নাম তুলতে আধার কার্ড অবশ্য চাই।

আধার কার্ড ছাড়া নাকি নতুন ভোটার কেউ হতে চাইলে তাঁর ভবিষ্যৎ আঁধারে! কখনও আধার কার্ড আঁধারে, কখনও আধার কার্ডে উজ্জ্বল আলো! রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'এ কেমন রঙ্গ জাদু/ এ কেমন রঙ্গ...।' এসএসসি শুধু নয়, টেট উত্তীর্ণ ৩২ হাজারের ভবিষ্যৎ ঝুলছে আদালতে। আইনের গেরোয় শেষপর্যন্ত এসএসসি'র ২৬ হাজারের মতো তাঁদের পরিণতি হবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু ঘোর অনিশ্চয়তা যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই।

মাঝে মাঝে ইডি, সিবিআইয়ের জেগে ওঠাও এক ধাঁধা। কেননা, সেই সক্রিয়তার কোনও ধারাবাহিকতা থাকে না। হঠাৎ ঝাড়খণ্ড, বাংলার ৪৪ জায়গায় তল্লাশি হল সম্প্রতি। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর পর তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়েকে ডেকে পাঠানো হল। মাঝে মনে হল মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার গ্রেপ্তার বোধহয় সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু মোক্ষম মোক্ষম সময়ে ইডি, সিবিআইয়ের নীরব হয়ে যাওয়া বড় রহস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার জেরে হাজার হাজার শিক্ষকের জীবন এখন দুর্বিষহ। অথচ সেই মামলায় অভিযুক্ত কেষ্টবিষ্টু পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্যরা আর জেলে নেই। দুর্নীতির তদন্ত, দুর্নীতির মামলা রহস্যজালে ঢাকা।

শিক্ষকদের মারামারি

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি ম্যানেজিং কমিটির মিটিং হয়েছিল। সেদিন কতজন শিক্ষক ছুটিতে ছিলেন তা আমি স্কুলের টিচার ইনচার্জের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। তারপর থেকেই স্কুলের শিক্ষক সরিত মজুমদার আমাকে রূঢ়ভাবে ধমকেছেন।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'সরিত আমাকে স্কুলের বাইরে প্রাণে মেরে দেওয়ার ও আমার মেয়েকে অপহরণেরও হুমকি দিয়েছেন। তবে আমি কোনও প্রতিবাদ করিনি।' এদিনের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয় যে সরিত কমন রুমে এসে আমাকে শার্ট খুলে ঘুসি মারেন। এমনকি আমার পরিবারের ক্ষতি করারও হুমকি দেন। সেসময় উপস্থিত আরও কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করেন।'

পরিস্থিতি সামাল দিতে এদিন স্কুলে এসে পৌঁছায় প্রধাননগর থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই পুরো বিষয়টি জানিয়ে প্রধাননগর থানায় সরিত মজুমদারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন সন্তোষকুমার ত্রিপাঠী।

পরীক্ষা চলাকালীন কীভাবে স্কুলের ভেতরে এরকম ঘটনা ঘটল তা নিয়ে জানতে চাওয়া হলে টিআইসি কল্যাণ দাস বলেন, 'এদিন স্কুলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এসেছিল। আগামীকাল আবার আসবে বলেছে। এর থেকে বেশি আমি আর কিছু বলতে পারব না।'

সরকারি স্কুলে এখন পড়ুয়া ভর্তি করানো একপ্রকার চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। পড়াশোনার পাশাপাশি যাতে শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মসূচিও স্কুলে করা হয় সেই নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। এই পরিস্থিতিতে স্কুলের ভেতরে শিক্ষকরা যদি মারামারি করেন তাহলে পড়ুয়ারা কী শিখবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকরা। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কীভাবে স্কুলের পরিস্থিতি এতটা উত্তপ্ত হয়ে উঠল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সন্তোষকুমার ত্রিপাঠীর অভিযোগ নিয়ে এদিন সরিত মজুমদারকে ফোন করা হলে তিনি ফোন তোলেননি। যদিও স্কুলের ভেতরে এরকম ঘটনা খুব দুঃখজনক বলে জানিয়েছেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (উচ্চমাধ্যমিক) বালিকা গোলে। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, 'এরকম যে ঘটনা ঘটেছে সেব্যাপারে আমি উত্তরবঙ্গ সংবাদ থেকেই জানতে পারলাম। বিষয়টি খোঁজ নেব।' শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেছেন, 'আমরা অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনা তদন্ত করে দেখা হবে।'

স্কুলের ভেতরে এই ঘটনায় যে পড়ুয়াদের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা নিয়ে নিশ্চিত স্কুলের বাকি শিক্ষকেরাও। প্রকাশ্যে মুখ না খুলতে চাইলেও শিক্ষকদের একাংশ জানিয়েছে, স্কুল কমিটি এই ঘটনায় কড়া ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে আরও বড় ঘটনা ঘটবে। যার প্রভাব সরাসরি স্কুলের পড়ুয়াদের ভর্তির উপর পড়বে বলে মনে করছে তারা।

এশিয়া কাপে নেতৃত্বে আয়ুষ

মুম্বই, ২৮ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের দল ঘোষণা ভারতের। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র প্রথম দুই ম্যাচে বড় রান করতে ব্যর্থ হলেও দলে রইলেন বৈভব সূর্যবংশী। নেতৃত্বে আয়ুষ মাত্রে।

১২ ডিসেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হবে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ। তার জন্য শুক্রবার ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। অধিনায়ক আয়ুষের ডেপুটি নিবাচিত হয়েছেন বিহান মালহোত্রা। এই দলে মূলত তাঁদেরই রাখা হয়েছে, যাঁরা এই বছর ইংল্যান্ড সফরে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন।

দলে বৈভবও

মুস্তাক আলির প্রথম দুই ম্যাচ মিলিয়ে বৈভব করেছেন ২৭ রান। তবুও বিহারের ১৪ বছরের ব্যাটারের ওপর আস্থা হারাচ্ছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। আসলে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ এবার ৫০ ওভারের। সেদিক থেকে দেখলে ইংল্যান্ড সফরে একদিনের ম্যাচগুলিতে ব্যাট হাতে ঝলক দেখিয়েছিলেন বৈভব।

এবার এশিয়া কাপেও তাঁর কাছে বড় প্রত্যাশা থাকবে। ১৫ সদস্যের মূল দলের পাশাপাশি স্ট্যান্ডবাই হিসাবে ৪ ক্রিকেটারকে রাখা হয়েছে।

আগামী বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ্ব-১৯ একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ। এই এশিয়া কাপ তার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে ছোটদের এই এশিয়া কাপেও ভারতের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে পাকিস্তান। দুবাইয়ে ছোটদের ভারত-পাকিস্তান মহারণ ১৪ ডিসেম্বর। ভারত অবশ্য টুর্নামেন্টে অভিযান শুরু করছে ১২ ডিসেম্বর।

মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ১৩ রানেই আটকে গেলেন বৈভব সূর্যবংশী।

ভারতীয় স্কোয়াড

আয়ুষ মাত্রে (অধিনায়ক), বৈভব সূর্যবংশী, বিহান মালহোত্রা (সহ অধিনায়ক), বেদান্ত ত্রিবেদী, অভিজ্ঞান কুণ্ডু (উইকেটকিপার), হরবংশ সিং পাঙ্গালিয়া (উইকেটকিপার), যুবরাজ গোহিল, কণিষ্ক চৌহান, খিলান প্যাটেল, নমন পুষ্পক, দীপেশ দেবেন্দ্রন, হেনিল প্যাটেল, কিষান কুমার সিং, উদ্ধভ মোহন ও অ্যারন জর্জ।

স্ট্যান্ডবাই

রাহুল কুমার, জেগানাথন হেমচুদেশান, বিকে কিশোর ও আদিত্য রাওয়াত।

বিদর্ভের বিরুদ্ধে ৪৯ বলে শতরানের পর মুম্বইয়ের আয়ুষ মাত্রে।

রোহিতকে টপকে রেকর্ড মাত্রের

রান পেলেন না সঞ্জু, অভিষেক

লখনউ, ২৮ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের নেতৃত্ব পাওয়ার দিনেই আরও একবার নিজের প্রতিভার পরিচয় দিলেন আয়ুষ মাত্রে। ওপেন করতে নেমে ৫৩ বলে ১১০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেললেন। ৮টি বাউন্ডারি এবং সমসংখ্যক ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস। কনিষ্ঠতম হিসেবে রোহিত শর্মার (১৯ বছর ৩৩৯ দিন) রেকর্ড ভেঙে ঘরোয়া ক্রিকেটে তিন ফরম্যাটে শতরানের নজির গড়লেন মাত্রে (১৮ বছর ১৩৫ দিন)।

যার ওপর ভর করে ১৩ বল হাতে রেখে বিদর্ভের বিরুদ্ধে মুম্বই ৩ উইকেটে ১৯৪ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয়। তবে মুম্বইয়ের হয়ে রান পাননি আজিঙ্কা রাহানে (০)। সূর্যকুমার যাদব ৩০ বলে ৩৫ রান করেন। শিবম দুবে ১৯ বলে ৩৯ রানে অপরাজিত থাকেন। বল হাতেও তিনি ৩ উইকেট পেয়েছেন।

হায়দরাবাদের জিমখানা মাঠে হরিয়ানা সুপার ওভারে হারায় পাঞ্জাবকে। হরিয়ানা প্রথমে ৯ উইকেটে ২০৭ রান তোলে। জবাবে পাঞ্জাব আটকে যায় ২০৭/৯ স্কোরে। রান পাননি আইসিসি-র টি২০ র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বরে থাকা অভিষেক শর্মা (৬)। পরে সুপার ওভারেও অভিষেককে প্রথম বলেই তুলে নেন অংশুল কম্বোজ। লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে রেলওয়েজের কাছে ৩২ রানে হেরেছে কেরল। গত ম্যাচে অর্ধশতরান করলেও এদিন রান পাননি সঞ্জু স্যামসন (২৫ বলে ১৯)।

এদিকে, ইডেন গার্ডেন্সে বিহারের হয়ে ফের ব্যর্থ হলেন ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী। এদিন মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে চার ও ছক্কায় ইনিংস শুরু করলেও ১৩ রানে আটকে যান তিনি। মধ্যপ্রদেশের ১৭৪/৮ স্কোরের জবাবে বিহার অল আউট হয় ১১২ রানে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন তারকা ভেঙ্কটেশ আইয়ার মধ্যপ্রদেশের হয়ে ৫৫ রান করেন।

অন্যদিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে হায়দরাবাদকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে মহারাষ্ট্র। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচে ৩৬ বলে ৬৬ রান করেন পৃথ্বী শ। যার সুবাদে ১৮.৪ ওভারে মহারাষ্ট্র ১৯২ রান তুলে নেয়। অর্শিন কুলকার্নি ৫৪ বলে ৮৯ রানে অপরাজিত ছিলেন।

বিদেশ সফরে ব্যস্ত নির্বাচক কমিটির প্রধান

রনজিতে ‘নজর’ নেই আগরকারের

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : টেস্টে লাল বলের স্পেশালিস্ট প্রয়োজন।

উলটো পথে হাঁটতে গিয়ে ডুবেছে গৌতম গম্ভীরের ভারত। দলের থিংকট্যাংকের সঙ্গে যার দায় নির্বাচক কমিটিরও। বিশেষত নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের। ঘরের মাঠে ভরাডুবির পর প্রশ্নের মুখে গম্ভীরের সঙ্গে আগরকারও। অভিযোগ, রনজি ট্রফি ক্রিকেট দেখার বদলে ভারতীয় দলের সঙ্গে বিদেশ সফরেই বেশি ব্যস্ত থাকেন আগরকার।

দল নির্বাচনেও তার প্রতিফলন। রনজির মতো প্রতিযোগিতায় সফল ক্রিকেটাররা পর্দার আড়ালে থেকে যাচ্ছেন। তাঁদের দিকে সেভাবে নজর পড়ছে না। আইপিএল, সাদা বলের ফরম্যাটের চাকচিক্যে ঢাকা পড়েছেন লাল বলের স্পেশালিস্ট, অভিজ্ঞ তারকারা। হাতের সামনেই উদাহরণ মহম্মদ সামি-গম্ভীর বিতর্ক।

সম্প্রতি ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের সময় কলকাতায় হাজির ছিলেন আগরকার। একই সময়ে কলকাতার অদূরে কল্যাণীতে বাংলার রনজি ম্যাচ ছিল। দলে ছিলেন মহম্মদ সামি। ভারতীয় দলের বাইরে যাঁকে রাখা নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক হয়েছে। নির্বাচকদের ‘আনফিট’ দাবি উড়িয়ে তোপ দাগেন সামি। সেক্ষেত্রে সামির ফিটনেস দেখে নেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু কল্যাণী যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি আগরকার!

গত এক বছরে অস্ট্রেলিয়া, দুবাই, ইংল্যান্ড, দুবাই (দ্বিতীয়বার), অস্ট্রেলিয়া (দ্বিতীয়বার) গিয়েছেন। এর মধ্যে একাধিক সফরে সতীর্থ নির্বাচক শিবসুন্দর দাসও তাঁর সঙ্গী। এর মধ্যে সাদা বলের জোড়া সিরিজের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় দেশের মাটিতে রনজি ট্রফি চলছিল। কিন্তু বিদেশ সফরকেই অগ্রাধিকার।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরমহলে যা নিয়ে অসন্তোষও প্রকাশ করেন এক শীর্ষ আধিকারিক। অভিযোগ করেন, রনজির মতো দেশের একনম্বর লাল বলের টুর্নামেন্টকে সময় দিচ্ছেন না আগরকার। ভুল বলেননি। শেষবার রনজি ম্যাচ দেখেছেন গতবছর! অথচ খেলোয়াড়দের বাধ্য করা হচ্ছে রনজি খেলতে। দল নির্বাচনেও তার প্রভাব। পরিসংখ্যান গুরুত্ব পাচ্ছে। আড়ালে থেকে যাচ্ছে টেস্টসুলভ টেকনিক, টেম্পারামেন্ট।

ফলস্বরূপ, নীতীশকুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানারা ঢুকে পড়ছেন টেস্ট দলে! রনজিতে ধারাবাহিক সাফল্যের পর উপেক্ষিত সরফরাজ খান, অভিমন্যু ঈশ্বরন, করুণ নায়ার, রজত পাতিদার, বাবা ইন্দ্রজিৎরা। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে যার প্রভাব সবার সামনে। সাইমন হার্মারের স্পিন বা মার্কো জানসেনের পেস সামলানোর মতো টেকনিক ও মানসিকতা দেখা যায়নি।

রবিন উথাপ্পার গলাতে সেই সুর। তিনি বলেছেন, ‘ব্যাটিং অর্ডারে ধারাবাহিকতা ছিল না। বারবার পরিবর্তন হচ্ছিল। হাতেগোনা কয়েকজন স্পেশালিস্ট ক্রিকেটার, একঝাঁক অলরাউন্ডার-সমস্যাগুলি অস্বীকার করা যাচ্ছে না। টেস্ট স্ট্যাটেজি নিয়ে নতুন করে ভাবা উচিত। গোতি (গৌতম গম্ভীর) সাদা বলে ভালো করছে। লাল বলে কিন্তু ভিন্ন ছবি। প্রশ্ন উঠতেই পারে, টেস্ট নিয়ে কী কাজ করছে ও?’

বিশ্বজয়ী কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত ফের নিশানা করেছেন গম্ভীরকে। দাবি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে কার্যত বাধ্য করা হয়েছে অবসর নিতে। শুভমান গিলকে অধিনায়ক করা নিয়ে চাপ তৈরি করা হয়। রোহিত সরে দাঁড়ানোর পর বিরাটকে অধিনায়ক করা উচিত ছিল। অথচ, এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হল, বিরাট বাধ্য হল সিরিজের ২ দিন আগে অবসর নিতে!

> ব্যাটিং অর্ডারে ধারাবাহিকতা ছিল না। বারবার পরিবর্তন হচ্ছিল। হাতেগোনা কয়েকজন স্পেশালিস্ট ক্রিকেটার, একঝাঁক অলরাউন্ডার—সমস্যাগুলি অস্বীকার করা যাচ্ছে না। টেস্ট স্ট্যাটেজি নিয়ে নতুন করে ভাবা উচিত। গোতি (গৌতম গম্ভীর) সাদা বলে ভালো করছে। লাল বলে কিন্তু ভিন্ন ছবি। প্রশ্ন উঠতেই পারে, টেস্ট নিয়ে কী কাজ করছে ও? -রবিন উথাপ্পা

কামিন্স, জোশকে ছাড়াই গোলাপি টেস্টে অজিরা

ব্রিসবেন, ২৮ নভেম্বর : পারথ টেস্টে ফেরার সম্ভাবনা ছিল না।

সম্ভবও হয়নি। ৪ ডিসেম্বর শুরু ব্রিসবেনের দিনরাতের টেস্টের ঘোষিত ১৪ জনের দলেও নেই তাঁর নাম। ম্যাচ ফিট হয়ে কবে অস্ট্রেলিয়া দলে ফিরবেন, তা নিয়ে প্রবল ধোঁয়াশা। জোশ হ্যাজেলউড নিজেও নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না। আশাবাদী পাঁচ ম্যাচে অ্যাসেজের শেষদিকে হয়তো খেলার মতো জায়গায় পৌঁছে যাবেন। মিচেল স্টার্কদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরীক্ষা নেবেন ইংরেজ ব্যাটারদের।

ইতিমধ্যেই নেটে বোলিং শুরু করেছেন। ক্রমশ স্বাভাবিক বোলিং ছন্দে ফেরার পথে। কিন্তু টেস্টের ধকল নিতে যে ফিটনেস দরকার, এখনও তা হয়নি। নিটফল অপেক্ষা দীর্ঘ। হ্যাজেলউড বলেছেন, ‘ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। বোলিং শুরু করেছি। দৌড়োচ্ছি, সবকিছু ঠিকঠাকই চলছে। তবে নিশ্চিত করে ফেরার দিনক্ষণ বলা কঠিন। আশা করছি অ্যাসেজের শেষদিকে ফিরতে পারব। আশা করি, তখন দল চালকের আসনে পৌঁছে যাবে।’

অপেক্ষা লম্বা প্যাট কামিন্সেরও। গতকাল নবাগত পেসার ব্রেন্ডন ডগেট আশার কথা শুনিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, কামিন্স চেনা ছন্দেই নেটে বল করছেন। যা ব্রিসবেনের দিনরাতের টেস্টে কামিন্সের ফেরার সম্ভাবনা উজ্জ্বল করেছিল। যদিও হ্যাজেলউডের মতো অধিনায়ককে নিয়ে ধীরে চলোর পক্ষেই অজি নির্বাচক কমিটি। ফলস্বরূপ পিঙ্ক বল টেস্টের জন্য এদিন ঘোষিত ১৪ জনের দলে নেই কামিন্স। পারথের দলই অপরিবর্তিত রেখেছে জর্জ বেইলির নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি।

হ্যাজেলউড অবশ্য কামিন্সকে নিয়ে আশার কথা শোনান এদিন। বলেছেন, ‘গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সবরকম প্রয়াস চালাচ্ছে কামিন্স। ঘাম ঝরাচ্ছে। মঙ্গলবারও গোলাপি বলে প্র্যাকটিস করতে দেখেছি। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে ওর।’ সূত্রের খবর, হ্যাজেলউডকে নিয়ে দোলাচল থাকলেও কামিন্স সম্ভবত অ্যাডিলেডে (১৭ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত তৃতীয় টেস্টেই ফিরবেন।

এদিকে, রিকি পন্টিং সর্বকালের সেরা অস্ট্রেলিয়া একাদশ বেছে নিয়েছেন। বর্তমান প্রজন্মে অজি ক্রিকেটের মুখ ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভেন স্মিথ, স্টার্কদের মধ্যে কেউ সুযোগ পাননি। নেই ডেনিস লিলি, গ্রেগ চ্যাপেলরাও! সেরা একাদশে নিজের সময়ের ক্রিকেটারদেরই গুরুত্ব দিয়েছেন। এগারো জনের মধ্যে দশজনই পন্টিংয়ের সতীর্থ! বাকি জন-স্যর ডন ব্র্যাডম্যান। নিজেকে অবশ্য রাখেননি।

পন্টিংয়ের কথায়, অনেকেই পক্ষপাতদুষ্ট দল মনে করতে পারেন। কিন্তু তিনি এমন একঝাঁক চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটারের সঙ্গে খেলেছেন, যাঁদের বাইরে রাখা সম্ভব নয়। পন্টিংয়ের সর্বকালের সেরা দলটি এই রকম : জাস্টিন ল্যাঙ্গার, ম্যাথু হেডেন, ডন ব্র্যাডম্যান, ড্যামিয়েন মার্টিন, মাইকেল হাসি, অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস, অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, শেন ওয়ার্ন, ব্রেট লি, জেসন গিলেসপি ও গ্লেন ম্যাকগ্রাথ।

বোলিং অনুশীলন চালিয়ে গেলেও ব্রিসবেন টেস্টে নামা হচ্ছে না প্যাট কামিন্সের।

৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা সক্ষম চৌধুরী। হায়দরাবাদে শুক্রবার।

সক্ষম-সামিতে গুজরাট দখল লক্ষ্মীর বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : বরোদার পর এবার গুজরাট। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে এগিয়ে চলেছে বাংলা। শুক্রবার হায়দরাবাদের উপ্পলের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে গুজরাটকে তিন উইকেটে হারিয়ে জয়ের ধারা বজায় রাখল টিম বাংলা। প্রথমে ব্যাটিং করে মহম্মদ সামি (৩১/২), সক্ষম চৌধুরী (১৬/৩), সায়ন ঘোষদের (২৬/২) দাপটে ১৮.৩ ওভারে ১২৭ রানে অল আউট হয়ে যায় গুজরাট। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে শুরুর দিকে চাপে পড়লেও জিততে সমস্যা হয়নি বাংলার। ৭ বল বাকি থাকতে ১৩০/৭ করে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা। বল হাতে তিন উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট করতে নেমে ৬ বলে ৮ রানে অপরাজিত থাকেন ম্যাচের সেরা সক্ষম।

ক্রুণাল পান্ডিয়ার বরোদাকে প্রথম ম্যাচে হেলায় হারিয়ে দেওয়ার পর

গুজরাট-১২৭
বাংলা-১৩০/৭
৩ উইকেটে জয়ী বাংলা

আজ গুজরাট ম্যাচে বাংলার সামনে কাঁটা হিসেবে ছিলেন উর্ভিল প্যাটেল (২০)। শেষ ম্যাচে ৩০ বলে শতরান করেছিলেন তিনি। যদিও আজ উর্ভিল রান পাননি। সক্ষমের বলে তিনি ফেরার পরই গুজরাট ব্যাটিংয়ে ধস নামে। আর্য দেশাইদের কেউই বাংলার বোলারদের সামনে লড়াই করতে পারেননি। বিশেষ করে বাংলার তিন জোরে বোলার সামি-সক্ষম-সায়নের সামনে তাঁদের বড্ড অসহায় লেগেছে আজ। ১২৭ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে ব্যাটিং করতে নেমে শুরুতেই শেষ ম্যাচের সেরা অভিষেক পোড়েল (১৪) ফিরে যান। অন্য ওপেনার করণ লালও (১৭) আজ বড় রান পাননি। জঘন্য শট খেলে বাংলার ব্যাটাররাও দলকে চাপে ফেলেছিলেন। পরে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৩৪) ও অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ (অপরাজিত ১৯) দলকে ভরসা দেন। রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজ ব্যাটিংয়ের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। ম্যাচ জয়ের পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য হয়তো আদর্শ ছিল না। কিন্তু শুরুতেই আমাদের বোলাররা ওদের ধাক্কা দেওয়ার কাজটা করে দেয়। এই সাফল্য পুরো দলেরই। তবে ব্যাটিং নিয়ে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।’

> পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য হয়তো আদর্শ ছিল না। কিন্তু শুরুতেই আমাদের বোলাররা ওদের ধাক্কা দেওয়ার কাজটা করে দেয়। এই সাফল্য পুরো দলেরই। তবে ব্যাটিং নিয়ে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বর্ষশেষে স্মৃতিদের শ্রীলঙ্কা সিরিজ

মুম্বই, ২৮ নভেম্বর : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ দিয়ে বিশ্বকাপ পরবর্তী অভিযান শুরু করবে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল।

আগামী মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি সিরিজ খেলার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সিরিজটি স্থগিত করা হয়েছে। তার পরিবর্তে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ খেলতে চলেছে স্মৃতি মান্ধানারা।

২১ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে সিরিজের পাঁচটি ম্যাচ খেলা হবে। প্রথম দুই ম্যাচ হবে ভাইজাগে। বাকি তিনটি ম্যাচ হবে তিরুবনন্তপুরমে। এই সিরিজকে আগামী বছরের টি২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবেই দেখছে দুই দল। গত টি২০ বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছিল ভারত। ঘরের মাঠে সদ্যসমাপ্ত ওডিআই বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়নের তকমা ছিনিয়ে নিয়েছেন মান্ধানারা। এবার তাঁদের লক্ষ্য টি২০-তে বিশ্বকাপ জয়।

এদিকে, স্মৃতির পাশে থাকতে জেমিমা রডরিগেজের মহিলাদের বিগ ব্যাশ লিগে না খেলার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন বিখ্যাত অভিনেতা সুনীল শেট্টি। তিনি জেমিমার বিগ ব্যাশে না খেলার সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত খবরের একটি পেপার কাটিং সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছেন, ‘সকালবেলা এই খবরটি দেখে মন ভরে গেল। মান্ধানার পাশে থাকতে বিগ ব্যাশে খেলবেন না জেমিমা। এটাই প্রকৃত সতীর্থের উদাহরণ।’

> সকালবেলা এই খবরটি দেখে মন ভরে গেল। স্মৃতি মান্ধানার পাশে থাকতে বিগ ব্যাশে খেলবেন না জেমিমা। এটাই প্রকৃত সতীর্থের উদাহরণ।
>
> **সুনীল শেট্টি**

বিক্রি হচ্ছে রাজস্থান রয়্যালসও

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পথেই রাজস্থান রয়্যালস। বদল হতে চলেছে উদ্বোধনী আইপিএল জয়ী ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা। জয়পুরস্থিত আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে যে খবর প্রকাশ্যে এনেছেন হর্ষ গোয়েঙ্কা। লখনউ সুপার জায়েন্টসের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ভাই হর্ষের দাবি, একটা (আরসিবি) নয়, দুই দলের মালিকানা বিক্রি হতে চলেছে। নতুন মালিক পেতে চলেছে মেগা লিগের গোলাপি ব্রিগেড।

এক্স হ্যান্ডলে হর্ষ গোয়েঙ্কা লিখেছেন, ‘আমি শুনেছি, একটা নয়, দুইটি আইপিএল টিম এই মুহূর্তে বিক্রির অপেক্ষায়-আরসিবি ও আরআর। আইপিএলের বর্তমান ব্র্যান্ড ভ্যালুকে অনেকে কাজে লাগাতে চাইছে। ফলস্বরূপ দুইটি টিম বিক্রি হচ্ছে। কেনার দৌড়ে রয়েছে ৪-৫টি সংস্থা। শেষপর্যন্ত কারা সফল হবে। হতে পারে পুনে, আহমেদাবাদ, মুম্বই, বেঙ্গালুরু অথবা আমেরিকার সংস্থা।’ বর্তমানে রাজস্থান রয়্যালসের সিংহভাগ মালিকানা রয়েছে রয়্যালস স্পোর্টস গ্রুপের (৬৫ শতাংশ শেয়ার) হাতে। এছাড়াও রয়েছেন লাচলান মারডখ, রেডবার্ড ক্যাপিটালস পার্টনারও।

সিরাজের কাছে ক্ষমা চাইল এয়ার ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদ। টেস্ট সিরিজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে বিমানযাত্রায় বিপত্তি। দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকা। বিমান কর্তৃপক্ষের তরফে যাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগও ঠিকঠাক ছিল না। সমাজমাধ্যমে যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন মহম্মদ সিরাজ। তুলে ধরেন ‘বিমানযাত্রার’ জঘন্য অভিজ্ঞতার কথা। এদিন যা নিয়ে সিরাজের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া।

সমাজমাধ্যমে করা পোস্টে সিরাজ লিখেছিলেন, ‘গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদে যাওয়ার জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ধরেছিলাম। ছাড়ার কথা ছিল সন্ধে ৭.২৫ মিনিটে। চার ঘণ্টা অপেক্ষার পরও বিমান সংস্থার থেকে কোনও পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হয়নি! বারবার বলার পরও সঠিক কারণ জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি। অথচ, যাত্রীরা ন্যূনতম এই পরিষেবাটুকু আশা করতেই পারে। সবমিলিয়ে খুব খারাপ অভিজ্ঞতা।’

মহম্মদ সিরাজের পোস্ট ভাইরাল হওয়ার পর নড়েচড়ে বসেন এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। সমাজমাধ্যমেই ভারতীয় দলের পেসারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন বিমান কর্তৃপক্ষ। তাঁরা লিখেছেন, ‘আমরা বুঝতে পারছি কীরকম কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে। লম্বা সময় যেভাবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন, তা প্রশংসাযোগ্য। মিস্টার সিরাজ, এই পরিস্থিতির জন্য আন্তরিকভাবে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। অপারেশনাল কারণে এই বিপত্তি। বিমানবন্দরে থাকা আমাদের কর্মীরা সর্বতোভাবে যাত্রীদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছে।’

স্লটের পরিবর্তে লিভারপুলে কোচের দায়িত্বে এনরিকে!

লন্ডন, ২৮ নভেম্বর : লিভারপুলের কোচ হিসেবে আর্নে স্লট কি দায়িত্বে থাকবেন? অন্তত চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসভি আইন্দহোভেনের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর জল্পনা আরও বেড়েছে। বিকল্প হিসেবে ভাসছে লুইস এনরিকের নাম।

চলতি মরশুমে একদমই ছন্দে নেই লিভারপুল। গতবারের ইপিএল জয়ীরা এবার কিন্তু লিগ টেবিলে দ্বাদশ স্থানে রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আইন্দহোভেনের কাছে ঘরের মাঠে ৪ গোল হজম করে আরও চাপে তারা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ ১২ ম্যাচ ৯টি হারের সম্মুখীন মহম্মদ সালাহরা। গত ৭১ বছরে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে লিভারপুল।

চলতি মরশুমে অল রেডসের হতশ্রী পারফরমেন্স কোচ বদলের হাওয়া বাড়িয়ে দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, বিকল্প কোচ হিসেবে লিভারপুলের প্রথম পছন্দ প্যারিস সাঁ জাঁ কোচ এনরিকে। গত মরশুমে পিএসজি-কে ত্রিমুকুট জেতানো এই স্প্যানিশ কোচকে আনার চেষ্টা করছে তারা। কিন্তু এনরিকে লিভারপুলের চ্যালেঞ্জ নিতে কি রাজি হবেন? এই নিয়ে ফুটবল মহলে চলছে বিস্তর জল্পনা।

এদিকে, এখনই হাল ছাড়তে নারাজ আর্নে স্লট। তিনি বলেছেন, ‘আমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ফুটবলটা খেলতে পারছি না। তবে পরের ম্যাচ থেকে লড়াই করব। গত মরশুমে প্রবল চাপের মুখেও লিগ জিতেছিলাম। এবারেও সেইরকম চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি রয়েছি।’

বেঙ্গালুরুর র‍্যাপিড স্পোর্টস ফিটনেস (আরএসএফ)-এর সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করল ফুটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (এফপিএআই)। এর ফলে যে পুরুষ ও মহিলা ফুটবলাররা সর্বোচ্চ মানের রিহ্যাবের সুযোগ পান না, তাঁরা আরএসএফ-এ সেই সুবিধা পাবেন। এদিনের মউ স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে সুনীল ছেত্রী, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, চিঙ্গলেসানা সিংদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এফপিএআই-এর সভাপতি মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু, সচিব অরিন্দম ভট্টাচার্য ও মহিলা ফুটবলাররা।

শুভেচ্ছা
বিবাহবার্ষিকী

☺ **প্রদীপ ও দীপিকা** : আজ তোমাদের ১৩তম শুভ বিবাহবার্ষিকীর দিনটিতে রইল শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা- **আপনাদের সেরা বন্ধু, শিলিগুড়ি।**

☺ **গৌর গৌরী** : শুভ ৩৫তম বিবাহবার্ষিকীর তোমাদের দুজনকে জানাই প্রণাম ও শুভেচ্ছা। ইতি- **ভাইয়ো রমেন।** আলিপুরদুয়ার।

চারে রুতুকে নিয়ে জল্পনা

সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে বিরাট কোহলি ও ঋষভ পন্থের নৈশভোজের এই ছবি।

রাঁচি, ২৮ নভেম্বর : উৎসবের মেজাজ। উন্মাদনা চরমে।

সকাল থেকেই রাঁচির জেএসসিএ ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বাইরে ক্রিকেটপ্রেমীদের দীর্ঘ লাইন। অন্তহীন অপেক্ষা। কারও চাই রবিবারের ম্যাচের টিকিট। তার জন্য যে কোনও মূল্য চোকাতে তৈরি তাঁরা। যদিও রবিবারের ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার একদিনের ম্যাচের কোনও টিকিট আর অবশিষ্ট নেই। কারও উদ্দেশ্য আবার রবিবারের ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের টিকিটের চেয়েও বেশি করে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে চাক্ষুষ করা। আধুনিক ক্রিকেটের ভগবানকে দর্শন করা। কে জানে আবার কবে মহেন্দ্র সিং ধোনির শহরে 'রোকো' জুটিকে খেলতে দেখা যাবে!

গতকাল রাতে আচমকাই কোহলি হাজির হয়েছিলেন তাঁর 'ক্যাপ্টেন' ধোনির বাড়িতে। সন্ধ্যায় জেএসসিএ ক্রিকেট মাঠে অনুশীলনের পর মাহির বাড়িতে পৌঁছেছিলেন বিরাট। ধোনির বাড়িতে গতকাল রাতে হাজির হয়েছিলেন আরও দুই অতিথি। একজন ঋষভ পন্থ। অপরজন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। নৈশভোজের পর রাতের দিকে মাহি নিজে গাড়ি চালিয়ে বিরাটকে ভারতীয় দলের টিম হোটেলে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ধোনি-কোহলি সাক্ষাতের ভিডিও, ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতে সময় লাগেনি। এমনটাই তো হওয়ার কথা। রবিবার ধোনি কি জেএসসিএ মাঠে হাজির হবেন? গ্যালারিতে বসে দেখবেন 'রোকো' জুটির ম্যাজিক? আপাতত উত্তর জানে না দুনিয়া। সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীরা খুব বেশি বিষয়টা নিয়ে জানতে চান, এমন নয়।

বরং সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহ আপাতত কোচ গৌতম গম্ভীর ও তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে। গম্ভীর হটাও, ভারতীয় ক্রিকেট বাঁচাও, দাবি আগেই উঠে গিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে গম্ভীর নিয়ে ধীরে চলো নীতির কথাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যদিও বিসিসিআইয়ের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপের আসর পর্যন্ত গম্ভীরের চাকরি যাচ্ছে না। কুড়ির বিশ্বকাপে সূর্যকুমার যাদবরা ব্যর্থ হলে সবার প্রথমে হয়তো চাকরি যাবে কোচ গম্ভীরের। শুক্রবার

হিটম্যানের ক্লাসে যশস্বী

সন্ধ্যায় জেএসসিএ ক্রিকেট মাঠে ভারতীয় দলের অনুশীলনে সবচেয়ে সিরিয়াস ও গম্ভীর মুখে দেখা গিয়েছে ভারতীয় দলের কোচকেই। তিনি তাঁর হটসিটের উত্তাপ অনুভব করছেন ভালোভাবেই। শুভমান গিলের অনুপস্থিতিতে কার্যনিবাহী অধিনায়ক লোকেশ রাহুলের সঙ্গে অনেকটা সময় মাঠেই আলোচনা সেরেছেন গম্ভীর।

বৃহস্পতিবার রাতে নিজে গাড়ি চালিয়ে বিরাট কোহলিকে রাঁচির হোটেলে পৌঁছে দেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

হয়তো দলের প্রথম একাদশ নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে আজ।

কোচ গম্ভীরের সামনেই 'রোকো' তাঁদের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। সতীর্থদের উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে চাঙ্গা করার দায়িত্বটাও রোহিতরাই নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সূত্রের খবর, 'রোকো' জুটির পরামর্শ মেনে রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে একদিনের সিরিজে চার নম্বরে ব্যাটিং করানোর ভাবনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় টিম ইন্ডিয়ার নেটে চার নম্বরেই ব্যাট করেছেন রুতুরাজ। শুধু ব্যাটিং করেছেন বললে একটু ভুল হবে। দীর্ঘসময় ব্যাটিং সাধনা সেরেছেন তিনি। অধিনায়ক রাহুল ও কোচ গম্ভীরও তাঁর সঙ্গে বারবার কথা বলেছেন। আর কোহলি দেখিয়ে দিয়েছেন চার নম্বরে ব্যাটিংয়ের টেকনিক। রুতুরাজকে আজ শ্যাডো করে ব্যাটিংয়ের কিছু বিশেষ পরামর্শও দিয়েছেন বিরাট।

ঠিক একইভাবে আজ রোহিতের ক্লাসে দেখা গিয়েছে যশস্বী জয়সওয়ালকে। শুভমানের অনুপস্থিতিতে প্রাক্তন অধিনায়ক হিটম্যানের সঙ্গে যশস্বীই ভারতীয় ইনিংস ওপেন করবেন। তার আগে আজ অনুশীলনে নেটে ব্যাটিং চর্চা শুরুর আগে রোহিত আলাদাভাবে ডেকে নেন যশস্বীকে। বুঝিয়ে দেন তাঁর থেকে দল কী চাইছে। টেস্ট সিরিজে মার্কো জানসেনের বিরুদ্ধে বারবার সমস্যায় পড়েছিলেন জয়সওয়াল। সেই সমস্যা নিয়েও রোহিতের পরামর্শ পেয়েছেন যশস্বী। এখন দেখার, 'রোকো'-র স্পর্শে টিম ইন্ডিয়া জয়ের সরণিতে ফিরতে পারে কি না।

'২৭ বিশ্বকাপে রোকো আশাবাদী মরকেল

রাঁচি, ২৮ নভেম্বর : কথাটা কি তিনি মন থেকে বলেছেন? তাঁর কথার মধ্যে কি কোচ গৌতম গম্ভীরের অসহায়তার ছবি সামনে এল?

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট সিরিজ এখন ইতিহাস। ঘরের মাঠে ফের টেস্ট সিরিজে চুনকাম হয়ে সমালোচনার সাগরে টিম ইন্ডিয়া। সেই সমালোচনার রেশ কাটার আগেই রবিবার রাঁচিতে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেলতে নামছে ভারত। তার আগে শুক্রবার রাঁচির জেএসসিএ ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনও শুরু হয়ে গেল সাদা বলে। সন্ধ্যার সেই অনুশীলন শুরুর আগে দলের বোলিং কোচ মর্নি মরকেল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাদের কি ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে নিধারিত থাকা একদিনের বিশ্বকাপের আসরে দেখা যাবে?

এমন প্রশ্নের সামনে পড়ে কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে মরকেল জানিয়েছেন, খেলার ইচ্ছা ও ফিটনেস যদি ঠিক থাকে তাহলে 'রোকো'-র পক্ষে দুই বছর পরের একদিনের বিশ্বকাপ খেলা অসম্ভব নয়। বরং বিরাটদের বিশাল অভিজ্ঞতা, ট্রফি জিততে জানার স্কিল, দল পরিচালনার দক্ষতা আগামীদিনে টিম ইন্ডিয়াকে ভরসা দেবে একদিনের

ফিট হচ্ছেন শুভমান

ক্রিকেটে। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচের কথায়, '২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের দেরি রয়েছে এখনও। কিন্তু তারপরও আমি বলতে চাই, বিরাট-রোহিতরা অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। ওদের ফিটনেস যদি ঠিক থাকে, ক্রিকেট খেলার ইচ্ছাও যদি থাকে ওদের মধ্যে, তাহলে পরের একদিনের বিশ্বকাপ না খেলার কোনও কারণ নেই।' ২০২৪ সালে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকা। টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট ভরাডুবির অন্যতম কারণ হিসেবে কোচ গম্ভীরই দলের অনভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছিলেন। রোহিত-কোহলি-রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের অবসরের পর পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলা ভারতীয় ক্রিকেটের কথাও বলেছিলেন। ঘরে-বাইরে প্রবল চাপে থাকা কোচ গম্ভীরের মনের কথাই কি আজ শোনালেন মরকেল? কে জানে। ভারতীয় দলের বোলিং কোচের সাংবাদিক সম্মেলনে করা মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ঝড় উঠেছে। মরকেল বলেছেন, 'ক্রিকেটার হিসেবে 'রোকো'-র বিরুদ্ধে খেলেছি। ওদের দাপটে বহু নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছি। এখন ভারতীয় দলের কোচ হিসেবেও ওদের কাছ থেকে দেখছি। 'রোকো' জুটি যদি নিজেদের ফিট রাখতে পারে, তাহলে কিছুই অসম্ভব নয়।' রোহিতদের নিয়ে মন্তব্যের পাশে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ জানিয়েছেন, ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের সময় ঘাড়ে চোট পাওয়া অধিনায়ক শুভমান গিল এখন অনেকটাই ফিট। সমস্যা কমেছে গিলের। শ্রেয়স আইয়ারও অস্ত্রোপচার পরবর্তী পর্বে রিহ্যাব শুরু করেছেন বলে জানিয়েছেন মরকেল।

অনুশীলনের ফাঁকে যশস্বী জয়সওয়ালকে নির্দেশ গৌতম গম্ভীরের। শুক্রবার রাঁচিতে।

আই লিগের বাণিজ্যিক সঙ্গীর খোঁজ এআইএফএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : আইএসএল নিয়ে সিদ্ধান্ত সম্ভবত আগামী সপ্তাহে। তবে তার আগে আই লিগের জন্য সুখবর। শনিবারই হয়তো অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আই লিগ, আই লিগ টু ও আই লিগ থ্রিয়ের জন্য বাণিজ্যিক সঙ্গী চেয়ে বাজারে দরপত্র ছাড়তে চলেছে।

আইএসএলের জন্য ৩৭.৬ কোটিতে রাজি হয়নি কোনও কোম্পানি। ফলে দরপত্র জমাও পড়েনি। তার জন্যই সম্ভবত আই লিগের তিনটি ধাপের জন্য ন্যূনতম দর রাখা হচ্ছে ৬ কোটি। যা এআইএফএফের আগের কার্যনিবাহী কমিটিতেই পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। সূত্রের খবর, এই তিন লিগ করার জন্যও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। তবে তারা সাড়া দেয়নি নীচের ধাপের এই তিন লিগ আয়োজনের ব্যাপারে। এখন একথাই শোনা যাচ্ছে, আইএসএল করতে আগ্রহী শ্রাচী স্পোর্টস হয়তো জার্মান সংস্থা স্পোর্টস ফাইভের সঙ্গে মিলিতভাবে এই তিন লিগের দায়িত্ব নিতে পারে। আর শেষপর্যন্ত যদি এফএসডিএলই রাজি হয়ে যায় তাহলে আরও সুবিধা ফেডারেশনের। আইএসএলের ক্ষেত্রে এফএসডিএল রাজি না হলেও আই লিগ ক্লাবগুলি অবনমন চায় এবং সেকথা তারা ফেডারেশনকে আলোচনার সময় জানিয়েও দিয়েছে। আই লিগের ১১ ক্লাবের মধ্যে আলোচনায় আট ক্লাব উপস্থিত ছিল। যার মধ্যে রানার্স চার্চিল ব্রাদার্স এবং অবনমনে থাকা দিল্লি এফসি এবং স্পোর্টিং ক্লাব বেঙ্গালুরু আসেনি এই আলোচনায়। শেষ দুই ক্লাবের আবেদনের ভিত্তিতে গত ২৭ মে অ্যাপিল কমিটি অবনমনের উপর স্থগিতাদেশের নির্দেশ দেয়। এরপর স্পোর্টিং ক্লাব বেঙ্গালুরু ক্যাসে গেলেও টাকা দিতে না পারায় কেস নেয়নি ফিফার এই কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস। আপাতত এই দুই ক্লাব নিয়ে ১৩ ডিসেম্বর শুনানি হওয়ার কথা ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটিতে। তবে যাই হোক না কেন, নিয়মমাফিক উপরের ধাপে উন্নীত হওয়া ও অবনমন দুটোই যেন হয় বলে দাবি আই লিগ ক্লাবগুলির।

এছাড়া ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগের জন্য ছাড়া দরপত্র জমা করারও শেষ তারিখ রাখা হয়েছে ২৯ নভেম্বর। যদিও কিছু কোম্পানি আগ্রহ দেখালেও আরও খানিকটা সময় চেয়ে নিয়েছে। বাকি সব লিগের কাজ টিমে গতিতে চলা শুরু হলেও আইএসএল সমস্যা কবে মিটবে তার হদিস অন্তত প্রকাশ্যে এখনও দিতে পারছেন না এমনকি ফেডারেশনেরও কোনও কর্তা। ফলে দেশের সর্বোচ্চ লিগ শুরু না হলে আই লিগের বাণিজ্যিক সঙ্গী পেলেও তা আরম্ভ করা সম্ভব হবে কিনা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

জয়ী নেতাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে শুক্রবার নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ২-১ গোলে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর ৫১ মিনিটে সন্দীপ লিম্বু নেতাজিকে এগিয়ে দেন। পরের মিনিটে সমতা ফেরান সরোজিনীর করণ রাই। ৭৩ মিনিটে সায়ন সরকারের গোলে জয় নিশ্চিত করে নেতাজি। ম্যাচের সেরা হয়ে সায়ন পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। শনিবার খেলবে বিবেকানন্দ ক্লাব ও ওয়াইএমএ।

ম্যাচের সেরা সায়ন সরকার।

ভারতের অভ্যর্থনায় আপ্লুত বেকহ্যাম

মুম্বই, ২৮ নভেম্বর : ভারত সফরে ডেভিড বেকহ্যাম।

বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়ে ইউনিসেফের দূত হয়ে এদেশে এসেছেন কিংবদন্তি ইংলিশ ফুটবলার। মুম্বইতে বেকহ্যামকে স্বাগত জানান ইউনিসেফের ভারতীয় অ্যাম্বাসাডর আয়ুষ্মান খুরানা। ভারতীয় রীতি রেওয়াজ মেনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এমন আতিথেয়তায় আপ্লুত বেকহ্যাম। সমাজমাধ্যমে ভারত সফরের ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'যে আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানানো হয়েছে তাতে আমি মুগ্ধ। মুম্বইয়ে কিছু সুন্দর স্মৃতি রইল।'

ভারতে যুবসমাজ ও শিশু অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেন বেকহ্যাম। তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন ভাইজ্যাগের একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে। সেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক। খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে মুম্বইয়ের কুপারেজ স্টেডিয়ামে বল পায়ে নেমে পড়েছিলেন তিনি।

ভারত সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে বেকহ্যাম বলেছেন, 'যেসব শিশু ও তরুণদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, ওদের দেখে আমি মুগ্ধ। খুব অল্প বয়স থেকেই ভবিষ্যতের জন্য লড়ছে ওরা। এই পথ চলা আমাদের মনে করিয়ে দিতে বাধ্য ওদের জন্য আমাদের বিনিয়োগ কতটা জরুরি।'

ভারত সফরে এসে খুদেদের সঙ্গে ডেভিড বেকহ্যাম।

বিশ্বকাপ হাতে নিয়ে উচ্ছ্বাস পর্তুগালের ফুটবলারদের। দোহায়।

অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ জিতল পর্তুগাল

দোহা, ২৮ নভেম্বর : পাঁচবার বিশ্বকাপ খেলেও ট্রফি স্পর্শ করতে পারেননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ষষ্ঠবার তিনি সেই প্রয়াসে নামার আগেই পর্তুগালকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করলেন আনিসিও কাবরাল। ফাইনালে ৩২ মিনিটে তাঁর করা গোলেই অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবলে রোনাল্ডোর দেশ চ্যাম্পিয়ন হল। যা যে কোনও পর্যায়ে পর্তুগালকে প্রথমবার বিশ্বসেরা হওয়ার স্বাদ এনে দিয়েছে। তাদের এই কৃতিত্ব আরও বেড়ে গিয়েছে এইজন্য যে, ২০০৩ সালের পর এবারই প্রথম পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করেছিল। কাবরাল প্রতিযোগিতায় ৭টি গোল করেছেন, যা গোল্ডেন বুটজয়ী অস্ট্রিয়ার জোহানেস মোজেরের থেকে মাত্র একটি কম।

অভিনন্দন রোনাল্ডোর

অস্ট্রিয়াকে ফাইনালে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রোনাল্ডো পর্তুগিজ ফুটবলারদের গ্রাফিকস করা ছবির নীচে লিখেছেন, 'জায়েন্টস! অভিনন্দন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।'

৪ উইকেট আশিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ৭ উইকেটে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে দাদাভাই ৩১.৫ ওভারে ১৪০ রানে অল আউট হয়। শচীন গুপ্তা ৫২ রান করেন। সূর্যপ্রতাপ ভৌমিকের অবদান অপরাজিত ৩৬। ম্যাচের সেরা আশিক রায় ১২ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন বিষ্ণু দাসও (১৯/২)। জবাবে ইউনাইটেড ২৪.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪২ রান তুলে নেয়। অঞ্জন সাহা ৫২ রানে অপরাজিত থাকেন। কুমার রায় করেন ২৩ রান। সূর্যপ্রতাপ ২১ রানে নেন ২ উইকেট। শনিবার খেলবে বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাব ও সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব।

ম্যাচের সেরা হয়ে আশিক রায়।

অনুশীলনে ক্যাচ নিতে মরিয়া ঝাঁপ বিরাট কোহলির। শুক্রবার রাঁচিতে।

গোয়া সন্তোষ ট্রফি দলের সঙ্গেও খেলবে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : দল গোল পাচ্ছে। যা স্বস্তি দিতে পারে যে কোনও কোচকেই। একইভাবে গোল খাওয়া চিন্তাতেও রাখে। এখন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁও সম্ভবত একদিকে যেমন স্বস্তিতে আছেন তেমনি অন্যদিকে চিন্তায়ও আছেন কিছুটা।

ডেম্পোর বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে জয়

কলকাতায় নিজেদের রিজার্ভ দলের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে গোয়া উড়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ৪ ডিসেম্বর সুপার কাপের সেমিফাইনালে পাঞ্জাব এফসি-র বিপক্ষে সেমিফাইনাল খেলবে অস্কারের দল। তার আগে কিছু ম্যাচ খেলে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে চাইছে লাল-হলুদ বাহিনী। এদিন গোয়ায় ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের বিপক্ষে একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেললেন সাউল ক্রেসপোরা। দলের ৪-১ গোলে জয়ে হিরোশি ইবুসুকি দুইটি এবং সাউল ও হামিদ আহদাদ একটা করে গোল করেন। কিন্তু অস্কারকে ভাবনায় রাখছে প্রতি ম্যাচে নিয়ম করে গোল খাওয়া। যেখানে আক্রমণভাগ ছন্দে সেখানে ডিফেন্সের নড়বড়ে ভাব কাটানোর রাস্তা খুঁজতে শুরু করেছেন লাল-হলুদ কোচ।

সেমিফাইনালের আগে ইস্টবেঙ্গল আরও একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বলে জানা গেল। তবে এখনও প্রতিপক্ষ ঠিক হয়নি। যদিও গোয়ার খবর, ওখানে সন্তোষ ট্রফির দল অনুশীলন শুরু করেছে। সম্ভবত তাদের বিপক্ষেই ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল।

দুই প্রধানে খেলা কেষ্ট মিত্র প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : প্রয়াত প্রাক্তন ফুটবলার কেষ্ট মিত্র। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দুই বড় ক্লাবেই খেলেছেন তিনি। তবে বাংলার হয়ে কখনও খেলা হয়নি। যা নিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর আক্ষেপ ছিল।

পোশাকি নাম কৃষ্ণ হলেও কলকাতা ময়দানে কেষ্ট মিত্র বলেই পরিচিত তিনি। সাতের দশকে মোহনবাগানে দুই বছর ও ইস্টবেঙ্গলে একবছর খেলেছেন। গত কয়েকবছর ধরেই হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন। শেষদিকে ঝাপসা হয়েছিল স্মৃতি। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর রানাঘাট থেকে চলে আসেন কাঁচরাপাড়ায় মেয়ের কাছে। এদিন সকালে স্থানীয় এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কেষ্ট মিত্র। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৪।

আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিক্স মিট শুরু

জলপাইগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের পরিচালনায় ও আনন্দ চন্দ্র কলেজের ব্যবস্থাপনায় আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিক্স মিট বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গন সাই সেন্টারে শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে পুরুষদের ৫ হাজার মিটারে প্রথম হলেন মালবাজারের পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের জিরাজ ওরাওঁ। পুরুষদের অন্য ইভেন্টে প্রথম যথাক্রমে এসি কলেজের জয়প্রকাশ বর্মন (শট পাট), নকশালবাড়ি কলেজের মহম্মদ রাকেশ (হাই জাম্প), এসি কলেজের সৈকত রায় (লং জাম্প), শিলিগুড়ি কলেজের হৃদয় বর্মন (জ্যাভলিন থ্রো) এবং সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের আদৃশ দাস (৮০০ মিটার)। মহিলাদের ৫ হাজার মিটারে প্রথম হয়েছেন আনন্দ চন্দ্র কলেজের রিঙ্কি সরকার। প্রতিযোগিতায় ২৯টি ইভেন্টে ৩১৮ জন অংশ নিচ্ছে। শনিবার প্রতিযোগিতার শেষদিন।

সুরজের দাপটে জয়ী বাঘা যতীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ৭ উইকেটে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে দেশবন্ধু ৪৩ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭৭ রান তোলে। চক্রধর দ্বিবেদী ১০৫ রান করেন। এবারের লিগে এটাই প্রথম শতরান। সুরজ রায় ২৮ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। জবাবে বাঘা যতীন ৩০.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৮০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সুরজ ৭৩ রানে অপরাজিত থাকেন। রাঘব দাসের অবদান ৪৩। শনিবার খেলবে স্বস্তিকা যুবক সংঘ ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ। শোনা যাচ্ছে, এই ম্যাচে কৃষ্ণনগরের দুইজন আম্পায়ারিং করবেন। শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার সচিব রানা দে সরকার অবশ্য বলছেন, 'বিষয়টি পোস্টিং কমিটি দেখে থাকে। খেলার আগে আম্পায়ার পোস্টিং নিয়ে কিছু বলা যায় না।'

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে সুরজ রায়।